শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

উপন্যাস হইতে

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

নাটকাকারে বিরচিত

আর্ট থিয়েটার কর্ত্তৃক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—[illegible]শে ফাল্গুন, ১৩৩৮, শনিবার

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুইটাকা

চতুর্থ সংস্করণ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

শ্যামাকান্ত চৌধুরী	...	...	লক্ষ্মীপুরের জমীদার
বিনোদ	...	...	ঐ পুত্র
বৈকুণ্ঠ ভট্টাচার্য্য	...	...	ঐ বাল্যবন্ধু ও পুরোহিত
বিপিন	...	...	ঐ দেওয়ান
হেমেন্দ্র	...	...	ঐ পোষ্যপুত্র
তারিণী	...	...	ঐ কর্ম্মচারী
যোগেন্দ্র	...	...	কর্ম্মোপলক্ষে মাদুরাবাসী রজনীনাথের সম্পর্কে জামাতা
রজনীনাথ মৈত্র	...	...	সম্ভ্রান্ত উকিল
সুপ্রকাশ	...	...	ঐ পুত্র
ফটিকচাঁদ	...	...	লক্ষ্মীপুর ড্রামাটিক ক্লাবের সভ্যগণ
সারদা	...	...	
যোগেশ	...	...	
নন্দলাল	...	...	
উপেন	...	...	
ষষ্ঠীচরণ	...	...	

স্ত্রী

সিদ্ধেশ্বরী	...	...	বৃন্দাবন-বাসিনী গৃহস্থ-বিধবা
মাতঙ্গিনী	...	...	ঐ প্রতিবেশিনী
হারাণীর মা	..	..	সিদ্ধেশ্বরীর দাসী
শিবানী	..	...	ঐ কন্যা
রতনমঞ্জরী	...	...	শিবানীর সমবয়স্কা প্রতিবেশিনী
মণিমালা	..	...	যোগেন্দ্রের স্ত্রী
বসুমতী	...	...	রজনীনাথের স্ত্রী
শান্তিলতা	...	...	ঐ কন্যা
হরিমতী	...	...	কলিকাতার অভিনেত্রী
চন্দুরী ..	...	...	ফরাসডাঙ্গার বাসায় হেমেন্দ্রের দাসী

জীবনতারা, প্রতিবেশিনীগণ, ইত্যাদি
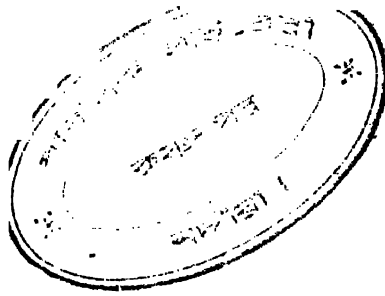
সংগঠনকারিগণ

প্রথম অভিনয় রজনীর সংগঠনকারী ও অভিনেতৃগণ

শিক্ষক ও অধ্যক্ষ	...	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
[illegible]	...	" তুলসীচরণ লাহিড়ী ([illegible]চারী)
হারমোনিয়র বাদক	...	" সন্তোষকুমার দাস
বংশীবাদক	...	" ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গতি	...	" সতীশচন্দ্র বসাক
মঞ্চশিল্পী আলোকনির্দ্দেশক	...	" পরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)
সহকারী	...	" মাণিকলাল দে
"		" কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মারক	...	" গোবর্দ্ধন পাল

অভিনেতাগণ

শ্যামাকান্ত	নাট্যাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)
বিপিন	" বিভূতিভূষণ চৌধুরী
রজনীনাথ	" মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
বিনোদ	" জীবনকুমার গাঙ্গুলী
ভিখারী	" কৃষ্ণধন কুণ্ডু (পরে) শরৎচন্দ্র সুর
১ম গাঁটকাটা	" আশুতোষ বসু (এমেচার)
২য় গাঁটকাটা	" সুবলচন্দ্র ঘোষ (এমেচার)
যোগেশ	" কানাইলাল ঘোষ
ফটিকচাঁদ	" জহর গাঙ্গুলী
নন্দলাল	" সুরেন্দ্রনাথ রায়
সারদা	" অতুলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী
উপেন্দ্র	" শশধর চট্টোপাধ্যায়
বৈকুণ্ঠ ভট্টাচার্য্য	" তুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
ষষ্ঠীচরণ, ডাকপিয়ন	শ্রীশৈলেশনাথ চট্টোপাধ্যায়
বিহারী	" যতীন্দ্রনাথ দাস
তারিণী	" শরৎচন্দ্র সুর
পাণ্ডা	" জ্যোতকুমার মুখোপাধ্যায়
একাওয়ালা	" সত্যেন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী
হেমেন্দ্র	" সন্তোষকুমার সিংহ
সুপ্রকাশ	শ্রীমতী রাণীবালা দাসী
যোগেন্দ্র	শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
চাপরাশি, নিধিরাম	" কমলকুমার ঘোষ
অম্ল্যকুমার	" ইন্দু
ডাক্তার	" ক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী (পরে) ননীগোপাল মল্লিক

অভিনেত্রীগণ

সিদ্ধেশ্বরী	শ্রীমতী শান্তবালা
শিবানী	„ কৃষ্ণভামিনী
হারাণীর মা ও বিন্দু	„ সুবাসিনী
মণিমালা	„ আঙ্গুরবালা
শান্তিলতা	শ্রীমতী সুশীলাবালা
বসুমতী	„ মতিবালা
রতনমণি, চন্দুরী	„ সরস্বতী
হরিমতী	„ রাজলক্ষ্মী
জীবনতারা	„ পদ্মাবতী

পোষ্যপুত্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—লক্ষ্মীপুর

সময়—অপরাহ্ণ

শ্যামাকান্তের বৈঠকখানা

জমীদার শ্যামাকান্ত ও দেওয়ান বিপিন

শ্যামাকান্ত। ঠাকুরমশায় মাঘ মাসের পাঁচুই, এগারই, সতেরইএর মধ্যে এগারই আর যোলই এই দু'টো দিনই প্রশস্ত ব'লে গেলেন। আমরা এগারই পাত্রী আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্‌বো, তারা যোলই পাত্র আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবে।

বিপিন। তাহ'লে বিবাহের দিন ধার্য্য ক'রলেন কবে?

শ্যামা। মাঘের পঁচিশে আর আঠাশে, দু'টো দিনই ভাল। তা ওদের যেদিন সুবিধা হবে, সেই দিনই স্থির করা যাবে! তোমার বাড়ী মেরামতের আর ক'দিন লাগ্‌বে। আজ তো পৌষের মাঝামাঝি।

বিপিন। খুঁটিয়ে মেরামত, নইলে এতদিন সেরে ফেলতুম। আমিও বেশী ক'রে মিস্ত্রী লাগিয়ে দিচ্চি, এই পৌষের মধ্যেই ভারা খুল্‌বো।

শ্যামা। রজনীরও—ক'টা বাজলো? ষ্টেশনে গাড়ী পাঠান হ'য়েছে তো? এই ট্রেণে আস্‌বার কথা না?

বিপিন। হ্যাঁ, পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে নাম্‌বেন; গাড়ী ঠিক আছে।

শ্যামা। বাজারের যা কিছু ভার রজনীকেই নিতে হবে। ক'ল্‌কাতার উকীল, আমরা পাড়াগেঁয়ে। গয়না-গাঁটি কাপড়-চোপড় সে এক পর্ব্ব! বাড়ীর কোনও জিনিসই তো আর কাজে লাগবে না! বছর বছর ফ্যাসান বদ্‌লাচ্ছে, মাথামুণ্ড কিছু তো বুঝতে পারি নে। পুরোনো যা কিছু আছে—ভাঙ্গো আর গড়ো! জিনিসের যা দাম তার চেয়ে মজুরী খরচা বেশী। তারপর, দেখ না ঐ এক পাকা দেখা! ক'ল্‌কাতার চা'ল এক একটা পাকা-দেখার যা খরচ, তাতে গরীবের তিনটে মেয়ের বিয়ে হয়! তারা! কি দিনকালই প'ড়লো!

রজনীনাথের প্রবেশ ও শ্যামাকান্তের পদধূলি গ্রহণ

এসো এসো, এই তোমার কথাই হ'চ্ছিল। আমি তো সাক্ষীমাত্র! বিনোদের বিয়ে, যা কিছু ভার দাদা তোমারই। যা যা ক'র্‌তে হবে, তুমি তার সব ফর্দ্দ করো। নব্যতন্ত্রের খবর সব তো রাখি নে, তোমরা যা ক'র্‌বে তাতেই আমার মত। তবে একটা বিষয়—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় আর সামাজিক, এ দু'টো কাজ যাতে লক্ষ্মীপুরের জমীদার বংশের মর্য্যাদার মত হয়, সেদিকে আগে দৃষ্টি রেখো! কতগুলি সমাজিক দিতে হবে আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কাকে কাকে বলা হবে; পুরোনো ফর্দ্দ সাম্‌নে রেখে বিপিনকে নূতন ফর্দ্দ ক'র্‌তে ব'লেছি। কি বিপিন, ফর্দ্দ সব ঠিক হ'য়েছে তো?

বিপিন। আজ্ঞে হাঁ। তবে লক্ষ্মীপুরের পুরোনো ঘরের অনেকের নামই কাটতে হ'য়েছে।

শ্যামা। কেন কেন?

বিপিন। প্রায় চৌদ্দ আনা তো দেশ ছাড়া।

শ্যামা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) হুঁ! পঞ্চাশ বৎসরের আগেকার সমাজ আর এখনকার সমাজ। বড় বড় বাড়ীতে দিনের বেলায় বাঘ লুকিয়ে থাকে! যাই হোক ভিটেগুলো তো সব পড়ে আছে, যতটা পারো খবর নাও, বাস উঠিয়ে কে কোথায় আছেন; চিঠি লিখে খবর নিয়ে যতটা সম্ভব সামাজিক পাঠাতেই হবে।

রজনী। বড্ড তাড়াতাড়ি ক'ল্লেন! আমার ইচ্ছে ছিল, বি-এ পাশ করার পর বিনোদকে একবার বিলেত ঘুরিয়ে এনে—লেখাপড়া শেখবার দিকে বড় ঝোঁক—জলপানি নিয়ে বি-এ পাশ ক'রলে, বিজ্ঞানটা ভাল ক'রে শিখে এলে দেশের অনেক কাজ ক'র্‌তে পার্‌তো।

শ্যামা। সে কথা তো যে-বার এফ-এ দেয়, সে-বার তুমি ব'লেছিলে, তখনও আমার যে উত্তর ছিল, এখনও আমার সেই উত্তর। দেশে থেকে কি আর বিজ্ঞান চর্চ্চা চলে না। শিক্ষার ছল ক'রে অশাস্ত্রীয় পথ নেওয়া আমি ভাল বুঝি না; তারপর আমার একটি ছেলে, ঈশ্বর-ইচ্ছায় অর্থের তার অপ্রতুল নেই, যে ক'দিন বাঁচি,—এখানে থেকেই লেখাপড়া শিখুক—দেশের কাজ করুক।

রজনী। থাক্—ও-সব কথা এখন। আপনার আদেশ পালন করাও তার তো একটা প্রধান কর্ত্তব্য।

শ্যামা। হ্যাঁ, সে শিক্ষা যদি তার হ'য়ে থাকে, তবেই জান্‌বো তার শিক্ষা সার্থক। তোমার কাছেই তো তার শিক্ষা; এ বয়স পর্য্যন্ত তোমার মত কর্ত্তব্যপরায়ণ আর তো দু'টী দেখলুম না। আশীর্ব্বাদ করো ভাই, বিনোদকে আশীর্ব্বাদ করো, তোমার মতই যেন সে কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়। গিন্নী যে ভার দিয়ে স্বর্গে গেলেন, কি উৎকণ্ঠায় যে বিনোদকে আগলে নিয়ে আছি, তারা!—সে কথা জানো তুমি আর এই বিপিন। ও তো ছেলেবেলা থেকেই এখানে কাটালে; সবই তো দেখেছে।

বিপিন। এ বাড়ীতে তো আর চাকরী কচ্ছি নে, গিন্নী-মার স্নেহ-যত্নে এ বাড়ীর হ'য়েই কাটিয়েছি।

রজনী। বিপিনবাবু, কাকে ব'ল্‌ছেন—আজ যে এক মুঠো ক'রে খাচ্ছি,—সে কার কৃপায়? মা মারা গেলেন—অনাথা বিধবা, সংসারে তো আর কেউ ছিল না, আট বছরের ছেলে—মার পা দু'টো বুকে জড়িয়ে কাঁদ্‌ছি,—"মা আমায় ফেলে কোথায় যাচ্ছ?—কার কাছে আমি থাক্‌বো?" উত্তরে শুন্‌লেম—"ভয় কি বাবা, আমার কাছে থাক্‌বে।" মুখ তুলে চেয়ে দেখি—আমি লক্ষ্মীপুরের মা-লক্ষ্মীর বুকের মাঝে!

শ্যামা। থাক্—থাক্—রজনীনাথ, তাঁর কথা আর তুলো না! লক্ষ্মীপুরের জমীদার বাড়ীর সব আছে, কিন্তু সে লক্ষ্মী আর নেই। এত বড় বাড়ী সবই বর্ত্তমান, কিন্তু সেই একজনের অভাবে এই অট্টালিকা হ'য়ে আছে যেন একটা ইঁটের পাঁজা! লক্ষ্মীহীন সংসার যেন শ্মশান হ'য়ে আছে। তাই তোমার অত নিষেধ সত্ত্বেও আমি বিনোদের একটী বউ এনে লক্ষ্মী-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছি। এখন তোমরা থেকে যাতে এই বাসনাটী আমার সুশৃঙ্খলে পূর্ণ হয়, তাই ক'রো ভাই! আমার বয়স হ'য়েছে, আর ক'দিন? ভার তো, তোমাদেরই!

রজনী। আপনার কাজ, এ'র কোন দিনই ত্রুটি হবে না, অসম্পূর্ণ থাক্‌বে না।

শ্যামা। তাই বলো ভাই—তাই বলো। এখন একটা কাজে হাত দিতে গেলে ভয় হয় ভাই, ভয় হয়!—বয়সের ধর্ম্ম!

বিপিন। আমাদের কিন্তু বাসনা পূর্ণ হ'তো, যদি রজনীবাবুর মেয়ে শান্তিকে আপনি বউমা ক'র্‌তেন।

শ্যামা। সব বাসনা তো পূর্ণ হয় না বিপিন! রজনীর মেয়ে শান্তিলতাকে যে বউমা কর্‌বার সাধ আমারও ছিল না তা নয়; কিন্তু আমি রজনীর কাছে সে কথা বলি নি, বলা বর্ত্তব্য বিবেচনা করি নি।

বিপিন না বলার কারণ বুঝিতে না পারিয়া শ্যামাকান্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ;
রজনীও একটু আশ্চর্য্য হইয়া শ্যামাকান্তের মুখের দিকে চাহিল

তোমরা দু'জনেই একটু আশ্চর্য্য হ'চ্চ,—নয় ? কেন বলি নি জানো ? দু'বছর আগে আমি বিনোদের বিয়ে দেব মনে করি, রজনী বাল্য-বিবাহে আপত্তি করে, বলে—"এত অল্প বয়সে ছেলের বিয়ে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। আজকালকার দিনে মেয়েদেরও বিয়ে দেওয়া উচিত তাদের রীতিমত শিক্ষিতা ক'রে—বেশী বয়সে !" রজনীর এই মনের ভাব দেখে আমি শান্তির কথা মুখেই আনি নি।

রজনী। আমি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আপনার মনের ভাব বুঝতে পারি নি ; আপনি আমার অন্নদাতা, শান্তি আপনার পুত্রবধূ হবে, এ যে আমার কাছে দেবতার বর ! আমি যদি আঁচে-ইসারাতেও একটু জান্‌তে পারতেম, আমি তাকে আপনার পায়ের তলায় রেখে যেতাম। আপনি কেন এ কথা আমায় জানান নি ?

শ্যামা। তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় আমি হস্তক্ষেপ ক'রবো রজনি, তুমি আমায় এরূপ কর্ত্তব্যহীন জ্ঞান ক'র্‌লে ? পাছে তোমার পক্ষে জুলুম হয়, এজন্য তোমায় বলি নি, আমার মনের ইচ্ছা—তোমায় জান্‌তে দিই নি।

রজনী। তা যাক্, যখন সবই ঠিক হ'য়ে গেছে, ঈশ্বর-কৃপায় সবই ভাল হবে। আমি এখন বিপিনবাবুকে নিয়ে খাজাঞ্চিখানায় ব'সে সব একটা লিষ্টি ক'রে ফেলি। কাল সকালে আপনি দেখবেন।

শ্যামা। হ্যাঁ ভাই, সেই ভাল।

বিপিন। চলুন (শ্যামাকান্তের প্রতি) তাহ'লে সামাজিকতার বাসন ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের বিদায় সবই কি পিতল-কাঁসার—

শ্যামা। না না—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের রূপোর কোশা-কুশি ক'রবে, আর

একটি ক'রে পুষ্পপাত্র ; আর সামাজিকতা পিতল-কাঁসা দুই-ই—ঘড়া আর থালা।

বিপিন। যে আজ্ঞা!

বিপিন ও রজনীনাথের প্রস্থান

শ্যামা। তারা!—আর কতদিন ভাবাবি মা! যাঁর কাজ তিনি চ'লে গেলেন, এখন সকল ভারই আমার উপর! তিনি থাকতে এ-সব বিষয়ে আমায় কি নিশ্চিন্তই না রেখেছিলেন! হুঁ—সেই সবই হবে, সেই বিনু, সেই তার বউ—কিন্তু বউমাকে আমার বরণ ক'রে ঘরে তোল্‌বার জন্যে আজ তিনি কোথায়? (দীর্ঘনিশ্বাস)

ধীরে ধীরে বিনোদ প্রবেশ করিয়া কাঠের পুতুলের মত অনতিদূরে দাঁড়াইল। তাহার হৃদয়-মধ্যে উত্তালতরঙ্গ বহিতেছিল। শ্যামাকান্ত লক্ষ্য করেন নাই, কখন্ বিনোদ ঘরে ঢুকিয়াছে। তাঁহার কথা শেষ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনার জন্য চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে বিনোদ মৃদুস্বরে ডাকিল—"বাবা!" শ্যামাকান্ত অন্যমনস্ক ছিলেন, তাহার ডাক শুনিতে পান নাই। বিনোদ পুনরায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ-কণ্ঠে ডাকিল—"বাবা!"

শ্যামা। (চমকিত হইয়া ফিরিলেন) কে—বিনোদ? কিছু ব'ল্‌বে?

বিনোদ। (মৃদুকণ্ঠে) হ্যাঁ। (স্বগত) কি ক'রে বাবাকে ব'ল্‌বো, আমি এ বিয়ে ক'রবো না। বিলেত থেকে ঘুরে এসে যদি শান্তির সঙ্গে বিয়ে হ'তো, তবেই বিয়ে করতুম নইলে বিয়ে আমি কখনো ক'রবো না।

সে কিছুই বলিতে পারিল না, পিতার মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় ঘাড় নীচু করিল। ভয়ে তাহার মুখ শুষ্ক; কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া উত্তর না পাইয়া শ্যামাকান্ত একটু বিরক্ত হইলেন, একটু ভয়ও হইল, তথাপি মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন—

শ্যামা। কি ব'ল্‌বে বল না—অমন ক'রে দাঁড়িয়ে কেন?

বিনোদ। আমি এখন বিয়ে—

শ্যামা। কি?

বিনোদ। আমি বিলেত যাব।

শ্যামা। (ক্রোধে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া ক্রুদ্ধস্বরেই বলিলেন) কেন? দেশের বিয়েয় তোমার আর কুলুচ্ছে না বুঝি, না সাহেব হ'বার সাধ হ'য়েছে?

বিনোদ। না বাবা, তা নয়, লেখাপড়া কিছুই শিখ্‌লুম না, এখনও এম-এ দিতে বাকী, এত অল্প বয়সে বিয়ে ক'রে উন্নতির পথে—

শ্যামা। এত বিজ্ঞত্ব তোমার কবে থেকে হ'লো?

বিনোদ। আপনি রাগ ক'র্‌বেন না—আমার কথা শুনুন—

শ্যামা। দেখ বিনোদ, তোমাকে আমি প্রথমে ক'ল্‌কাতায় পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাতে চাই নি; কারণ আমার ধারণা ছিল, অল্প বয়সে ক'ল্‌কাতার সমাজে বাস ক'র্‌লে—ক'লকাতার অবহাওয়ায় বেড়ালে—ক'লকাতায় নানা দেশের নানা প্রকৃতির লোকের সঙ্গে মিশ্‌লে তোমার প্রকৃতিগত, বংশগত বৈশিষ্ট্য কিছু থাকবে না। রজনী আমাকে বুঝিয়েছিল এর বিপরীত; কিন্তু এখন দেখ্‌ছি—রজনীই ভুল ক'রেছিল, আমার সিদ্ধান্তই ঠিক। তুমি বি-এ পাশ ক'রে মানুষ হও নি; বাঙ্গালীর আচার, বাঙ্গালীর সংস্কার, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে হ'য়েছ একটী পাঁচমিশেলী বিদেশী ভূত! আমার পিতৃপুরুষ বংশধরের হাতের এক গণ্ডূষ জল পাবার জন্য হাহাকার ক'রে বেড়াবে, আর তুমি বিলেতে গিয়ে, জাত খুইয়ে ধর্ম্ম খুইয়ে, বাঙ্গালী সাহেব হ'য়ে ফিরে আস্‌বে! আমি বেঁচে থাক্‌তে তা কখনো সম্ভব হবে—মনে ক'রো-না।

বিনোদ। অন্ধ দেশাচারের জন্য কোন সদুদ্দেশ্য ত্যাগ করাও তো আর মনুষ্যত্ব নয়। বিলেত যাওয়া অশাস্ত্রীয় নয়, অনেক পণ্ডিতের এই মত। যদি অশাস্ত্রীয় হ'তো, অবশ্যই মান্‌তাম। আপনি কেন আমায় যেতে দেবেন না? আমি এখন কিছুতেই বিবাহ ক'র্‌বো না; আমি বিলেত যাবই।

শ্যামা। (ক্রোধে অধীর হইয়া উচ্চ-কণ্ঠে) অকৃতজ্ঞ পুত্র, অবাধ্য পুত্র! বাঃ বাঃ—কি উচ্চশিক্ষা! বাপের মুখের উপর ছেলে ব'ল্ছে—"আমি বিবাহ ক'রবো না!" আজ ষাট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্যামাকান্ত চৌধুরীর মুখের উপর কেউ যা ব'ল্তে সাহস করে নি, আজ তাই ছেলের মুখে, বংশধরের মুখে শুন্তে হলো! আরো কত বাকি? আরো কত বাকি?

বিনোদ। আপনি রাগ ক'র্বেন না, বুঝুন।

শ্যামা। যথেষ্ট হ'য়েছে! বেল্লিক—বাঁদর, তুই কি মনে ক'রেছিস্ —তোর জন্য আমি জাত খোয়াব? তোর মত কুলাঙ্গার ছেলে থাকার চেয়ে অপুত্রক হওয়া ভাল। যে ছেলে বাপের মুখের উপর কথা কয়, বাপকে বোঝাতে চায়, নিজের জাতিধর্ম্ম, নিজের আচার-ব্যবহার বিসর্জ্জন দিতে চায়, তেমন ছেলের মুখ আমি দেখি না। বিয়েয় আগুন লাগুক—তোর যেখানে ইচ্ছা যা—যা খুসী কর্—আমি আর এ জন্মে তোর মুখ দেখ্তে চাই না।

প্রস্থান

বিনোদ। (বজ্রাহতের ন্যায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে আত্মস্থ হইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল)—আমি জানি—যার মা নেই—তার কেউ নেই। আমি অকৃতজ্ঞ? আমি অবাধ্য! না—না—না—আমি অবাধ্য নই। আমি তোমার আজ্ঞাই পালন ক'র্বো। আর এখানে নয়—এ বাড়ীতে নয়। এ জন্মে এ মুখ—আর তোমায় দেখাব না!

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবন—সিদ্ধেশ্বরীর বাহির বাটীর উঠান

পিছনের পটে এক ধারে একটী দুই তালা ঘর আঁকা ; ঐ ঘরের এক পাশে একটী দরজা এবং অপর পাশে পশ্চিমের ঢংএ ছোট জানালা যাহাকে ঝরকা বলে। ঐ ঘরের সামনে এক ফুট উঁচু একটী ছোট রক। ঘরটী যেখানে শেষ হইয়াছে, যেখান হইতে একটী টানা পাথরের পাঁচিল চলিয়া গিয়াছে ; পাঁচিলটী যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহারই কাছে বাড়ীর ভিতর যাইবার একটী ছোট দরজা। পাঁচিলের ভিতর দিকে একটী নিম গাছের মাথা দেখা যাইতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী—একখানি পুরাতন বনাত গায়ে, প্রত্যূষে স্নান সারিয়া এক হাতে ফুলের সাজি ও শাক এবং অন্য হাতে ভিজে গামছা জড়ান কাপড় লইয়া প্রবেশ করিল। বাহিরের ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল। সিদ্ধেশ্বরী ছোট দরজাটি ঠেলিয়া দেখিল—উহা বন্ধ

সিদ্ধে। ও মা! কি অনাছিষ্টি মা! আমি চান সেরে, গোবিন্দজী দর্শন ক'রে এত বেলায় ঘরে ফিরনু—আর রাজরাণীর এখনো ঘুম ভাঙ্গে নি! দোর খোলা নেই, গোবর-ছড়া দেওয়া হয় নি! ও মা—আজকালকার মেয়েরা কি ধিঙ্গী হলো মা! শিবি—বলি ও শিবি—আজ কি তুই আর উঠ্‌বি নি? আজ তোকে কুম্ভকর্ণ ভর ক'রেছে না কি?

নেপথ্যে শিবানী। যাই মা!

সিদ্ধে। এত খানি বেলা হ'লো, আমি নেয়ে, পূজো-আহ্নিক সেরে—ঠাকুর দর্শন ক'রে—পাণ্ডা বাড়ী যেয়ে—মাতুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে—হারাণীর মাকে ডেকে—আধ পয়সার গীমে-শাক কিনে—এতখানি বেলা হ'লো বাড়ী ফিরনু—রাজরাণী এখনো গা তোলেন নি—শয্যায় শুয়ে—'যাই মা!' বলি ওলো, ও হতচ্ছাড়ী, আমি ম'লে তোর দশা কি হবে বল দেখি!

শিবানী দোর খুলিয়া বাহিরে আসিল

শিবানী। মা, এরই মধ্যে আজ তোমার নাওয়া হ'য়ে গেল ?

সিদ্ধে। হবে না ? বেলা কত খানি হ'লো তার হুঁশ আছে ? শেঠেদের ঘড়ীতে যে আটটা বেজে গেল—আবাগী! থাকবি শুয়ে—তা জানবি কি ক'রে ? এখনো গোবর-ছড়া সারা হলো না—ঝাঁট-পাট দেওয়া হলো না—

শিবানী। সে সব আমি অনেকক্ষণ সেরে রেখেছি মা, দোর খুলবো, এমন সময় তুমি ডাকলে।

নেপথ্যে ভিখারী গান ধরিল

সিদ্ধে। ঐ নে—দোর খুলেছিস্—আর ঐ ম'রতে আস্‌ছে ভিকিরীর পাল! চাবিটে নিয়ে (চাবি দিয়া) ঘরটা খোল্—(শিবানী চাবি লইয়া বাহিরের ঘর খুলিল) বৃন্দাবনে যত না বাঁদর তত না ভিকিরী! সদর বন্ধ কর্—সদর বন্ধ কর্—'জয় রাধাকৃষ্ণ' ব'লে আসবে এখনি পঙ্গপালের দল!

শিবানী। আসুক না মা—এক মুঠো চাল বই তো নয়!

সিদ্ধে। ওঃ ভারী দাতার মেয়ে হ'য়েছিস্ না ? নে—নে—শাক ক'টা ধর্! (আদরের স্বরে) ওলো—শুনছিস্—(বিরক্তির স্বরে) নেঃ —এলো ঐ মিন্সে তান ধ'রে! মর্—মর্—একটু নিশ্চিন্দি হ'য়ে যে ঘর-সংসারের কথা কইব, তার যো নেই আপদদের জ্বালায়!

শিবানী শাক রাখিতে গেল—ভিখারী গান ধরিল

গীত

'জয় বৃন্দাবন-চন্দ্র জয় শ্রীগোবিন্দ
জয় রাধে শ্রীরাধে।
কলি-কলুষহর, লহ নাম অহরহঃ
ভজ মন ভজ মনোসাধে ॥

নব-নীরদ বরণ, প্রেম নিকেতন
শান্তি বর্দ্ধন হৃদে।
মন মানস মধুকর, পিও সুধা নিরন্তর
রাতুল পদ কোকনদে॥'

ভিখারী। (গীতান্তে) জয় রাধে—শ্রীরাধে!

সিদ্ধে। তা গান গেয়ে মরণ কেন? এসে একেবারে ভিক্ষের ঝুলি পাত্‌লেই তো হ'তো।

শিবানী পাত্র করিয়া চাউল লইয়া পুনরায় প্রবেশ করিল

শিবানী। এই নাও!

সিদ্ধে। এরই নাম মুষ্টি ভিক্ষে না কি? দিলি তো তিনটে জোয়ান মদ্দর খোরাক!

ভিখারী। তা দিক্ মা, দিক্; এতে তোমার ক'ম্‌বে না—উথ্‌লে উঠ্‌বে। মেয়েটী বড় লক্ষ্মী—ভারী কল্যাণী; এখনো বে হয় নি? তোর মেয়ের রাজার বেটার সঙ্গে বিয়ে হবে।

শিবানী একটু লজ্জিতা হইয়া সরিয়া গেল

সিদ্ধে। (স্বগত) আচ্ছা খোসামুদে যাহোক। (প্রকাশ্যে) যা শিবি, নে—নে—আর দাঁড়াতে হবে না।

ভিখারী। না মা, একটু দাঁড়িয়ে যাও; দেখি মা, হাতটা একবার দেখি।

সিদ্ধে। তুমি গুণ্‌তে জানো না কি?

ভিখারী। আর মা, পাঁচ জায়গায় বেড়াই, সবই একটু জেনে রাখ্‌তে হয় বই কি!

সিদ্ধে। নে না, হাতটা একবার বার কর্ না—ঠুঁটোর মতন হাত গুটুলি কেন? ভাল মানুষ ব'ল্‌ছে।

শিবানী সলজ্জভাবে ডান-হাত বাড়াইল

ভিখারী। বাঁ-হাতটী মা! (হাত দেখিয়া) বে'র ফুল ফোট ফোট হ'য়েছে! মায়ের আমার খুব ভাল বর হবে—যেমন বিদ্বান—তেমনি বড়লোক—তেমনি রূপে রাজপুত্তুর।

সিদ্ধে। (স্বগত) মিন্সে ব'লেছে মন্দ নয়? চাঁদপাড়ার বাবুরা তো চিঠিও লিখেছে। তারা তো রাজা ব'ল্লেই হয়। তাদের শিবানীকে তো খুব পছন্দ! (প্রকাশ্যে) বাবা, আমার মনে যেটি আছে, সেটি ব'ল্‌তে পারো?

ভিখারী। কিছু ব'লতে পারি না মা! ভিন্‌ তীর্থে যাবার মন ক'রেছ—তা ফ'লবে মা—ফ'ল্‌বে। আজকালের মধ্যেই ফ'ল্‌বে।

সিদ্ধে। ওলো শিবি! যা যা—প্যাটরাটা খুলে একটা পয়সা এনে দে মা! ওলো, অবাক ক'রেছে লো—অবাক ক'রেছে—(শিবানী চাবি লইয়া পয়সা আনিতে গেল) হ্যাঁগা, মেয়ের অদৃষ্টে সুখ আছে তো? ওর বিয়ের জন্যে বড় ভাবনায় আছি বাবা।

ভিখারী। আর মা, অমন লক্ষ্মী মেয়ে—সুখ হবে বই কি! আর বিয়ে? তোমার মেয়ের বর পায়ে হেঁটে আসবে মা, রাজা বর; কিছু ভাবতে হবে না মা।

শিবানী পয়সা আনিয়া দিল

সিদ্ধে। আর যদি কিছু জানো বল না গো—একটা পয়সা পেলে!

ভিখারী। আর কি জানি মা! যাই, পাঁচ দোরে আবার ঘুরতে হবে। তোমার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হবে মা, পূর্ণ হবে, নাতির মুখ দেখ্‌বে।

ভিখারীর প্রস্থান

সিদ্ধে। ওলো শিবি—ওলো, এ মিন্সে নিশ্চয় কিছু জানে; আমি জয়পুরে গোবিন্দজী দর্শনে যাব ব'লে তোর মাতুমাসীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, প্যাণ্ডাকে খবর দিয়ে আস্‌ছি,—ওলো—ও ঠিক ব'লেছে!

শিবানী। মা, তুমি আবার জয়পুর যাবে না কি ?

সিদ্ধে। যাব না ? চার কাল গিয়ে এককালে ঠেকেচি, কবে আবার কি ক'রবো লো ! চিরকাল কি বাঁদীর খাটুনি খাটবো ?—হেঁই মা, লক্ষ্মী মা—বাধা দিস্ নি মা !

মাতঙ্গিনীর প্রবেশ

ঐ তোর মাতুমাসী আস্ছে ! ওলো মাতু, একটু আগে আস্তে হয় ? একটা ভিকিরী মিন্সে গুণে ঠিক ব'লেছে লো ; সে গুণতে জানে ।

মাতু। কে দিদি ?

সিদ্ধে। কে তার ঠিকুজিকুষ্ঠী জানে বলো ! ব'ল্লে—তীর্থদর্শন হবে।

শিবানী। মা, আমি একলা থাক্‌বো ?

সিদ্ধে। ক'টা দিন বল্ ?—হারাণীর মা থাক্‌বে, আর তোমার ভাবী-সাবীর তো অভাব নেই ; আর আমার ক'টা দিনই বা হবে ! তুই যা, ডুবটা দিয়ে এসে এক মুঠো ডাল চড়িয়ে দে। আমি একবার দেখি, হারাণীর মা এলো কি না ? কাপড়খানা নিয়ে যা বাছা, শুকুতে দিবি। (শিবানী কাপড় লইয়া চলিয়া গেল) ওলো মাতু, সাত দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়্‌চি—কার জন্যে ? মেয়েটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ডাগর হ'য়ে উঠলো—গণৎকার গুণে ব'ল্লে ওর বে'র ফুল ফোট-ফোট হ'য়েছে ; আর আমি কালই চিঠি পেয়েছি—সেই—সেই যে চাঁদপাড়ার বাবুরা, আমাদের পাড়ায় এসে ছিল—মেয়েকে দেখে তাদের খুব পছন্দ হ'য়েছে ; তাদের লোকও আস্‌ছে—এই মাসের শেষাশেষি কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রতে। কেমন মিল্‌লো দেখলি ? আশ্চর্য্যি !

মাতু। তবে দিদি, তুমি এই সময়ে যাবে বাড়ী ছেড়ে ?

সিদ্ধে। আমাদের আর ক'দিন হবে ? আমিও আজ সকালে পাণ্ডার ছেলেকে ব'লে এসেছি,—ইষ্টিশনে একটু নজর রাখতে। আর তারা

আস্‌বার আগেই আমরা এসে প'ড়বো—আমাদের বড় জোর তিন-চার দিন হবে—কি বল ?

মাতু। আহা ! হোক—হোক—শিবানী আমার ভাল ঘরেই পড়ুক। আহা—দিদি—মেয়ে তো নয়—রূপে লক্ষ্মী—গুণে সরস্বতী।

সিদ্ধে। তাই বল' বোন, তাই বল'। ও যখন তিন বছরের, কর্ত্তা চ'লে গেলেন—আমার বুকে ঐ পাথর চাপিয়ে! নইলে আমার আর কি! রাঁড়ী—না কাণাভাঙ্গা হাঁড়ী! গেলেই হ'লো। তুই যা ভাই, চট্ ক'রে বাড়ীর ভেতরে গরুর জাবটা মেখে দে ; আমি আস্‌ছি—একবার চট্ ক'রে হারাণীর মার কাছ থেকে ; সে দেরী ক'চ্ছে কেন—দেখি।

পরস্পর বিপরীত দিকে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কোন্নগর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী পথ

দুইজন চোরের প্রবেশ

পাকা রাস্তা নহে, কাঁচা রাস্তা—দুই ধারে প'ড়ো বাগান, ডোবা, বাঁশঝাড় প্রভৃতি এই সব গাছের পিছনে দূরে লোকের বসতি। প্রথমে চোরের গরীব ভিখারীর সাজ—বয়স কিছু বেশী, বেঁটে—রোগা—চোখ বসা—গুলি-খোরের মতন ; দ্বিতীয় চোরের রং ফর্সা, জাতিতে যদি নীচ—তথাপি জামা গায়ে, জুতা পায়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—ভদ্রলোকের সাজ

১ম.চোর। আজকের দিনটাই খারাপ! সেই সক্কালে বেরিয়েছি, চন্দরনগর থেকে কোঁন্নগর, পাঁওদলে ঘুরে কিছুই সাথ হলো নি! তোর কি হ'য়েছে—বা'র কর্। পেটে কিছু দিতে হবে নি রে শালা। ষ্টিশেনের দোকানে ব'সে কিছু খেয়ে লিই।

২য় চোর। আরে কোন শালার পকেটে কি কিছু আছে ? দিনকাল কেমন ? আমায় রেখে গেলি ইষ্টিশন—সকালের গাড়ীতে ধ'ত

কেরাণীবাবুর ভিড়, কেউ তো হাঁটে না—ছোটে; ব্যাটারা ঘুঘু, পয়সাকড়ি সব রাখে ট্যাকে, হ'লো ঢু-ঢু!

১ম চোর। বলিস্ কিরে শালা! পাঁচটা বাজ্‌লেই আফিংএর দোকান বন্ধ হবে, আমার যে দু'আনা ভোর চাই। তার পর কোলকাতা পঁউচুলে তোয়াক্কা রাখি থোড়াই।

২য় চোর। শালার কোকিন, চণ্ডু, গাঁজা কিছুই বাদ যায় না। ঘাব্‌ড়াস্ নে—ঘাব্‌ড়াস্ নে!

১ম চোর। মাইরি, তাহ'লে কিছু মেরেচিস?

২য় চোর। থোড়া কুছ্। একটা দল, মড়া পোড়াতে যাচ্ছিল,—সব্বার গায়েই গেঞ্জি—এক শালার গায়ে কোট—একটু মোটা থপ্ থপ্ ক'রে যাচ্চে—(চলন অনুকরণ করিয়া দেখাইয়া দিল) পাশ কাটিয়ে চ'লে গেলুম। বুক পকেটে হাতটা ঠেকে গেল,—উঠ্‌লো এই মোণি-ব্যাগটা! (নিজের পকেট হইতে ব্যাগটি বাহির করিল) ভারি ফুর্ত্তি, মনে হ'লো—বউনি ভাল, ঘাট খরচার টাকাটা বুঝি বেদে এলো; খুলে দেখি, শালা ছোট লোক! একটা সিকি, দু'টো আদ্‌লা আর লগদ এক টাকা। (সিকিটা বাহির করিয়া) এই লে বে—ইষ্টিশনে থাকিস্—আমি খেয়া ঘাটটা ঘুরে ঐখানেই জুটবো।

১ম চোর। টাকাটাই দে না? আদ পাঁট খাঁটি খেয়ে লিই, আফিংএর উপর ওঃ—একেবারে আমিরি!

২য় চোর। শালা লবাবের লাতি আর কি—লে লে রে—এই সিকি। (মাথায় চাঁটি মারিল) যা—আমি এলুম ব'লে। প্রস্থান

১ম চোর। পাকেট মারার ব্যবসা উঠলো—আর চল্‌বে নি; বাবুরাই ঘা'ল হ'লো,—রোজগার লেই—বড় বড় আফিস সব ফেল মারচে! বাবুদের হাঁড়িতে চাল লেই—পাকেটে থাক্‌বে কি? আমরা তো চুনোপুঁটি—ছোট কারবার।

দ্বিতীয় চোরের দ্রুত প্রবেশ

কিরে ফির্‌লি যে ?

২য় চোর। এই চুপ! লাগবে মনে হচ্ছে, একটা ছোকরাবাবু আস্‌ছে, বড়লোকের ছেলে! ছাখ্‌ যদি কিছু পারিস্‌!

১ম চোর। দেখি গুরুর নাম নিয়ে।

উভয় চোরের প্রস্থান

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ পথের ধারে একটা গাছতলা দেখিয়া বসিল। তাহার মুখ মলিন, চুল রুক্ষ ; অনাহারে—পরিশ্রমে—উৎকণ্ঠায় চোখ বসিয়া গিয়াছে

বিনোদ। একটু জিরিয়ে না নিলে আর চ'ল্‌তে পাচ্ছি না। বড় রাস্তায় হাঁটতে ভয় হয়। শুন্‌লাম—কোন্নগর ষ্টেশন খুব কাছে। রাত্রের গাড়ীতেই উঠবো—পশ্চিমে—যেখানে হোক! পুঁজির মধ্যে গোটা কুড়ি টাকা। বাংলা ছাড়লে আর ধরে কে? তার পর অদৃষ্টে যা আছে!

১ম চোর নেপথ্যে। কারো দয়া হলো নি বাবা! এই ঠাণ্ডায় যে বুকের রক্ত জমে গেল! আর যে চল্‌তে লারি, গরীবের মুখ কেউ চায় নি। আপনারাই মা-বাপ বাবা, এই জাড়ে মরি—একখানি কানি!

বিনোদ। বিপিনকাকা নিশ্চয় হাওড়ায় খুঁজেছেন। তার পর হয় বাড়ী গেছেন, না হ'লে রজনীবাবুর সঙ্গে এখনো ক'ল্‌কাতায় ফির্‌ছেন। আমি যে নৌকো ক'রে কোন্নগরের ঘাটে নাব্‌বো, তার পর এখান থেকে রেলে ক'রে পশ্চিমে পালাবো এ তাঁদের মাথায় যাবে না। তাঁরা আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ী খুঁজুন—আর আমি এদিকে—এই এত বড় জগৎ এর এক কোণে আমার কি স্থান হবে না!

প্রথম চোরের প্রবেশ

এতক্ষণ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—হঠাৎ কুঁজা হইয়া পড়িল এবং আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিল—

১ম চোর। এই যে রাজাবাবু, বড় গরীব—শীতে বুকের রক্ত জমে যাচ্ছে, কাল থেকে কিছু জোটে নি—উপোসী বাবা!

বিনোদ। কে তুমি—কি চাও?

১ম চোর। ভিক্ষে ক'রে খাই বাবা! কাল থেকে কিছু জোটে নি। ভুকে মরে যাচ্চি! টেনায় শীত ভাঙ্গে নি।

বিনোদ। তোমার বাড়ী কোথা?

১ম চোর। ভিকিরীর আর বাড়ী! গাছতলা।

বিনোদ। কেউ নেই যে খেতে দেয়?

১ম চোর। আপনারা আছ বাবা!

বিনোদ। কোথায় বাড়ী ছিল?

১ম চোর। ফরোসডাঙ্গায়। বারো বছর বয়স থেকে ঘর ছাড়া।

বিনোদ। সেই থেকে ভিক্ষে করো? কোন কাজ কর্ম্ম শেখো নি কেন?

১ম চোর। গেরো বাবা, গেরো! গোরু চরাতে বেরোই নি, বাপ বকাবকি ক'র্‌লে, মা ছেল না—বাপের মুখের উপর জবাব করি, বাপ মারে, রাগ ক'রে পালাই; দু'চার মাস ঘুরে-ফিরে বাড়ী ফিরি—দেখি বাপ ম'রেছে—আর কেউ তো ছেল·না।

বিনোদ। (হঠাৎ চমকিয়া) অ্যাঁ!

১ম চোর। বাবু, কিছু দয়া হবে? সারাদিন মুখে জল দেই নি!

বিনোদ। (পকেট হইতে বাহির করিয়া একটী টাকা দিল) এই নাও।

১ম চোর। রাজা হও বাবা—রাজা হও। বাবু, বড় শীত।

বিনোদের কাঁধে একটী ওভারকোট ছিল, সেইটী বিছাইয়া সে বসিয়াছিল ; এবারে সে উঠিল। ওভারকোটটী তুলিয়া লইয়া ভিক্ষুককে দিল ; পকেট হইতে আর একটী টাকা লইয়া।

বিনোদ। এই নাও—এইটী গায়ে দাও, আর দুটি টাকা—কিছু খেও। বাকী যা থাকবে—পানের দোকান ক'রো!

১ম চোর। রাজা হও বাবা—রাজা হও। (স্বগত) শালা পাগলা নাকি?

প্রস্থান

বিনোদ। এরও বাপ ছিল—একেও হয় তো আমার মত 'দূর দূর' ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলে—সেই হ'তে এরও আমার মতন অবস্থা! মূর্খ। কত জীবন এমন ক'রে নষ্ট হ'য়েছে—নষ্ট হ'চ্চে। এরও মা ছিল না—একটু চিন্তা করিয়া) না, বাড়ী আর ফিরবো না। বাবা ব'লেছেন—এ মুখ আর দেখবেন না! আমার দোষ কি? এ মুখ আর তাঁকে দেখাবো না। যা হয় হবে! লেখাপড়া শিখে কি মানুষ হ'তে পারবো না?

১ম ও ২য় চোরের মারামারি করিতে করিতে পুনঃ প্রবেশ

১ম চোর। বাবু, আমি চোর নই—চোর নই—শালা আমায় মেরে ফেল্লে! বাবু আমায় ভিক্ষে দিয়েছে। আর মেরো নি—আর মেরো নি—

২য় চোর। শালা—ভিক্ষে দিয়েছে—ন্যাকা বোঝাচ্ছ? চ' শালা তোকে থানায় নিয়ে যাই। (প্রহার)

১ম চোর। বাবু, আমায় রক্ষে করো—রক্ষে করো—আমায় মেরে ফেল্লে—

বিনোদ। কি কি—ওকে মারছো কেন? ও জামা আমি দিয়েছি—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—(বিনোদ ছাড়াইয়া দিল)

২য় চোর ইত্যবসরে বুক-পকেট হইতে ঘড়ি ও চেন লইয়াছে

২য় চোর। যা শালা—বেঁচে গেল্লি।

প্রস্থান

১ম চোর। বাবু, ও যে পালালো—আমার টাকা দু'টো যে হাত মুচ্‌ড়ে নিয়েচে।—(সেও তাহার পশ্চাৎ ছুটিল)

বিনোদ। কি বিপদ! গরীবের উপর এই অত্যাচার! যদি টাকা দু'টো না পায়, ওর খাওয়াই হবে না। আমি আর কি ক'রবো? সন্ধ্যেও হ'য়ে এলো। আপ ট্রেণ কখন ছাড়বে, ষ্টেশনে গিয়ে খবর নিই। ক'টা বাজলো? এ কি? আমার ঘড়ি চেন? বরাবরই তো ছিল, বুড়োকে ছাড়াতে গিয়ে প'ড়ে গেল নাকি! (খুঁজিয়া) কই না! তাহলে? দেখি—দেখি—আমার বুক-পকেটে যে অমূল্য রত্ন—আমার মার ফটো! আমি যে সেই সম্বল ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। (পকেট দেখিয়া) না—এই যে! না—মা আমায় ত্যাগ করেন নি; মা—করুণাময়ী মা!—(ছবিটীকে বার বার কপালে ঠেকাইল এবং জামার বোতাম খুলিয়া ভিতরের পকেটে রাখিল) এ দু'জনের একজন নিশ্চয় পিক্‌-পকেট। দু'জন হ'তেই বা ক্ষতি কি? কে নিলে কে জানে! বাবার নামলেখা ঘড়ি—পথের মাঝখানে হারালো। মা, তুমি যেন এ অভাগ্য সন্তানকে ত্যাগ ক'রো না। তোমার মূর্ত্তি এই বুকের মাঝে—আর তোমারই নাম লেখা এই আংটি আমার সর্ব্ব বিপদ থেকে রক্ষা কর্ব্বে!

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

লক্ষ্মীপুর—পথ

লক্ষ্মীপুর ড্রামাটিক-ক্লাবের মেম্বারগণ,
যোগেশ, সারদা, নন্দলাল, ফটিকচাঁদ, উপেন প্রভৃতি

যোগেশ। এঃ! বড় দাঁওটা ফ'স্‌কে গেল?

সারদা। তাই তো, বিনোদটার কোন খবর পাওয়া গেল না?

যোগেশ। বে তো ভাঙ্গলো না, আমাদেরই কপাল ভাঙ্গলো! অন্যায় কিন্তু বাপের।

নন্দলাল। একশো বার! বাপ হওয়াটাই তো অন্যায়!

যোগেশ। শিক্ষিত ছেলে—পাশ করা, তাকে অমনি ক'রে অপমান করে?

নন্দ। বাপের যখন কোন সার্টিফিকেট্‌ই নেই!

ফটিক। এমন নতুন নাচের ডিজাইন্‌টা ক'রলুম—দেখলে ক'ল্‌কাতার থিয়েটারওয়ালাদের তাক্ লেগে যেতো! হায়—হায়! আহাম্মুক, দেশত্যাগী হবি, এর পরে—

নন্দ। আমাদের 'প্লে'টা হ'য়ে গেলে—তারপর স্বচ্ছন্দে হ'তিস্‌।

ফটিক। গ্রামটা এত 'ব্যাক্‌ওয়ার্ড', আজও এই লক্ষ্মীপুরে ভাল ক'রে একটা থিয়েটারের দল গ'ড়ে উঠলো না—

নন্দ। আমাদের মত লক্ষ্মীছেলে সব থাক্‌তে!

ফটিক। আমাদের এত উৎসাহ, এত পরিশ্রম—সব পণ্ড ক'রলে ঐ বিনোদটা!

নন্দ। গ্রামে মুখ দেখান ভার!

সারদা। গ্রামটা ম'রে আছে ম্যালেরিয়ায়। বিনোদের বে'র হুজুগে দু'দিন বেঁচে উঠ্‌তো—হ'য়ে গেল তার গয়ায় পিণ্ডি!

ফটিক। আহা—অমন স্প্রিং ড্যান্সটা! এ তোমার নেপা বোসের সেকেলে এক, দুই, তিন নয়—একেবারে ওরিয়্যান্ট্যাল—প্রত্যেক মাসেলে ছন্দ—

(সুরে—) "বসন্ত দুলিয়ে দিলে বুক্খানা" অঙ্গভঙ্গি করিয়া নৃত্য

সারদা। থাম্ থাম্ ফ'টকে! গাঁয়ের যে মাথা, তার বাড়ী উঠলো মড়া-কান্না, আর বসন্ত ওর বুক দোলাচ্ছে—এই রাস্তার মাঝখানে! দেশটা উচ্ছন্ন দিলে এই ছন্দে আর নাচে। ছোট ছোট মেয়েগুলো পর্য্যন্ত দেখি, বই হাতে ক'রে গাছতলায় নাচে!

নন্দ। এর পর তাদের বাপেরা নাচবে, মেয়ের বে'র সময়।

ফটিক। দেখ, নাচের নিন্দে করো না; ফাইন আর্টের সেরা হ'ল এই নাচ। এক সঙ্গে ভাব—ছন্দ—সুর,—শরীর ও মনের একসারসাইজ! —ম্যালেরিয়া দেশ উচ্ছন্ন যাচ্চে কেন জানো?

নন্দ। এই নাচ ভুলে!

ফটিক। সেই দিনই দেশ উদ্ধার হবে—যেদিন বাঙ্গালী আবার নাচ্তে শিখ্বে। (নৃত্য)

নন্দ। হুঁ! দিগম্বর হ'য়ে!

সারদা। থাম্, থাম্ ঐ ভট্চায্যিমশায় আসছেন—

বৈকুণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। একেই বলে বিনামেঘে বজ্রাঘাত! এ আমাদেরই অদৃষ্ট! আহা! শ্যামাকান্তের কেন এ মতিভ্রম হ'লো? মা-মরা ছেলে, তাকে ওরূপ রূঢ় কথা না ব'ল্লেই হ'তো।

সারদা। ভট্চাযমশায় কি চৌধুরী বাড়ী থেকে আসছেন?

বৈকুণ্ঠ। কে—সারদা? হ্যাঁ বাবা!

দীপেন। বিনোদকে ক'লকাতায় কোথাও পাওয়া গেল না?

বৈকুণ্ঠ। কই আর !

ফটিক। (হতাশের নাচ !) (নৃত্য)

বৈকুণ্ঠ। নাচে কে ?

ফটিক। (থামিয়া) আজ্ঞে না।

বৈকুণ্ঠ। এ আমাদের গঙ্গাচরণের ছেলে ফটিক না ? ওর কি কোন ব্যাধি—

নন্দ। হ্যাঁ—উপক্রম হ'য়েছে।

বৈকুণ্ঠ। ওর বাপ ওকে ক'ল্‌কাতায় প'ড়তে দিয়েছিলো না ?

নন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ—সেখান থেকেই তো নাচতে সুরু ক'রেছে।

বৈকুণ্ঠ। বিনোদ নিরুদ্দেশ, এটা শুধু শ্যামাকান্তর বিপদ নয়, সমস্ত গ্রামের সর্ব্বনাশ ! আহা অমন ছেলে—(প্রস্থান করিতে করিতে ফিরিয়া) দেখ বাবা, তোমরা গ্রামের ছেলে, তোমাদেরও তো—একটা কর্ত্তব্য আছে ; তোমাদেরও একবার চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত যদি ছেলেটাকে পাওয়া যায়। • প্রস্থান

ফটিক। ননসেন্স—আমাদের যেন কর্ত্তব্য জ্ঞান নেই—যাবার সময় উপদেশ দিয়ে যাওয়া হ'লো ! বুড়ো হ'য়েছেন ব'লে যেন উনি গ্রামের ডিক্টেটার হ'য়ে ব'সে আছেন ! বয়েস হয়েছে—নইলে দিতুম দুকথা শুনিয়ে।

উপেন। দেখ ফটকে, তুই আর বাড়াস্ নে। ভট্‌চাযমশাই কিছুই অন্যায় বলেন নি। সত্যিই তো—আমাদেরও তো একটা কর্ত্তব্য আছে।

সারদা। ঠিক ব'লেছ, চল—আমরা একবার চৌধুরী-বাড়ী যাই ; কি বল যোগেশ ?

যোগেশ। হাঁ—চলো না। যদি ট্রেণ ভাড়া পাই তো ফাঁকতালে একবার ক'ল্‌কাতাটা ঘুরে আসি।

নন্দ। বায়স্কোপ দেখার খরচটা শুদ্ধ দেয় !

ব্যস্ত হইয়া ষষ্ঠীচরণের প্রবেশ

ষষ্ঠী। ওহে—আজকের ‘অমৃতবাজার’ দেখেছ ?

উপেন। না, কেন বল দেখি ?

ষষ্ঠী। কাগজখানা না দেখ্‌লে কিছু ব’ল্‌তে পাচ্ছি না ; ষ্টেশনে শুন্‌লাম—

উপেন। কি শুন্‌লে ?

ষষ্ঠী। খবর বড় খারাপ—যদি সত্যি হয়। স্কুলে গিয়ে দেখি, শুনেছিলাম —হেডমাষ্টার ম’শায় না কি ‘অমৃতবাজার’ নেন।

সারদা। কি—কি ? কি এমন খবর হে ?

ষষ্ঠী। মুখে আন্‌তে ভয় হ’চ্ছে, আমি একবার কাগজখানা দেখে এসে ব’ল্‌চি।

সারদা। তবু—খবরটা কার সম্বন্ধে ?

ষষ্ঠী। বিনোদের হে—বিনোদের—আমাদের বিনোদের—

দ্রুত প্রস্থান

নন্দ। বিনোদের সম্বন্ধে ভয়ের খবর ! ব্যাপারখানা কি হে ? ওহে ষষ্ঠী, ওহে ষষ্ঠী ! ও যে ছুট্‌লো ! চল—চল—জমীদার বাড়ী গিয়েই খবর নিই।

ফটিক ব্যতীত সকলে। তাই তো—তাই তো—

ফটিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান

ফটিক। সবাই তো ছুটলো ? বিনোদের কোন অশুভ খবর না কি ! তার বিয়েতে থিয়েটার হবে—নাচের পরিকল্পনা ক’রেছিলাম—স্প্রিং ড্যান্স ! যদি ট্রাজিডিই হয়—তাতেও কি ফাইন আর্টে আট্‌কায় ? সোয়ান ড্যান্সে বিয়োগ-ব্যথা ফোটে চমৎকার !

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

লক্ষ্মীপুর—শ্যামাকান্ত চৌধুরীর বৈঠকখানা

উৎকণ্ঠিত শ্যামাকান্ত একা—বৈঠকখানায় পাদচারণ করিতেছেন, তাঁহার মুখ শুষ্ক, বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ প্রায়, এখনও স্নান হয় নাই। অদূরে ভৃত্য বেহারি গামছা ও তেলের বাটী লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল

শ্যামাকান্ত। (স্বগত) তাই ব'লে বাপ ছেলের উপর রাগ ক'র্‌বে না, ছেলেকে শাসন ক'র্‌বে না? উঃ—কি বিচার! (হঠাৎ ভৃত্যকে দেখিয়া) কিরে? দাঁড়িয়ে কেন?

ভৃত্য। বেলা তিন পোহর গড়িয়ে যায়, পিসীমা ব'ল্লেন, তেলের বাটী নিয়ে—

শ্যামা। পিসীমা ব'ল্লেন! তাঁর ক্ষিদে পেয়ে থাকে, তাঁকে খেতে ব'ল্‌গে—আমার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌তে হবে না—

ভৃত্য। কাল থেকে মুখে কিছু দেন নি—

শ্যামা। চোপরাও বেয়াদব! এ বাড়ীর হ'লো কি? আমার মুখের উপর কথা কইতে তোরও সাহস হয়! বেরো আমার সাম্‌নে থেকে—(বেহারি ধীরে যাইবার উপক্রম করিল) শোন্—বেলা হ'য়ে থাকে, তোরা সব নেয়ে খেগে যা—আমার জন্য কেউ যেন না ব'সে থাকে।

ভৃত্য। ছোটবাবু গিয়ে পর্য্যন্ত এ বাড়ীর কারু মুখে কি আর অন্ন উঠেছে যে সব্বাই খাবে! বাবু, আমরা কি আর বেঁচে আছি!

শ্যামা। কেঁদে মায়া দেখাচ্চ? যেন আমার চেয়ে মায়া বেশী! যা আমার সাম্‌নে কাঁদ্‌তে হবে না। (ভৃত্য কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় বাহিরে যাইবার উদ্যোগ) বেহারি, শোন্—(বেহারি ফিরিল) একবার বিপিনকে এখানে পাঠিয়ে দে।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে—

প্রস্থান

শ্যামা। চাকরটাও কাঁদে? আমার চোখে জল নেই! আমি কি পাষাণ! ওরে বিনু, তুই কি এই বুড়োর বুকটা পাথর ক'রে দিয়ে চলে গেলি? (বিপিন আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল) বিপিন, ক'ল্কাতার বাসায় তাকে রেখে যখন তুমি ডাক্তার ডাকতে গেলে—তখন কি দেখ্‌লে, তার সত্যিই জ্বর?

বিপিন। আজ্ঞে হাঁ।

শ্যামা। ডাক্তার নিয়ে যখন ফিরে এলে, দেখ্‌লে সে বাসায় নেই?

বিপিন। না।

শ্যামা। তুমি বরাবর তার সঙ্গে আমাদের ক'ল্কাতার বাসায়-ই ছিলে?

বিপিন। তিনি তো বাসা ছেড়ে কোথাও যান নি। তারপর জ্বরে কাতর হ'লেন দেখে—

শ্যামা। এই যে সমস্ত দিন ছিলে, তোমার সঙ্গে কোন কথা হয় নি? তোমায় কিছু বলে নি?

বিপিন। আমি বাড়ী ফেরাবার জন্যে কত বোঝালেম।

শ্যামা। বোঝালে? বোঝালে? সে কি ব'ল্লে?

বিপিন। ব'ল্লেন "যার মা নেই, তার কেউ নেই; আমি আর ও বাড়ীতে যাব না।"

শ্যামা। বটে! (স্বগত) আমি তার কেউ নই! কেউ নই! (একটু পরে প্রকাশ্যে) গেল কোথায়? কতদূরে যাবে—জ্বর নিয়ে? (একটু পরে) জ্বরটা কি খুব বেশী হ'য়েছিল?

বিপিন। হাঁ।

শ্যামা। কি ক'রে জান্‌লে? গায়ে হাত দিয়ে দেখেছিলে?

বিপিন। হাঁ, বেশ গরমই ঠেক্‌লো।

শ্যামা। জ্বর তো তার বড় একটা হয় না, তবে জ্বর হ'লো কেন?

(বিপিন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না) না না—সামান্য উত্তাপ বোধ হয়, কি বল ?

বিপিন। আজ্ঞে তাই হবে।

শ্যামা। তাই হবে—ভাল ক'রে গায়ে হাতটা দিয়ে বুঝি দেখ্‌তে পারো নি ? নিজের ছেলে হ'লে আর কাউকে ডাক্তার ডাকৃতে পাঠিয়ে নিজে ব'সে থাকৃতে ? এ পরের ছেলে কি না !

বিপিন এ তিরস্কারে রাগিল না, শ্যামাকান্তের মেজাজ বুঝিত

বিপিন। এখন একজন বড় ডিটেকৃটিভের দ্বারা অনুসন্ধান করা উচিত মনে হ'চ্ছে।

শ্যামা। উচিত তো—করো নি কেন ? আমায় যন্ত্রণা দেবার জন্য ? যদি উচিত জানো—ক'রতে পারো নি এতক্ষণ ? তুমি না পারো, আমার কি আর কেউ নেই—না টাকার অনটন প'ড়েছে ?

বিপিন। আমি তারিণীকে সে ভার দিয়ে একবার এলাম আপ্‌নার সঙ্গে পরামর্শ ক'রতে।

শ্যামা। কেন, পরামর্শ করবার বুঝি সেখানে আর লোক খুঁজে পেলে না ? হরিশ উকীলের বাড়ী যেতে পার্‌লে না ? রজনীর সঙ্গে পরামর্শ ক'র্‌তে পার্‌লে না ? এই বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত সকল পরামর্শ-যুক্তির মধ্যে আমায় না টান্‌লে বুঝি হয় না ! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি ; না পারো—ছুটী নাও, আমায় রেহাই দাও, আমি আর পারি না। পুলিশে খবর দিতে হয়, হুলিয়া ক'র্‌তে হয়—কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়—আমি যেন সকলের হাত চেপে রেখেছি।

বিপিন। আমি এখনই তার ব্যবস্থা ক'চ্ছি। প্রায় হাজার দশেক টাকা—

শ্যামা। (রাগিয়া) তোমাদের কেবল কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করা

বই তো নয়! দশ হাজারে শ্যামাকান্ত চৌধুরী মরে না। দশ হাজার—বিশ হাজার—পঞ্চাশ হাজার—যা মনে করো—চেক নিয়ে এসো—আমি সই ক'রে দিচ্চি। যাও—মিছে দাঁড়িয়ে কেন? মিছে আমায় আর জ্বালিও না। তোমাদের মুখ দেখলে আমার রাগ হয়! (বিপিন চলিয়া গেল) কেউ আপনার নয়! কেউ বোঝে না যে, আমার কি হ'য়েছে! কর্ম্মচারী কি না—তাদের দ্বারা আর কতখানি আশা করা যায়? ওদেরও দোষ দিচ্ছি মিছে—ওদের অপরাধ কি? নিজের ছেলেই যখন বুড়োর প্রাণটা বুঝ্‌লে না—

বৈকুণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ

কে? বৈকুণ্ঠ? এরই মধ্যে ফির্‌লে যে? নাওয়া-খাওয়া হ'লো?

বৈকুণ্ঠ। না ভাই, তোমায় যে ব'লে গেলেম—একসঙ্গে খাব, কাল থেকে তুমি খাও নি।

শ্যামা। ওঃ! বৈকুণ্ঠ, বিনোদকে কি আমি খুব রূঢ়ই ব'লেছিলুম, যাতে সে রাগ ক'রে আমায় এম্‌নি শাস্তি দিয়ে যায়?

বৈকুণ্ঠ। থাক্ থাক্ সে সব কথা, গত অনুশোচনায় ফল কি? অন্য কথা কও।

শ্যামা। কথা যে আর খুঁজে পাচ্ছি না ভাই! এক একটা মুহূর্ত্ত যাচ্ছে আর মনে হ'চ্ছে—আমার বিনু কত দূরে—কত দূরে চ'লে যাচ্ছে! তুমি না ব'ল্লেও আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমি তাকে অতি রূঢ়ই ব'লেছি, তাকে দূর হ'য়ে যেতে ব'লেছি, তাকে দূর হ'য়ে যেতে ব'লেছি, তার মুখ দেখ্‌বো না ব'লেছি!

বৈকুণ্ঠ। সেটা তো তুমি সত্য বল নি, সেটা তার বোঝা উচিত ছিল।

শ্যামা। বলো তো ভাই—বলো তো ভাই—সেটা তার বোঝা উচিত ছিল না? আমি কি সত্যই তাই ব'লেছিলেম। আমি ব'লেছিলেম

তার ভালর জন্তে। যদি সেটা বুঝে থাকিস্ তো কি লেখাপড়া শিখেছিস্! বাপের প্রাণ বোঝে না, তার মুখের কথায় বিশ্বাস ক'রে বাপের প্রাণে দাগা দেয়! আমি তাকে শাসন ক'রেছিলাম, তারই ভালর জন্তে। যদি সে চ'লেই গেল, তবে আমার আর কিসের মান—কিসের সম্ভ্রম!

বৈকুণ্ঠ। না না—কেন অত অধীর হ'চ্চ? সে আস্‌বে—সে আবার আস্‌বে; তোমার মত স্নেহময় বাপের কোল ছেড়ে বেশী দিন কি থাক্‌তে পারবে? সে নিশ্চয়ই আস্‌বে।

শ্যামা। তাকে বড্ড নিষ্ঠুর কথাটা ব'লে ফেলেছিলুম—না?

বৈকুণ্ঠ। তা হোক্; সে তার ভুল বুঝ্‌বে, আজ না হোক্, কাল না হোক্—ছ'মাস হোক্—বছর হোক্, আমার মন ব'ল্‌ছে—সে আস্‌বে।

শ্যামা। আস্‌বে—আস্‌বে! এক বছর নয়—দু'বছর নয়—চোদ্দ বৎসর পরে রামচন্দ্র বনবাস থেকে ফিরে এসেছিলেন—কিন্তু ভাই, সে ফেরবার আনন্দ উপভোগ কর্‌বার জন্য দশরথ তো বেঁচে ছিলেন না?

চেকবই ও দোয়াতকলম লইয়া বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। চেকটা সই ক'রে দিন, আমি এখনই ক'ল্‌কাতায় রওনা হব।

শ্যামা। না, তোমরা আমায় পাগল না ক'রে ছাড়্‌বে না দেখ্‌ছি—দাও দোয়াতকলম।

বিপিন চেকবই ও দোয়াতকলম দিল। শ্যামাকান্ত সহি করিতে যাইবেন,
এমন সময়ে তারিণীর প্রবেশ

তারিণী। কর্ত্তাবাবু—কর্ত্তাবাবু—

শ্যামা। কে? তারিণী—তারিণী? বিনোদের খবর এনেছ? বিনোদের খবর পেয়েছ?

তারিণী। কর্ত্তাবাবু—

শ্যামা। কি—কি? থাম্‌লে কেন? কি ব'ল্‌বে—বল—বল?

তারিণী। রেলে একটা ছেলে কাটা প'ড়েছে—ঠিক আমাদের—

শ্যামা। বিনোদের মত—বিনোদের মত! বল—বল—আমি শুন্‌বো—আমি শুন্‌তে পার্‌বো—আমি শুন্‌তে পার্‌বো। আমি শ্যামাকান্ত চৌধুরী—আমি স্ত্রীলোক নই! বল তারিণী!

তারিণী। আজ্ঞে দেখে এলুম—আমাদের ছোটবাবুরই মতন—সেই জামা গায়—সেই ঘড়ি—

শ্যামা। ওঃ—এম্‌নি ক'রেই প্রতিশোধ নিতে হয়—এমনি ক'রেই প্রতিশোধ নিতে হয়! আমার পুত্র—আমার পুত্র—আর আমি তার বাপ!

বিপিন। বাবু—বাবু—

বৈকুণ্ঠ। শ্যামাকান্ত, স্থির হও—

শ্যামা। ভয় নেই—ভয় নেই। আমি তাকে দেখ্‌তে যাব—আমি তার লাস দেখ্‌তে যাব। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—বিনোদ—বিনোদ—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বৃন্দাবন, সিদ্ধেশ্বরীর বাহির বাড়ীর উঠান

কাল—অপরাহ্ণ

শিবানী ও হারাণীর-মা

শিবানী। মা যে তিন চার দিন হবে ব'লে গেলেন, আজ আট দিন হ'য়ে গেল, একখানা চিঠিও এলো না। মাতুমাসীর বাড়ী হ'য়ে এলুম, সেখানেও কোন খবর নেই, আমি যে ডাকপিয়নের জন্যে ঘর-বা'র ক'চ্চি।

হারাণীর-মা। তাই তো গো দিদিমণি, মা যে আমায়ও ব'ল্লেছিল গো —"মেয়েটাকে রেখে গেনু হারাণীর-মা, মনটা কি থির্ থাক্‌বে আমার—তা' তিথ্যিই যাই, আর ধর্ম্মই করি!" আমারও আবার বোনপোর ওখানে যাবার কথা ছিল কি না; বোনপো-বউএর সাদ— বিন্দাবনের ছাপার শাড়ী কিনে রেখেছি।

শিবানী। আজ রাত্রে আর রাঁধ্‌বো না কি বল? একটা রাত্তির— জলটল খেয়ে থাক্‌তে পারবে না?

হা-মা। তুমি যদি পারো, আমি বুড়ো মাগী, আমি আর পার্‌বো নি গা! গরুর দুধ রইচে—

শিবানী। দোয়ালটার একবার খবর নাও, সেও আজ দেরী ক'চ্চে কেন?

হা-মা। গয়লাদের ভারি গুমোর, কালও দেরী ক'রে ম'লো, বাছুরটা

পিইয়ে ফেল্লে! ঐ দুধটুকুন দিয়ে যা দু'টী খাও, কাল তাও হ'লো না।

শিবানী। ঐ একার শব্দ শুন্‌তে পাওয়া গেল না? আমাদের গলির মোড়ে যেন থাম্‌লো?

হা-মা। তা' হবে দিদিমণি! আমি তো রাস্তার পানে কান রাখি নি! দাঁড়াও, ছুটকে দেখে আসি। গোবিন্‌জী কি এম্‌নি সদয় হবেন—মা আসবেন। দ্রুত প্রস্থান

শিবানী যে দিকে হারাণীর-মা গেল—একটু অগ্রসর হইয়া সেইদিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল; একটু পরে বলিল—

শিবানী। এসো মা, এসো, আর যে ভাল লাগে না! কেন দেরী হলো? ভাল থাক্‌লে হয়; অসুখ-বিসুখ না হয়। দুদিন দেরী হ'য়েছে—হ'য়েছে!

ব্যস্ত হইয়া হারাণির-মার প্রবেশ

হা-মা। দিদিমণি গো—

শিবানী। কি হারাণীর-মা, অমন ক'রে এলি কেন? গাড়ীতে কে এলো? মা ভাল আছেন তো?

দেখিতে ছুটিল

হা-মা। (বাধা দিয়া) কোতা যাচ্চ? মাঠাকৃরুণ তো আসে নি।

শিবানী। মা আসেন নি—তবে এমন ক'রে এলে কেন?

হা-মা। ওগো, আমাদের এ বাড়ীতে কারো আস্‌বার কথা ছিল না কি গো? কিছুই তো জানি নি শুনি নি; আমাদের পাণ্ডাঠাকুরের ছেলে সঙ্গে—

শিবানী। কে?

হা-মা। অঘোর—অচেতন—বেহুঁশ! গাড়োয়ানেতে আর পাণ্ডা-

ঠাকুরের ছেলেতে ধ'রে গাড়ী থেকে নামাচ্চে। পাণ্ডার ছেলে ব'ল্লে, আমাদের এখানেই নিয়ে আস্‌ছে !

শিবানী। কাকে নিয়ে আস্‌ছে—পুরুষ না মেয়েছেলে ?

হা-মা। ঐ দেখ, আমাদের গলিতে ঢুক্‌লো !

শিবানী। তাই তো—কে উনি ?

সরিয়া দাঁড়াইল

পাণ্ডা পুত্র ও গাড়োয়ান অসুস্থ বিনোদকে ধরিয়া প্রবেশ করিল

পাণ্ডা-পুত্র। দিদিমণি, দেখিয়েন তো—একজোন বাঙ্গালীবাবুর আস্‌বার কোথা ছিল। মা বলিয়েছিলো—খোবর রাখতে ইষ্টিশেনে। গাড়ী হোতে উৎরালেন—ভারী বোখার ! একা করিয়ে আন্‌ছি। বাবু তো বেহোঁশ ! জ্ঞিয়ান আছে কি নেই।

শিবানী। (হারাণীর-মাকে) ইনি কে ? এঁকে তো চিনি না। কই, মা তো আমাকে কারো কথা ব'লে যান নি। তোমাকে কিছু ব'লে গেছেন ?

হা-মা। আমাকে ? কই কিছু তো বলে নি গো! (প্রকাশ্যে পাণ্ডা-পুত্রের প্রতি) বাড়ী ভুল ক'রেছো গো—বাড়ী ভুল ক'রেছো ! আমরা ওকে চিনি না ! আর কোথাও নিয়ে যাও।

বিনোদ। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না; আজ্‌কার রাতটার মত একটু আশ্রয়—দয়া ক'রে—কথা ব'ল্‌তেই কষ্ট হ'চ্ছে—আশ্রয়—আশ্রয় !

হা-মা। এটা হাসপাতাল না ধর্ম্মশালা ? বলি পাণ্ডাঠাকুর, তোমার আক্কেল কি ? জানো, মা বাড়ী নেই; এ কোথাকার ব্যারামি রুগী তুমি ঘাড়ে ক'রে—

শিবানী। (বাধা দিয়া চাপা-স্বরে) চুপ চুপ হারাণীর-মা—(প্রকাশ্যে) না না, আমি দরজা খুলে দিচ্চি। (তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া

দিয়া—পাণ্ডার প্রতি) নিয়ে এসো তুমি ওঁকে ওই ঘরে ; তক্তাপোষ পাতা আছে, উনি বসুন। আমি বিছানা এনে পেতে দিচ্চি।

পাণ্ডাঠাকুর বিনোদকে আনিয়া ঘরের মধ্যে তক্তাপোষের উপর বসাইয়া দিল

বিনোদ। (আর্ত্তস্বরে) আঃ—বাঁচলুম ! বড় পিপাসা—

শিবানী। (হারাণীর-মার প্রতি) হারাণীর-মা, শীগগির দোয়ালকে ডাকো, একটু দুধ দুয়ে দিয়ে যাক্। অনেকক্ষণ হয় তো কিছু খাওয়া হয় নি ; আমি দেখি, যদি বাতাসা কি মিছরি থাকে—একটু জল এনে দিই।

ইতিমধ্যে পাণ্ডাঠাকুর ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

হা-মা। হাঁগা—চেনা নেই—শোনা নেই—নিদেন রুগী, বাঁচে কি না—

শিবানী। (হারাণীর-মার প্রতি) চুপ—চুপ—আস্তে কথা কও, শুনতে পাবে যে ! তুমি একটু দুধের চেষ্টা দেখ, আমি জল নিয়ে আসি।

দ্রুত প্রস্থান

পাণ্ডা। তোমাদের কেউ হোন বুঝি ?

হা-মা। (অর্দ্ধ স্বগত) আমাদের কেন ? তোমার যম ! ভাঙ্‌ খেয়ে খেয়ে চক্ষু হ'য়ে আছে করমচা, কোত্থেকে কাকে ধ'রে এনে—

শিবানী মিছরি ও জল লইয়া প্রবেশ করিল

শিবানী। (বিনোদের প্রতি) এই মিছরিটুকু খেয়ে একটু জল খান।

বিনোদ। (জল খাইয়া) আঃ। আমি কাল সকালেই চ'লে যাব।

হা-মা। (শিবানীর প্রতি) মা-ঠাকরুণ ঘরে নেই, কাকে আছয় দিলে ? কাজটা কি—

শিবানী। তা হোক্, না হয় মার কাছে আমি বকুনি খেয়ে ম'রবো। আজ রাতটা বই তো নয়। (বিনোদ তক্তাপোষের উপর শুইয়া পড়িল) আহা—দেখ্‌ছ না—ব'সতে পারলে না—শুয়ে প'ড়লো।

তুমি যাও—একটু দুধের যোগাড় দেখ, আমি উনানটা ধরাই গে। গরম ক'র্‌তে দেরী না হয়।

প্রস্থানোদ্যত

পাণ্ডা। দিদিমণি, এক্কা ভাড়াটা ন' আনা—

গাড়োয়ান। এক রোপেয়াকো দাম্‌ড়ি কম নেহি লেগা।

শিবানী। আমি এনে দিচ্ছি।

প্রস্থান

হা-মা। (পাণ্ডার প্রতি) খুব পাণ্ডা যা হোক—রুগীর কন্না ক'রে মরে যে সব সন্ন্যাসী, তাদের ওখানে নে গে ফেল্‌তে পারো নি?

পাণ্ডা। ম্যয় কেয়া জানে? মায়ী বোলিন্‌—

গাড়োয়ান। কেৎনা ঠারে বোলো?

হা-মা। আহা—বৃন্দাবনের যেমন পাণ্ডা তেম্‌নি গাড়োয়ান—দুই যমের দোসর! (দরজার কাছে গিয়া) তুমি তো ভাল লোক নও বাপু, খেতে পেলে যে দেখ্‌ছি শুতে চাও। না—না—ও সব হবে না। দিদিমণির কি—কতটুকুই বা বুদ্ধি! এ বাড়ীর গিন্নী যদি এসে পড়ে, মেয়েটাকেও আস্ত রাখ্‌বে না, নিজেও অপমান হবে। তার চেয়ে এইবেলা আপনার পথ দেখ।

নোদ মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল; ঘরের বাহিরে আসিল; তাহার পা দু'টী মাতালের মত টলিতেছিল, যেন দেহ আর বহিতে পারে না। কম্পিতকণ্ঠে বলিল—

বিনোদ। আমি চ'লেই যাচ্ছি—রাস্তায়—গাছতলায়—

শিবানির পুনঃ প্রবেশ

শিবানী। ছিঃ ছিঃ হারাণীর-মা, রোগা মানুষকে কি বিদেয় ক'রে দিতে আছে! ছিঃ—(পরে বিনোদকে মৃদুস্বরে বলিল) না না—আপনি যাবেন না;—মনে কিছু ক'র্‌বেন না। হারাণীর-মা অমন বলে—ওর মাথার ঠিক নেই।

হা-মা। (স্বগত) না, যত মাথার ঠিক আছে তোমার!

বিনোদ চমকিত হইয়া শিবানীর দিকে চাহিল; কৃতজ্ঞতায় তাহার চোখে জল দেখা দিল; ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল—

বিনোদ। না, যাব না, যেতে পারবোও না।

শিবানী। (মৃদুকণ্ঠে) কে আপনাকে যেতে ব'লছে? চলুন, চলুন—প'ড়ে যাবেন যে।

বিনোদ। আমি চোখে ঝাপ্সা দেখ্‌ছি।

শিবানী। আমার হাত ধরুন, ঘরে চলুন।

শিবানী বিনোদের হাত ধরিয়া ঘরে বসাইল

গাড়োয়ান। হামার ভাড়া কোন্ দেগা?

শিবানী পুনরায় বাহিরে আসিয়া

শিবানী। এই নাও—

(একটী টাকা ফেলিয়া দিল)

প্রস্থান

গাড়োয়ান। সেলাম মায়ি!

গাড়োয়ানের প্রস্থান

হা-মা। টাকাটাই দিলে যে গো? ন' আনা ভাড়া ব'ল্লে যে? পয়সা ফেরত দিলে না? (পাণ্ডার প্রতি) বলো না গো—গাড়োয়ান মিন্সে যে চ'লে গেল!

পাণ্ডা। বড় বদ্‌মাস এই গাড়োয়ান লোগ্! দেখি—

প্রস্থান

হা-মা। তুমি যা দেখ্‌বে তা বুঝ্‌তে পেরেছি,—বখ্‌রা আছে কিনা ডেক্‌রাদের!

বিছানা লইয়া শিবানীর পুনঃ প্রবেশ

শিবানী। হারাণীর-মা, একবার ধরো না ভাই, বিছানাটা ক'রে দিই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতা—রজনীনাথের বাটী—

দ্বিতলের বৈঠকখানা

কাল—সন্ধ্যা

শান্তি ও তাহার ছোট ভাই সুপ্রকাশ দুইজনে হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান গাহিতেছিল

শান্তি। তোমার দ্বারা গান হবে না সুকু, তুমি বড় চঞ্চল।

সুকু। কেন হবে না দিদি? তুমি যেমনটী পাচ্ছ, আমিও তো তেমনি গাচ্ছি, এই শোন না—

শান্তি। বেশ, আমার সঙ্গে গাও।

গীত

শান্তি।—রাঙ্গা রবির রাঙ্গা ছবি ওইরে ডুবে যায়, ডুবে যায়।
সুকু।—ওই যে তারার মালা উঠ্‌লো ফুটে, নীল আকাশের গায়।
শান্তি।—উঠ্‌লো ফুটে ফুলের কলি,
সুকু।—শোন, ধ'রেছে তান পাখীগুলি,
শান্তি।—বাতাসেতে ডানা মেলি, নীড়ের পানে ফিরে চায়।
উভয়ে।—নূতন ফোটা ফুলের গন্ধ হাওয়ার সঙ্গে মিশে যায়।

গীতান্তে শ্যামাকান্ত ও রজনীনাথের প্রবেশ

রজনী। আপনি আবার কষ্ট ক'রে এলেন? আমাকে একটু খবর দিলেই তো হতো; আপনার একে এই শরীর—মনের এই অবস্থা! দেখুন দেখি!

শ্যামা। না না, কেন কিন্তু হ'চ্ছ? আমার মন ঠিক আছে; তবে শরীর? (শান্তিকে দেখিয়া) এ মেয়েটী—এ মেয়েটী তোমার?

রজনী। চিন্‌তে পারছেন না—ও যে শান্তি!

শ্যামা। এত বড় হ'য়েছে? কতদিন দেখি নি বল তো? আমার সেই শান্তি মা। আমার মনে নেই।

রজনী। শান্তি, চিন্‌তে পার্‌ছো না?—তোমার সেই জ্যাঠামশায়। শান্তি, প্রণাম করো; সুকু, প্রণাম করো। প্রায় দু'বছর তো এখানে ছিলই না—ওর মা'র অসুখ; দু'বছর তো দার্জ্জিলিং—তারপর সম্প্রতি আনিয়েছিলুম—

শ্যামা। হ্যাঁ, বিনোদের বিয়ের—আমিই জেদ্‌ ক'রেছিলাম, আনাতেই হবে; না? (শান্তির মাথায় হাত দিয়া) আমার পাগ্‌লি-মা এত বড় হ'য়েছে! আর এ'টী? তোমার ক'টী ছেলে রজনীনাথ?

রজনী। ঐ একটী।

শ্যামা। একটী?

রজনী। আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে। শান্তি—মা—চেয়ারখানা এগিয়ে দাও তো!

সুকু। দিদি পার্‌বে না, আমি দিচ্চি বাবা।

সুকু চেয়ার আনিয়া দিল, শ্যামাকান্ত সুপ্রকাশকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন

শ্যামা। বাঃ দিব্যি ছেলে! ছেলেবেলায় সকলেই এমনি ভাল থাকে। তারপর বড় হ'লে—কে জানে কার ভাগ্যে কি হয়?

রজনী। আজ্ঞে—(শান্তি ও সুপ্রকাশের প্রতি) শান্তি, সুকু, শীগ্‌গির বাড়ীর মধ্যে যাও। তোমার জ্যাঠামশায় সন্ধ্যে-আহ্নিক ক'র্‌বেন—বাড়ীতে বলো গে।

শান্তি। যাচ্চি বাবা!

সুকু। আমি আগে গিয়ে মাকে ব'ল্‌ছি!

শান্তি ও সুপ্রকাশের প্রস্থান

শ্যামা। তোমার শান্তিকে আমার ঘরে নিয়ে যাবার লোভ মনে মনে হ'য়েছিল রজনীনাথ, পাছে তুমি কিছু মনে করো, তাই বলি নি; অন্য জায়গায় তার সম্বন্ধ ক'রেছিলুম।

রজনী। থাক্—সে সব কথা এখন।

শ্যামা। কিছু না। আমার যা প্রাপ্য, তা' আমি পেয়েছি রজনীনাথ! তুমি মনে ক'চ্ছ, তার জন্য আমি কাতর?—কিছু না! ছেলে যদি বাপের ব্যথা না বোঝে—তবে ও রকম ক'রে যে তার—ওঃ—সেটাকে মন থেকে একেবারে তাড়াতে পারি নে। পথে—ভিখিরীর মত—অতটা হবে—অপঘাতে! যাক্ আমি মনকে দুরন্ত ক'রেছি, আর সে চিন্তা নয়। এখন যে জন্যে এসেছিলেম শোনো; যাব বিষয়, সেই যখন চ'লে গেলো—আমি এই বৃদ্ধ বয়সে ও বোঝা আর ব'য়ে বেড়াই কেন? ভগবান তো আমায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—সব ভোজবাজী—সব ভোজবাজী! আর কেন বন্ধন?

রজনী। রেলের ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সন্দেহজনক, ও রকম ক্ষেত্রে ঠিক সনাক্ত হয় না; অন্ততঃ এ ব্যাপারে তো হয়ই নি!

শ্যামা। তোমার মনে এখনো আশা হয়?

রজনী। একেবারে যে হয় না, তা' ব'লতে পারি না।

শ্যামা। তবে কি তুমি এখনো বলো—আমি যকের মত এই বিষয় আঁকড়ে ব'সে থাক্‌বো—সে আস্‌বে—ফিরে আস্‌বে—এই আশা নিয়ে?

রজনী। আপনি বিজ্ঞ, আপনাকে এর উত্তর আমি কি দোবো বলুন? অপেক্ষা করাই তো উচিত মনে হ'চ্ছে।

শ্যামা। আমি যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে তোমার এখানে আসি, কি মনে ক'রে এসেছিলাম জানো? আমার বিষয়-সম্পত্তি—জমিদারী সব একটা ট্রাষ্ট ক'রে তোমার হাতে দিয়ে যাব, বিষয়ের ভাবনা আর ভাব্‌বো না। ষাট বৎসর অর্থ চিন্তাই ক'রেছি, যে ক'টা দিন

বাঁচ্‌বো, তীর্থে-তীর্থে ঘুর্‌বো ; যদি পারি—ঈশ্বর চিন্তা নিয়ে থাক্‌বো। আর কেন ?—সে গেছে, তার সঙ্গে বিষয়ও যাক্ !

রজনী। বেশ তো ; তীর্থে যান, ঈশ্বর-চিন্তা নিয়ে থাকুন, তবে হঠাৎ ট্রাষ্ট বা অন্য কিছু ব্যবস্থা করা কি প্রয়োজন বলুন ? আমি আছি, বিপিনবাবু আছেন ; বিষয়-সম্পত্তি দেখ্‌বার শোন্‌বার লোকের অভাব হবে না ; তারপর—আমাদের সন্দেহ যদি সত্যই হয়, তখন একটা বুঝে-শুঝে পরে যা হয় করা যাবে।

শ্যামা। কতদিন আমায় অপেক্ষা ক'র্‌তে বল ?

রজনী। অন্ততঃ একটা বছর।

শ্যামা। একটা বছর ! আমার পক্ষে সেটা ক'বছর জানো ? প্রতি মুহূর্ত্তে আশা ক'র্‌বো—সে বেঁচে আছে, সে তার ভুল বুঝ্‌বে, সে ফিরে আস্‌বে, আমার সামনে মুখ তুলে কথা কইতে পার্‌বে না, তার চোখ বেয়ে কেবল জলের ধারা ব'য়ে যাবে, আর আমি এই বৃদ্ধ—স্থবির—আমার সব রাগ-অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে তাকে এই বুকে জড়িয়ে ধ'রে—না—না রজনীনাথ, তুমি আমায় মিছে আশা দিয়ে আর ভুলিও না। আমার সে ভাগ্য নয়—সে ভাগ্য নয়। নইলে কি এমন ব'লেছিলাম—কোন বাপ না তার ছেলেকে এমন কথা বলে ? তার পর সেই ঘড়ি—সেই তার জামা—আর সনাক্ত ? আমার আকাশে গড়া আশার অট্টালিকা ধূলিসাৎ হবে, তারই জন্য আমি অপেক্ষা ক'র্‌বো একটা বছর—বারোমাস—তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন ! রজনীনাথ, আমার শাস্তি কি এখনো হয় নি ভাই ?

শ্যামাকান্ত কাঁদিয়া ফেলিলেন ; রজনীনাথ নীরবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন মাত্র, কোনও কথা কহিতে পারিলেন না ; শান্তি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—

শান্তি। জ্যাঠামশায় !

শ্যামা। (তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া) মা—

শান্তি। (চমকিয়া উঠিল; ধীরে ধীরে বলিল) আপনার আহ্নিকের জায়গা হ'য়েছে।

শ্যামা নির্নিমেষ নয়নে শান্তির মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন পরে বলিলেন—

শ্যামা। মা, মা, তুই সত্যি আমার মা হ'বি ?

শান্তি ঘাড় নীচু করিল, কোন উত্তর দিল না

শ্যামা। চল মা, যাচ্ছি।

শান্তির প্রস্থান

যদি শান্তির মত একটা মেয়েও থাকতো !—(একটু পরে রজনীনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন) রজনী, আমি অপেক্ষা ক'র্‌বো, যত কেন সহ্য ক'র্‌তে হোক না—শুধু একটা বছর ;—কিন্তু তুমি আমায় একটা কথা দাও।

রজনী। কি বলুন ?

শ্যামা। তুমি এক বছরের মধ্যে শান্তির কোথাও বিয়ে দেবে না ? সে যদি আমার বেঁচে থাকে, যদি আবার ফিরে আসে, তারই হাতে তোমার শান্তিকে—

রজনী। সে আর বড় কথা কি ? শান্তির যদি সেই ভাগ্যই হয়, আপনার পুত্রবধূ হবে সে—আমি আপনাকে কথা দিচ্চি—ভগবান করুন, বিনোদ ফিরে আসুক, আমি অপেক্ষা ক'র্‌বো !

শ্যামা। আশা—আশা—আশা ! রজনীনাথ, বিনোদ আবার আস্‌বে, শান্তি আমার ঘরের বউ হবে, এই আশা নিয়ে আমি অপেক্ষা ক'র্‌বো—অপেক্ষা ক'র্‌বো। কি বলো—কি বলো ?

রজনী। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার শান্তি আজ থেকে আপনার। বিনোদ ফিরে আসে ভালই—না হয়, আপনি যাকে হাতে তুলে দেবেন—শান্তি তারই হবে। চলুন, আহ্নিকের জায়গা হ'য়েছে।

শ্যামা। আমার মা কোথায় গো ? আমার শান্তি-মা !

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবন—সিদ্ধেশ্বরীর বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণ

কাল—অপরাহ্ণ

একখানি জল-চৌকী লইয়া শিবানীর প্রবেশ

শিবানী। (জল-চৌকীখানি উঠানের এক পার্শ্বে রাখিয়া ঘরের দিকে তাকাইল—বলিল) আপনি একটু বাইরে এসে বসুন। ঘরে গুমোট গরম, বাইরে বেশ ঝির্ ঝির্ ক'রে হাওয়া দিচ্চে।

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ এখন সারিয়াছে ; তাহার গায়ে একটি পশ্চিমে বেনিয়ান, তাহার উপর বৃন্দাবনী চাদর ; সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে আসিল এবং উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল

দাঁড়ালেন কেন ? এই চৌকীটা পেতে রেখেছি, এইখানে একবার বসুন, আমি আপনার ঘরটা পরিষ্কার ক'রে দিই। আজ রাত্রে কি খাবেন বলুন তো ? দুধ-সাবু আর আপনার ভাল লাগে না, সে আপনার খাওয়া দেখেই আমি বুঝেছি। (বিনোদ ইতিমধ্যে চৌকীতে আসিয়া বসিয়াছে) এখন আপনি রাত্রে রুটি খেতে পারেন, ডাক্তারবাবু ব'লেছেন। আজ খাবেন ? ক'রে দেব ? সুজি সেদ্ধ ক'রে—তারই রুটি ?

বিনোদ। আর তোমাদের কত কষ্ট দেব ! আমি মনে ক'রছিলুম—

শিবানী। আপনার অত বড় ব্যারামটা সারলো, মনে করা রোগটা আর সার্‌লো না ! কেন অত মনে করেন বলুন তো ? কি খাবেন একবার মনে করুন না ? রুটিই করি গে ? পাঁচটার সময় ওষুধ

খেতে হবে মনে আছে তো ? অনেক জিনিষ মনে করেন ; কিন্তু ওষুধ খাওয়াটা মনে করেন না।

শিবানীর প্রস্থান

বিনোদ। কি ক'রে এদের ঋণ শোধ ক'র্‌বো ! এমন যত্ন, এমন আদর পরে—পরের জন্যেও করে ! যদি বিপদে প'ড়ে এদের আশ্রয়ে না আস্‌তেম, তা'হলে এত বড় একটা শিক্ষা হ'তে বঞ্চিত থাক্‌তে হ'তো। আঃ—কি মিষ্টি এই বাতাস—শুক্‌নো কপাল স্পর্শ ক'রে চ'লে যাচ্চে—মায়ের হাতের স্পর্শ ব'লে মনে হ'চ্চে ! ভগবান তোমার করুণা এম্‌নি ক'রেই সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রেখেছ !

সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ

সিদ্ধে। এই যে, বাইরে এসে ব'সেছ ; আজ কেমন আছ গা নীরদ ?

বিনোদ। ভাল আছি।

সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিয়াই বিনোদের চৌকী হইতে একটু দূরে বসিলেন

সিদ্ধে। ভাল হ'য়েছ তাই ভাল বাছা ! যে দায়ে ফেলেছিলে, ভয়ে আর বাঁচি নে ; বলি কোথা থেকে এই গেরো জুটলো গা ? যদি ভাল-মন্দ কিছু হয়, তখন আমি মেয়েমানুষ—কি ক'র্‌বো ?

বিনোদ। আপনারা দয়া না ক'রলে আমি তো ম'রতেই ব'সেছিলাম। আপনাদের আমি আর কি ব'ল্‌বো ?

সিদ্ধে। ব'ল্‌বে কি আবার ? টাকার ঘণ্টা ক'রে, গতরের শ্রাদ্ধ ক'রে তোমায় যে বাঁচিয়ে তুলেছি, এই আমার পরম ভাগ্যি !

বিনোদ। (স্বগত) আমি ম'লেই বা কার কি ক্ষতি হ'তো ! বেঁচেই বা আমার লাভ ? নিরর্থক এদের ঋণী হ'য়ে রইলেম।

সিদ্ধে। তা' তোমার পরিচয় তো সেদিন সব শুনলুম। আমরাও বাছা কুলীন। তা' বাছা, তুমি আমার বাড়ীতে কেন থাকো না ?

আমারও তো—ঐ মেয়েটী বই কেউ নেই ! আর তুমি তো আমার শিবুকে দেখেছ ? সে কিছু আর অপছন্দ কর্‌বার মত মেয়ে নয় ?

বিনোদ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ ! এরা কি এই জন্যই এত যত্ন ক'রে আমার সেবা ক'রেছিল ! স্পর্দ্ধা তো কম নয় এই অনাথা দরিদ্র-বিধবার ! আজ ও সাহস করে ও'র ঐ অশিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব ক'রতে ? অদৃষ্টে আরো কি আছে কে জানে !

সিদ্ধে। এই হয় নয় দেখ্‌লে তো বাবা ! শুধু শুধু তোমার কি সেবাটাই না ক'র্‌লে। এমন লক্ষ্মী মেয়ে তুমি কোথাও পাবে না ! এ আমি জাঁক ক'রে ব'লতে পারি। বিদেশ বিভূঁয়ে থাকি, তিন পুরুষ আমরা নিজের দেশছাড়া। শিবুর বাপ, ওর নেহাত কচি-বেলায় মারা যান ; পুরুষ অভিভাবক কেউ দেখ্‌তে শুন্‌তে নেই। কাজেই কে খোঁজে—দেখে ? তাই একটি ঘর-জামাই আমি চাচ্চি।

বিনোদ। ভাগ্য-তাড়িত হ'য়ে আপনাদের এখানে এসে প'ড়েছিলুম ; আপনি মা'র মতনই যত্ন ক'রে আমায় বাঁচিয়েছেন—আপনাকে মা'র মতই আমি দেখি। আমি যদি সত্যই আপনাদের কেউ হ'তাম, তাহ'লে শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি—আমার মত নির্গুণ হতভাগ্য পাত্রের হাতে শিবানীকে দিতে দিতাম না। আপনারা আমায় জানেন না—চেনেন না ; কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার মত হতভাগ্য আর দু'টী নেই। আমি আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর দিতে ইচ্ছা করি না। আমি মনে ক'রেছিলাম—কালই এখান থেকে চ'লে যাব ; কিন্তু আর কাল নয়—আজই আপনারা আমায় বিদায় দিন। দেখুন, আপনারা আমার যা ক'রেছেন, প্রাণ দিলেও তার শোধ হয় না ; তবু আমার জন্য আপনাদের অনেক অর্থব্যয় হ'য়েছে ; (আংটী খুলিয়া) এতে যতটুকু তার সাহায্য হয়। এই আংটীটার এক সময়

কিছু দাম ছিল, এখনো এর কিছু দাম আছে; এইটে বিক্রী ক'রে ডাক্তারের ভিজিট ও ওষুধের দাম চুকিয়ে দেবেন।

আংটী দিতে গেল

সিদ্ধে। আমরা কি বাছা, তোমার আংটির লোভেই এতটা সেবা-যত্ন ক'র্‌লুম? তুমি কেমনতর ছেলে গা? না হয় তোমার জন্যে দু'শো একশো গেল, তাতে আমি ম'রে যাব না। তোমাদের কল্যাণে টাকার আমার দুঃখু নেই। কর্ত্তা আমায় টাকা বিছিয়ে বসিয়ে রেখে গেছেন! হরি হে, তোমারই ইচ্ছে! এ কলিকাল কি না, হাজার ক'রে মরো—সেটি কেউ বোঝে না!

বিনোদ। (ব্যস্ত হইয়া) সে কি, আপনারা আমার জন্য এত খরচ ক'র্‌বেন কেন? আমি আপনাদের কে?

সিদ্ধে। তাই তো ব'ল্‌চি বাছা, আপনার কেন হও না। আমার শিবু তো তোমার বাপু, অযুগ্যি নয়; আর পোড়ারমুখো মেয়ে—তোমায় ভালটাই কি কম বাসে? চোখের সাম্‌নে তাও কি তুমি দেখতে পাও না!

স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় নীরদের চমক ভাঙ্গিল; তাহার পাণ্ডুর মুখ লাল হইল; তাহার রাগ অভিমান কোথায় ভাসিয়া গেল

বিনোদ। (স্বগত) তাই কি—তাই কি? আমি তো—

এমন সময়ে শিবানী ঔষধের শিশি ও রেখাবে ছোলাভিজা ও আদারকুচি লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; ছোট একটা পাথর বাটীতে এক দাগ ঔষধ ঢালিয়া স্থির-দৃষ্টিতে বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—

শিবানী। নিন্ তো খেয়ে।

বিনোদ। (শিবানীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল—পরে স্বগত বলিল) এর মুখে-চোখে তো তার কোন চিহ্নই নেই! এ যেন পাথরে কোঁদা মুখ! ভালবাসে! ভালবাসে! সে কি সত্য?

শিবানী। কি ভাব্‌ছেন বলুন তো? ওষুধ খেতে হ'লেই আপনার যত ভাবনা—না? মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে? খেয়ে নিন্—আমায় আবার রুটি গ'ড়তে হবে।

বিনোদ ঔষধ খাইল; শিবানী চলিয়া গেল

সিদ্ধে। শিবি, আমার নামাবলি খানা নামিয়ে নিয়ে আয় মা! এখনি তোর মাতুমাসী আবার ডাকতে আস্‌বে। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) কথাটা আমার ভেবে দেখো বাছা, নেহাৎ তোমায় এমন অমন্দ কিছু বলি নি।

প্রস্থান

বিনোদ। এ কি দারুণ সমস্যা? ভাগ্যের এ কি নিদারুণ পরিহাস? যে জন্য আজ আমার এই অবস্থা—আমি এই দরিদ্র বিধবার—এই অনাথা কিশোরীর সেবা ভিক্ষা নিতে বাধ্য হ'য়েছি, তার মূল্য কি এম্‌নি করেই শোধ দিয়ে যেতে হবে? যদি বিবাহই ক'র্‌বো, তবে আজ আমার এ দুর্দ্দশা কেন? কেন আমি আত্মগোপন ক'রে আজ এখানে? শান্তি—শান্তি—শান্তি! তাকে ভুলবো? না—বিবাহ আমি ক'রতে পারবো না; করা উচিত নয়। আর এক মুহূর্ত্ত এখানে নয়। আংটিটা নিলে না—আমার মা'র হাতের আংটি, নিলে না, আমার দোষ কি? আমি তো দিতে গিয়েছিলাম! (আংটি পুনরায় আঙ্গুলে পরিল)

শিবানীর পুনঃ প্রবেশ

শিবানী। অনেকক্ষণ বাইরে আছেন; আর নয়, এইবারে ঘরে বসুন, আমি আপনার খাবার নিয়ে আসি। কি বলেন?

বিনোদ। (ইতস্ততঃ করিয়া) আমি মনে ক'রছিলাম—

শিবানী। (মৃদুহাস্যে) সে তো আপনি ক'রেই থাকেন! এর আর

নূতন কি বলুন ? তা' খেয়ে যত পারেন মনে ক'রবেন—আসুন ঘরে—

বিনোদ। আমি আজই এখান থেকে যেতে চাই।

শিবানী হঠাৎ একথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল ; মুখ সহসা শুকাইয়া গেল বিনোদের মুখের পানে শূন্য-দৃষ্টিতে একবার চাহিল, পরে ধীরে ধীরে ঘাড় নীচু করিয়া বলিল—

শিবানী। আপনার বড্ড কষ্ট হয় এখানে—তা জানি। আমরা গরীব, ঠিক সেবা-যত্ন—

বিনোদ। না না, এ কথা কেন মনে ক'রছো ! এর অধিক আদর যত্ন জীবনে কখনো পাই নি! কখনো পাব কি না তাও জানি না—অভাগা হ'লেও মৃত্যুর কোলে শুয়ে একটা স্বপ্নরাজ্যে বাস ক'রে গেলাম তোমাদের এখানে—এ স্মৃতি যে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ভুলতে পারবো না শিবানি ! সে জন্য নয়—আমি তো সেরেছি—আর কত কষ্ট দেব তোমাদের ?

শিবানী। কিচ্ছু সারেন নি, ডাক্তারবাবু বলেন। এখনো ওষুধ বন্ধ হয় নি। আমাদের কষ্ট ? সেটা আপনি না হয় আপাতত নাই ভাবলেন ; আসুন, খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে যে, দেরি ক'রবেন না, আমি নিয়ে আসছি আপনার ঘরে।

প্রস্থান

বিনোদ। এই যে অযাচিত করুণা, একান্ত স্নেহময়ী এই নারীর ত্রুটিহীন শুশ্রূষা—এ কি শুধু দয়া—না এর মধ্যে আর কিছু আছে ? এর মা-ও ব'ল্লে—এ আমায় ভালবাসে ! ভালবাসে ? ভালবাসে ? কে জানে এই কিশোরীর মনের কথা ? আমি তো ম'রতেই ব'সেছিলাম ; আমাকে বাঁচিয়েছে কে ? শুধু কি এই বালিকার দয়া ? না—না, এর ভালবাসা—শুধু দয়া নয়—এর ভালবাসা। নইলে এতদিন এখান থেকে পালাই নি কেন ? আমার অজ্ঞাতে বুঝি এই

কিশোরীর ভালবাসাই শৃঙ্খল হ'য়ে আমার গতিরোধ ক'রেছে! এখন আমি কি করি—কি করি? শান্তি? সে তো আমায় দেখে নি; সে তো আমায় ভালবাসে না; আমি তাকে দেখে, তাকে নিয়ে যে স্বপ্ন বুনেছিলাম, সে স্বপ্ন তো জন্মের মত ভেঙ্গে গেছে—তবে? তবে?

সিদ্ধেশ্বরীর পুনঃ প্রবেশ

সিদ্ধে। অন্ধকার হ'য়ে এলো—ঘরে যাও বাছা!—আমার কথাটা একটু ভেবে দেখ'!

প্রস্থানোদ্যত

বিনোদ। যাবেন না—শুনুন। আপনার কথাই রাখ্‌বো, আমি শিবানীকে বিবাহ ক'রবো।

এই কথা বলিয়া ধীরে ধীরে বিনোদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল

সিদ্ধে। আমি জানি, কোনও রাজার বেটা ছদ্মবেশে এখানে এসে প'ড়েছে। গণৎকার মিন্সে ঠিকই গুণেছিল!

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

লক্ষ্মীপুর—পথ

বিপিন ও বৈকুণ্ঠ

বিপিন। আপনি বুঝে দেখুন ভট্টাচাজমশায়, আমি কিছু অন্যায় বলি নি; আপনি মনে ক'রলে এখনো পোষ্যপুত্র নেওয়া বন্ধ হয়। বাবু রজনীবাবুর চাইতেও আপনার কথা শোনেন, আপনি বারণ ক'রলে তিনি কিছুতেই পোষ্য নেবেন না।

বৈকুণ্ঠ। তা' পোষ্য না নেবার জন্য তোমারই বা এত আগ্রহ কেন বিপিন?

বিপিন। ছেলেবেলা থেকে এ সংসারে আছি, শ্যামাকান্ত চৌধুরীর খেয়েই এ বাড়ীতে মানুষ; এত বড় সম্ভ্রান্ত-বংশের বিষয় একটা পোষ্যপুত্রের হাতে প'ড়ে যে নকড়া-ছকড়া হ'য়ে যাবে, এ আমি বরদাস্ত ক'র্‌তে পার্‌বো না।

বৈকুণ্ঠ। চিরদিন বিষয় ঘেঁটেছ—বিষয়ই চেনো, মানুষ চেনো না! শ্যামাকান্তের সঙ্গে তোমার প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ—দেখেছ তার বাইরের ব্যবহার, তার অন্তরের সঙ্গে তো পরিচয় নেই। আমি ওকে জানি, বাইরেটে যত না হোক—ওর ভেতরটা। আমার বিশ্বাস, ছোট ছোট মেয়েদের যেমন পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে রাখে, তেমনি যদি ওকে এদিক দিয়ে ভুলিয়ে না রাখা হয়, তা হ'লে হয় ও পাগল হবে—না হয় মারা যাবে। একা তুমি কেন, যদি গ্রামশুদ্ধ লোক নিষেধ করে, তবু আমি পোষ্য নওয়াতে বাধা দেবো না!

বিপিন। আপনার পায়ে ধ'রছি ভট্‌চাজমশায়, আপনি আর একটা বছর অপেক্ষা করুন, তার পর যা হয় ক'র্‌বেন। আমার এখনো বিশ্বাস, বিনোদবাবু রেলে কাটা যান নি, তিনি ফিরে আসবেন।

বৈকুণ্ঠ। বেশ তো, আসুক না ফিরে; তাই তো চাই। হেমেন্দ্রকে পোষ্য নেওয়া হ'চ্চে, সেও তো এই চৌধুরী-বংশেরই ছেলে, বিনোদের জ্ঞাতি; বিনোদ যদি একা না হ'য়ে ওর একটা সহোদর থাক্‌তো, সে ক্ষেত্রে যা হ'তো, এখানেও তাই হবে। শ্যামাকান্তর বিষয় দু'জনে ভোগ ক'র্‌বে।

বিপিন। আপনারও ঐ মত, রজনীবাবুরও ঐ মত। বুঝ্‌ছি এ ভবিতব্য! আমি আর একা বাধা দিয়ে কি ক'র্‌বো?

বৈকুণ্ঠ। আহা নিক্—নিক্—স্নেহাতুর বাপ, তবু যদি শান্তি পায় পাক্। বিপিন, যাও যাও, মাথা ঠাণ্ডা করো। মনে রেখো যে, আগে

শ্যামাকান্ত তার পর বিষয়। আমি হেমেন্দ্রের মা'র সঙ্গে দেখা ক'রে এখনই তোমাদের ওখানে যাচ্ছি। চল।

উভয়ের প্রস্থান

ফটিক, নন্দ, সারদা, যোগেশ প্রভৃতি ড্রামাটিক ক্লাবের মেম্বারগণের প্রবেশ

ফটিক। হুররে—হেমেন্দ্র! বাবা, একেই বলে বরাত! থাকতো মামার বাড়ী, স্কুল হাফ-ফ্রি, একেবারে লক্ষ্মীপুরের জমীদার হ'য়ে ব'সবে! স্কুলটা ছেড়ে কি ঝকমারীই ক'রেছি।

নন্দ। কেন বল দেখি?

ফটিক। এদ্দিনে ওর নাগাল ধ'রতুম।

সারদা। কি ক'রে ধরতিস্? ওর তো ফোর্থ ক্লাস, তুমি বুড়ো মদ্দ, এদ্দিন তো স্কুলে থাকলে এন্‌ট্রেন্সে উঠ্‌তিস্।

নন্দ। নাহে, স্কুলে যে ওর প্রমোসনটা নিম্নগামী। ফার্ষ্ট ক্লাস থেকে উঠ্‌ত সেকেণ্ড ক্লাসে, সেকেণ্ড ক্লাস থেকে থার্ড, থার্ড থেকে ফোর্থ। ভালো ছেলে—তু'বছর কখনো এক ক্লাসে প'ড়ে থাকতো না। এদ্দিনে হেমের নাগাল ধ'রতো বই কি।

সারদা। হ্যাঁ, আমাদের ঐ ভট্‌চায্‌দের চন্দ্রভূষণের মতন। চন্দ্রভূষণ যখন ফার্ষ্ট ক্লাস থেকে নামতে নামতে সিক্‌স্‌থ্‌ ক্লাসে এসে উঠলো, তার ছেলে তখন নাইন্থ ক্লাসে উঠেছে কিনা—বাপের কাছে স্কুলে যেদিন পেন্সিল চাইতে এলো, সেই দিনই সে লেখাপড়া ছাড়লে। ফ'টকেরও সেই বিত্তে তো?

ফটিক। আর্টিষ্ট হওয়ার ওটা যে একটা মস্তবড় লক্ষণ। সব বিষয়েই অরিজিন্যাল্ হওয়া চাই! ক্লাস প্রমোসন থেকেই তার পরিচয়।

যোগেশ। এই হেমেন্দ্রকে দলে ভেড়াবার ভার ফটিক, তোমায় নিতে হবে। পুষ্যিপুতের হাতে বিষয়, যুত ক'রে বাগাতে পার্‌লে, দিন দিন ক্লাবের শ্রীবৃদ্ধিই হবে। ওকে যদি নাট্য-রসে রসিক ক'রে তোলা যায় তা হ'লে আর ছেলে নিয়ে নয়, একেবারে ক'ল্‌কাতা থেকে এক্‌ট্রেস্‌ এনে—

ফটিক। হুর্‌রে ফর লক্ষ্মীপুর ড্রামাটিক্ ক্লাব্! যত ব্যাটা ছোট লোকের ছেলে, ব্যাটাদের জিভের আড় ভাঙ্গেনি, ওদের দিয়ে কি নাচের 'গ্রেস' হয়! যদি ক'ল্‌কাতার পাবলিক্ থিয়েটারের একট্রেস্‌ তাকিয়া হরি লক্ষ্মীপুর ড্রামাটিক ক্লাবে পদ্মিনী সেজে আগুনে ঝাঁপ দেবার সময় নাচে, তাহ'লে কেয়াবাৎ এক্‌প্রেসন্‌—মুভমেণ্ট—পোজ! (নাচিল)

সারদা। এই আবার জ্বালালে!—আবার রাস্তার মাঝ-খানে ভাও বাৎলাতে সুরু ক'রলে!

নন্দ। ওকে বাধা দিও না সারদা, ওকে বাধা দিও না। আমরা সিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে সহজে মিশ্‌তে পার্‌বো না; যদি কাজ হয়, ওর দ্বারাই হবে। ও অনেক বড়লোকের ছেলের মাথা খেয়ে আস্‌ছে। পারে ত ঐ পার্‌বে—বুঝেছ? ও সব ওর ধাতেই পোষাবে!

উপেন। তোমাদের এ সব পরামর্শের ভেতর আমি নেই ভাই, তোমরা যা হয় করো। বড়লোকের ছেলের মাথা খাওয়া আমার হজম হবে না।

প্রস্থান

যোগেশ। ওঃ, নবাবী দেখ্‌লে উপেনটার!

সারদা। ছেড়ে দাও ওর কথা। ফটিক, একটা প্ল্যান-ট্যান ঠাওরাও; হেমাটাকে দলে ভেড়াতেই হবে।

নন্দ। নিশ্চয়ই। বড়লোকের পোষ্য না হ'লে আমাদের পুষ্‌বে কে বল!

যোগেশ। দাঁড়াও, আগে নেওয়াই হোক।

ফটিক। আগে থাকতে টোপ ফেল্‌তে হবে। আমি যাচ্ছি। ওর মাকে মাসি বলি কি না, এখন থেকে ভিড়ে থাকিগে, নইলে এরপর চিন্‌তেই পারবে না!

নন্দ। আমরা চলো বৈকুণ্ঠ ভট্‌চাযকে ধরিগে; ওরই হাতে সব, ঘটা ক'রে পুষ্যি নেবে, যদি থিয়েটারটা দেয়।

সারদা। ওঃ, তাহ'লে আজ থেকেই বোধন বসে।

নন্দ। তার পর সপ্তমীতে বিসর্জ্জন হয়—কুচ পরোয়া নেই।

যোগেশ। (স্বগত) যদি কোন মতে ওর প্রাইভেট সেক্রেটারী হ'তে পারি? মজা ঐখানেই!

সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য *

বৃন্দাবন—সুরথবাবুর লাইব্রেরীর কক্ষ

বিনোদ পড়িতেছিল

বিনোদ। না, আজ আর মন ব'স্‌ছে না! সকাল সকালই ফিরি, রোজ রোজ আর ভালো লাগে না; ক্রমশঃ অসহ্য হ'য়ে উঠছে! ওরা জানে না যে আমি কে? কি ছিলুম, আর কি হ'য়েছি! অভিশপ্ত জীবন! কেন সহ্য কর্ব্ব? কৃতজ্ঞতার ঋণ তো শোধ করেছি; কেও ছিল না—বড় মেয়ে—জাত যায়—বিয়ে ক'রে তার জাত রক্ষা করেছি, আর কি? (কিছুক্ষণ পড়িয়া) স্বামীর কর্ত্তব্য! (চিন্তা করিয়া) কর্ত্তব্যের জন্যই তো এখানে আসি; এত বড় লাইব্রেরীর সাহায্য পেয়েছিলুম ব'লেই তো প্রাইভেট (private) এম, এ দিতে পাল্লুম; এ কষ্ট স্বীকার কা'র জন্য? শিবানীর জন্য নয় কি?

---

* সময় সংক্ষেপার্থ অভিনয়ে পরিত্যক্ত

লেখাপড়া শিখে মানুষ হব, তাকে সুখী করবো! মানুষ যদি মানুষের মন বুঝ্‌তো! অপমানেও তো একটা সীমা আছে! (পুনরায় পাঠে মন দিল)

সুরথবাবুর প্রবেশ

সুরথ। বিরক্ত ক'রলাম না কি? এখনো সেই ভাবেই যে? চা-টা পেয়েছিলেন তো? প্রায় দেড় বছর কাটালেন এখানে—চেয়ে এক গ্লাস জলও খেতে দেখলেম না।

বিনোদ। চাইবার তো দরকার হয় না আপনার এখানে? না চাহিতেই যে পাই।

সুরথ। কাল কত রাত্রে গেলেন?

বিনোদ। ও ঘরের ঘড়ীতে—টং টং ক'রে দু'টো বাজলো—

সুরথ। আর আপনারো বুঝি ধ্যান ভাঙ্গলো?

বিনোদ। যাই বলুন, চার পাঁচ মাইল রাস্তা দুরমুশ ক'র্ত্তে হবে তো? উঠে পড়লুম।

সুরথ। আচ্ছা, একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবি; অত রাত্রে ফেরেন, বাসার লোক দরজা খুলে দেয় তো? বিরক্ত হয় না?

বিনোদ। হ'লে কচ্ছি কি বলুন?

সুরথ। আমি লাইব্রেরীর রুমে পড়ি, নিজের বাড়ী, তাতেই দেখি কেউ সন্তুষ্ট নয় আমার ওপর; ঝি, চাকর, বামুন, দরওয়ান মায় পাড়া-পড়সী পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে মিশিনে তো একটা বড়! স্ত্রী বেঁচে থাকলে কি ক'র্ত্তেন ব'ল্‌তে পারিনে, অল্প বয়সেই রেহাই দেন ম'রে, নইলে আলমারী বোঝাই একঘর সতীন দেখ্‌লে কি ক'র্ত্তেন জানিনে! বোধ হয় আত্মহত্যাই ক'র্ত্তেন! কি বলেন?

বিনোদ। ওঃ—আপনি তা হ'লে Widower। আমি মনে কর্ত্তেম—

সুরথ। আইবুড়ো কার্ত্তিক?

বিনোদ। হ্যাঁ—

সুরথ। না, অতটা মনের জোর ছিল না! ছেলেবেলা থেকেই ইচ্ছে ছিল বটে বই নিয়েই কাটিয়ে দেব। "উ" তে আর উঠবো না। কিন্তু কুড়িতেও পা দেওয়া, বাবা তখন বেঁচে—দিব্যি বাঙ্গালীর ঘরের সুপুত্র হওয়া গেল আর কি! মনের ইচ্ছে মনেই রইল! বাবাকে তো আর মুখের ওপর বল্‌তে পারলেম না, "বিয়ে নেহি করেঙ্গা।" মীরাটের এক উকিলকন্যা—এগারো বছর বয়স—ঘরে এলেন; খুব পয়মন্ত—এক বছর পেরুলো না—বাবা মারা গেলেন; দ্বিতীয় বছরে নিজেই গেলেন তাঁর পিত্রালয়েই, বসন্তে—কবির দখিনি বসন্তের নয় মশাই, পশ্চিমে বসন্তে! আর বছর খানেক থাকলে বোধহয় আমায়ও সাবাড় কর্ত্তেন! সেটা আর ঘটে উঠলো না। আমিও সেই থেকে নিশ্চিন্ত মনে "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি"! এই বাড়ীর Compound ছাড়া কোথাও যাইনে মশাই!

বিনোদ। মা—?

সুরথ। মা মারা যান আমি যখন সাত বছরের।

বিনোদ। হুঁঃ! আপনারো মা ছিলেন না? আচ্ছা, যদি বাপের অবাধ্য হ'তেন? তাহ'লে কি মনে হয়, তিনি আপনাকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিতেন?

সুরথ। কল্পনাটা অতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছয়নি নীরোদবাবু! বয়েস তখন সবে কুড়ি কিনা?

বিনোদ। আপনিও তো একা?

সুরথ। অর্থাৎ—?

বিনোদ। আর ভাই—কি বোন?

সুরথ। না, ঈশ্বরেচ্ছায় একাই বটে! বাপের একছেলে!

বিনোদ। আপনি ভাগ্যবান!

সুরথ। একছেলে ব'লে, না পত্নীবিয়োগ হয়েছে ব'লে ?

বিনোদ। যদি বাপের অবাধ্য হ'তেন, কে জানে আপনার অদৃষ্টে কি হৈ'ত !

সুরথ। সে দুশ্চিন্তায় এখন আর কোন ফলই নেই ; অবাধ্য হব কি মশাই, কার অবাধ্য হব ! বাপের ? মা মরা ছেলের বাপ, তিনি যে, মা বাপ দুই ছিলেন আমার ! আপনি বাপের স্নেহ বুঝি কখনো পান নি ? অল্প বয়সে মা বাপ দুই হারিয়েছিলেন ? আহা ! আপনার জন্য বড় দুঃখ হয় ! অভাগা—সত্যই আপনি অভাগা ! আমি প্রাণ পূরে বাপের স্নেহ ভোগ ক'রেছি !

বিনোদ। (স্বগত) অভাগা—অভাগা ! (প্রকাশ্যে) আপনি আর বে' ক'ল্লেন্ না কেন ?

সুরথ। বেশ আছি মশাই, আর আপনিও যদি পারেন, যে রকম পড়ায় ঝোঁক আপনার—যদি বিদ্যা চর্চ্চায়ই জীবনের উদ্দেশ্য হয়—ঐ একটী কাজ কর্ব্বেন না—বিয়ে ! প্রিয়তমা—দূরে থাকলে, তাঁর চিঠি প'ড়্তে—এখন ওঁদের কলম চলে এরোপ্লেনের Speedএ কিনা ? —আর তার উত্তর দিতে, আর কাছে থাকলে তাঁর মনের খোরাক যোগাতে—প্রগতির যুগে মনও না কি সীমাহীন।—হয় ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, না হয় ব্লড্‌প্রেসার !

বিনোদ। আপনাতে আমাতে অনেক প্রভেদ মশাই ! ভগবানের কৃপায় আপনার যেন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাদের পেটের চিন্তা ! বিদেশে এসে সুযোগ ক্রমে আপনার সঙ্গে যেন পরিচয় হ'য়েছিল, তাই কিছু পড়া শোনা কর্ব্বার সুবিধা হোল'—এত বড় একটা লাইব্রেরীর সাহায্য পেয়ে—

সুরথ। অতঃপর ? বিয়ে কর্ব্বার ইচ্ছা আছে বুঝি—সংসার ধর্ম্ম ? নইলে আপনি তো বল্লেন "একাকীগৃহ সংত্যক্ত্যা পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ"

ত্রিসংসারে কেও নেই, একটা পেটের জন্য আর ভাবনা কি মশাই! আপনাকে তো বলি, থেকে যান না এখানে—আপনার মতন একজন পড়িয়ে পেলে—আমারো তো আপনার ব'লতে এই খানকতক বই! আর আপনিও তো Wandering—কি ব'লবো? সন্ন্যাসিন্?

বিনোদ। না; বরং বলুন, Wandering Jew! সন্ন্যাসী আর হ'তে পাল্লুম কৈ? সুরথবাবু, আমাকে আপনি চেনেন না! আমি না মানুষ, না জানোয়ার!

সুরথ। কি, চুপ ক'রে রইলেন যে? কি ভাবছেন! ও দু'টো বাদ দিয়ে তবে কি?

বিনোদ। আমার কথা ছেড়ে দিন সুরথবাবু; আপনি একটু আগে বল্লেন না, আপনার মনের জোর ছিল না, তাই বিয়ে ক'রেছিলেন, কিন্তু তা নয়; আপনার মনের জোর ছিল ব'লেই আপনি বাপের অবাধ্য হন নি, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বিয়ে ক'রেছিলেন; ও বড় কম শক্তি নয়, নিজের মনকে দমন করা! আমার কিন্তু সে মনের জোর নেই! আমি মনের আবেগেই চলি। আজ পড়াশোনায় এত ঝোঁক আবার কবে হয়তো দেখবেন পৃথিবী তোলপাড় কচ্ছি অর্থ অর্থ ক'রে।

সুরথ। তোলপাড় করাও একটা শক্তি নীরোদবাবু। তা অর্থের জন্য করুন ক্ষতি নেই, তাই ব'লে যেন পরমার্থের জন্য কর্ব্বেন না মশাই!

বিনোদ। আমার সব পরিচয় আপনি জানেন না সুরথবাবু! আপনি দেখেন আমি ভাল মানুষের মতন চুপটী ক'রে এখানে পড়ি, গো-বেচারা! আসলে তা নয়। আমি যে কি, তা নিজেই এখনো পর্য্যন্ত বুঝতে পারিনি, তাই সত্য পরিচয় কাকেও দিই না; দিতে সাহস করি না! লোকের কি? লোকে Missunderstand কর্ব্বে বই তো নয়! তাই চুপ ক'রেই থাকি!

সুরথ। চুপ ক'রে থাকলেই বা Missunderstandingএর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় কৈ? মন বুঝে না মনের কথা, পরে বুঝবে কি?

বিনোদ। ঠিক্! পরের দোষ কি? নিজেই কি কম অপরাধী? (পাশের ঘরের ঘড়িতে বারোটা বাজিল) আজ একটু সকাল সকাল উঠবো সুরথবাবু! হাঁ, আপনার এখানে মাঝে মাঝে যে বাঙ্গালী সাধুটী আস্তেন—তাঁকে অনেকদিন দেখিনি কেন?

সুরথ। হঠাৎ তাঁর কথা মনে পড়লো কেন? সাধু হবেন না কি?

বিনোদ। আমার মত অসাধু কি কখনো সাধু হ'তে পারে? বেশ লোক তিনি, অনেকদিন দেখিনি তাঁকে, মাঝেমাঝে মনে পড়ে তাই—

সুরথ। ওঁদের মাঝে মাঝে মনে পড়া ভাল নয়; ওঁদের সঙ্গ খুব ভাল—সাধু সঙ্গ! কিন্তু ওঁদের চিন্তা বড় সুবিধার নয়! বিশেষতঃ আপনার বয়সে! তিনি কখন কোথায় থাকেন তার তো কিছু ঠিক নেই! এ অঞ্চলে এলে আমার এখানে ওঠেন!

বিনোদ। তাঁর একটী কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে! 'বর্ত্তমান শিক্ষা আর সভ্যতা যত বাড়্ছে—আমরা নিজেদের মধ্যে ততই ভুলের সৃষ্টি কচ্ছি! পরস্পরকে বুঝতে চাই না, বুঝতে দিইও না, সব ভুল বুঝি! আর এই ভুল থেকেই যত অশান্তির সৃষ্টি।'

সুরথ। ওঁদের তো আমাদের মত সুধু বই পড়া বিদ্যে নয়, ওঁরা শেখেন আমাদের প'ড়ে, মনুষ্য চরিত্র! তাই ওরকম কত কথা বলেন!

বিনোদ। আসি আজ; নমস্কার।

সুরথ। নমস্কার! আবার কাল সন্ধ্যেয় তো?

বিনোদ। তা বইকি?

প্রস্থান

সুরথ। বড় ভাল ছেলে? কে জানে কোন্ পথ নেবে?

প্রস্থান

সংযুক্ত দৃশ্য

ষষ্ঠ দৃশ্য

একাংশে—বৃন্দাবন

বামদিকে—বৃন্দাবনের দৃশ্য দেখাযাইতেছে—সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর অন্দরেরদালান ; দালানের এক পাশ দিয়া একটী সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। এই সিঁড়িবাহিয়া দ্বিতলে শিবানীর শয়ন-ঘরে যাওয়া যায়। সিঁড়ির নিম্নে একটী ছোট দরজা,ঐ দরজা,খুলিয়া বাহিরের উঠানে পড়া যায়। সিঁড়ির সামনে দালানের ধারে একটী ঘর—উহা সিদ্ধেশ্বরীর শয়ন গৃহ। যখন দৃশ্য উঠিল, তখন শিবানী এই সিঁড়ির চাতালে বসিয়া বিনোদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তখন রাত্রি চারটা বাজিতে বেশী বিলম্ব নাই।

সপ্তম দৃশ্য

অপরাংশে—লক্ষ্মীপুর

ডানদিকে—লক্ষ্মীপুরের দৃশ্য। শ্যামাকান্তের শয়ন-ঘর। ঘরটী শ্যামাকান্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া সাজান। ঘরের একধারে একখানি ভাল খাট পাতা ; এই খাটের মাথার দিকে বড় খড়খড়ি জানালা ; এই জানালা খুলিলে রাস্তা দেখা যায়। খাটের দক্ষিণদিকের দেওয়ালে একটী বড় দরজা ; এই দরজা দিয়া শ্যামাকান্তের বাড়ীর সদরে যাওয়া যায়। প্রথম যখন দৃশ্য উঠিল, তখন শ্যামাকান্ত খাটের উপর শুইয়া।

বৃন্দাবন

শিবানী। (উপরে উঠিবার সিঁড়ির চাতালে বসিয়া) আর কতক্ষণ জেগে ব'সে থাক্‌বো ! রোজই রাত দু'টো তিনটে. হয় তাঁর ফিরতে ! ঘুমিয়ে পড়ি, মা দরজা খুলে দিতে বিরক্ত হন। বুড়ো মানুষ, সমস্ত দিন খেটেখুটে—তাঁরই বা দোষ কি ? (কাতরকণ্ঠে) দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই তোমায় পেয়েছিলুম, কিন্তু আমার কপাল মন্দ—তোমায় বুঝতেও দিলে না ! ওগো, আমার কাছে চিরদিন কি তুমি নীরব থেকেই যাবে ?

লক্ষ্মীপুর

শ্যামাকান্ত। (শুইয়াছিলেন ; উঠিয়া) যতবার ঘুমোবার চেষ্টা ক'রছি, তার মুখই মনে প'ড়ছে। পড়ুক, কি ক'রবো? উপায় কি? উপায় কি? নিরুপায় হ'য়েছি তো তার জন্যই! সে চ'লে গেল—অসহায় বার্দ্ধক্যে একা ফেলে! আমি কি এই বিষয় বুকে জড়িয়ে কেবল কাঁদবো মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত? কিন্তু মৃত্যু তো আমার হাত ধরা নয়! কতদিন বাঁচতে হবে কে জানে? লোকের কি? তারা ব'লে খালাস! কিন্তু পুড়্‌তে হ'চ্ছে যে আমাকে? (খাট হইতে নামিয়া জানালা খুলিয়া দাঁড়াইলেন) আঃ মাথাটা জুড়লো!

বৃন্দাবন

শিবানী। তুমি মাতাল নও, দুশ্চরিত্র নও—আমি জানি ; কিন্তু লোকে তো বোঝে না, এই সামান্য কথাটা তুমি বোঝ না কেন? কেন আমায় এখানে এমনি ক'রে ফেলে রাখ'? কেন লোকের গঞ্জনা সহ্য কর? তাতে যে আমার কি কষ্ট, তা' কি তুমি বুঝতে পার না?

লক্ষ্মীপুর

নেপথ্যে বৈকুণ্ঠের গীত

সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি!

শ্যামা। বৈকুণ্ঠের গলা! এই শেষরাত্রে সেও জেগে? (উচ্চৈঃস্বরে) বৈকুণ্ঠ! বৈকুণ্ঠ!

নেপথ্যে বৈকুণ্ঠ। হাঁ-হে!

শ্যামা। এস, এস। দাঁড়াও, ফটক খুলে দিচ্ছি ; কাউকে ডেক' না।

শ্যামাকান্তের প্রস্থান

বৃন্দাবন

শিবানী। তোমায় লোকে ঘৃণা করে! আমি যে আর তা সহ্য ক'র্‌তে পারি না! ভগবান! (পেটা ঘড়িতে চারিটা বাজিল) নাঃ, আজ আর বোধ হয় আসবে না!

দরজা খুলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ

সিদ্ধে। বলি হ্যাঁলা! কেমন ধারা আক্কেল তোর? একলা এই সিঁড়িতে জেগে ম'রচ? এমন কপাল নিয়েও এসেছিলি? একটা হাড়-হাবাতে বয়াটের হাতে প'ড়ে শেষটা কি প্রাণ খোয়াবি? যা—যা, অত করে না, শুগে যা! চারটে বেজে গেল, সে আসে—আমার ইচ্ছে হয় দরজা খুলে দেব, না হয় দেব না! স্বোয়ামী যে গোল্লায় গেল, শোধ্‌রাতে পারিস্‌নে? না টস্‌ ক'রে ব'সে আছেন দরজা খুলে দেবেন ব'লে, পাছে আমি টের পাই! যা, যা, শুগে যা। আমি দরজা বন্ধ ক'রে শুলুম! দেখি কে তাকে দরজা খুলে দেয়? (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আর তোমায়ও ব'লে রাখছি, তুমি যদি দাও বাছা, তোমার মরা-বাপের দিব্যি রইল—হ্যাঁ!

দরজা বন্ধ করিয়া প্রস্থান

শিবানী। ইচ্ছা করে এই দেওয়ালে মাথা ঠুকে মাথাটা ভেঙ্গে ফেলি! মা গো—

কাঁদিতে কাঁদিতে উপরে উঠিয়া গেল

লক্ষ্মীপুর

শ্যামাকান্ত ও বৈকুণ্ঠের প্রবেশ

শ্যামা। তুমি তো আজ খুব ভোরে উঠেছ?

বৈকুণ্ঠ। আমি যে প্রত্যহই এমনি সময়ে প্রাতঃস্নানে যাই।

শ্যামা। অনেকদিন তোমার গান শুনি নি। "সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি"—গাও বৈকুণ্ঠ! আজ এই গান শোন্‌বার জন্যই যেন আমি জেগে ব'সেছিলুম—না?

বৈকুণ্ঠের গীত

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কার্য্য তুমি করো লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ করো করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ইন্দ্রত্বপদ, কারে কর অধোগামী

গীতান্তে উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব

বৃন্দাবন

নেপথ্যে বিনোদ। শিবানি! শিবানি!

সিদ্ধেশ্বরীর পুনঃ প্রবেশ

সিদ্ধে। ঐ বুঝি নবাবপুত্রের বার হ'ল! দাঁড়াও, আজই একটা হেস্তনেস্ত ক'চ্ছি।

সদর দরজা খুলিয়া দিবার জন্য সিঁড়ির নীচে যে দরজা তাহা দিয়া প্রস্থান করিল

লক্ষ্মীপুর

শ্যামা। লোকে খুব নিন্দে ক'চ্ছে? ব'ল্‌ছে, আমি বড় নিষ্ঠুর—না?
বৈকুণ্ঠ। তা একটু ক'চ্ছে বৈকি!
শ্যামা। কেবল তুমি আর রজনী আমার দিকে?

বৈকুণ্ঠ। শুধু বিষয়ের জন্য নয় শ্যামাকান্ত, একটা অবলম্বন না হ'লে তুমি পাগল হ'য়ে যেতে! আমি হেমেন্দ্রকে পোষ্য নিতে মত দিয়েছিলাম কেবল তোমার জন্যই!

শ্যামা। জ্ঞাতি—একরক্ত, এক বংশের ধারা—লক্ষ্মীপুরের চৌধুরী-বংশের নিরন্ন বিধবার পুত্র এই হেমেন্দ্র! যে মালিক সেই যখন ইচ্ছা ক'রে প্রাণ দিলে; ভোগ করুক এই হেমেন্দ্র, বিনোদেরই তো জ্ঞাতি ভাই, কি বল?

বৃন্দাবন

বাহির হইতে সিদ্ধেশ্বরী ও বিনোদের প্রবেশ

সিদ্ধে। কে তোমার সাতটা বাঁদী সাত দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—রাত চা'রটের সময় উঠে দরজা খুলে দেয় শুনি? সমস্ত রাত্তির যেখানে ছিলে, আর ঘণ্টা দুই সেখানে কাটিয়ে একেবারে সকালে এলেই তো হ'ত? লজ্জা নেই—বেহায়া! কোত্থেকে আমার হাড় পোড়াতে একটা বয়াটে মাতাল এসে জুটলো গা?

সিদ্ধেশ্বরী আপন ঘরে গিয়া দরজা দিল

বিনোদ। রোজই সেই এক কথা! এরা আমায় বুঝলে না—বুঝবেও না। আমি যাই সুরথবাবুর লাইব্রেরীতে প'ড়তে, প্রাইভেটে এম-এ, দেব' ব'লে, এরা মনে করে আর কিছু। ঠিক হ'য়েছে! বাবাও এই ভুল ক'রেছিলেন—আমায় বোঝেন নি; এরা যে ভুল ক'রবে—আশ্চর্য্য কি? বাবাও তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—এরাও তাড়াতে চায়! এ ভাগ্যের বিধান, না পিতৃ-অভিশাপ?

সিঁড়ির নীচেয় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল

শিবানী। (বারাণ্ডায় প্রবেশ করিয়া) ডেকে আনি। (চিন্তা করিয়া) মা'র বড় মুখ—না, একটু জ্ঞান হোক্!

প্রস্থান

বিনোদ। (যাইতে যাইতে) না, যাব না। শিবানীকে একবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো—তার মা'র মত সেও আমায় ঘৃণা করে কি না?

উপরে উঠিয়া গেল

লক্ষ্মীপুর

বৈকুণ্ঠ। আমি যাই ভাই, স্নানটা সেরে আসি।

শ্যামা। না, না, একটু ব'সো। আজ নিজেকে বড়ই অসহায় ম'নে হ'চ্ছে; আজকের সকাল যেন একটা নূতন জগৎ নিয়ে এল—বাষট্টি বছরের পুরোন সব ওলট পালট ক'রে দিয়ে! এ বাড়ী-ঘর, এ'র প্রত্যেক আসবাব্, এ'র লোকজন আত্মীয় কর্ম্মচারী সব যেন আমার চোখে নূতন হ'য়ে দেখা দিচ্ছে! পুরোনর ভিতর কেবল তুমি আর আমি! আমার সেই ছোটবেলার বন্ধু—ভাইরে! (বৈকুণ্ঠের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন) আমি কোন্ মাটী দিয়ে গড়া—কোন্ মাটী দিয়ে গড়া! বিনোদ—বিনোদ!

বৈকুণ্ঠ। কাঁদ' কাঁদ'—শ্যামাকান্ত! যত পার' কাঁদ'! দু' বছর তোমার চোখের জল দেখিনি! বোধ হয় ঘুমিয়েছে; আস্তে—আস্তে শুইয়ে দিই।

বিছানায় শোয়াইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন

বৃন্দাবন

উপর হইতে বিনোদ ও শিবানীর প্রবেশ

বিনোদ। শোন শিবানি! আমার একটা কথা! আমি জানি, পৃথিবী আমায় ঘৃণা করে! অধম, অপদার্থ, অক্ষম আমি; কিন্তু আমি জান্‌তে চাই—তুমি আমায় ঘৃণা কর কি না?

শিবানীর হাত ধরিল

বলো, চুপ ক'রে কেন? তোমার মুখে ঐ একটা কথা আমি শুনতে চাই—ঐ একটা কথা—তুমি আমায় ঘৃণা কর কি না?

শিবানী। হাঁা—

বিনোদ। মুখের কথা নয়, তোমার অন্তরের কথা।

শিবানী। (অভিমানে রুদ্ধকণ্ঠে) কেন ক'র্‌বো না? তোমায় আমি ঘৃণা করি! তুমি যদি—

বিনোদ। (বাধা দিয়া) থাক্, আর শুন্‌তে চাই না।

শিবানী। আমি তোমায় ঘৃণা করি।

শিবানী উপরে উঠিয়া গেল

বিনোদ। ঋণ পরিশোধ তো হ'য়েছে, তবে আর কেন? কিন্তু চোরের মত যাব না; তাকে স্পষ্ট ব'লেই যাব—শিবানি—শিবানি—

উপরে উঠিল

লক্ষ্মীপুর

শ্যামা। (হঠাৎ উঠিয়া) আজই পোষ্য নিয়েছি, যাগ-যজ্ঞ ক'রে সমাজের সাম্‌নে, শালগ্রাম শিলা সাক্ষ্য রেখে, খত লিখে! রাত্রে শুতে পারি নি বৈকুণ্ঠ! একটু যেই চোখ বুজি—আর বিনোদের বিদায়ের দিনের সেই মুখখানাই মনে পড়ে! কৈ—আর কারো মুখ তো মনে পড়ে না!

বৈকুণ্ঠ। তাই মনে পড়াই তো স্বাভাবিক! মনে পড়্‌বে না ভাই! ছেলে—সে যে বুকের আধখানা!

শ্যামা। (নিজের বক্ষঃস্থল দেখাইয়া) আধখানা নয়, সবটা—সবটা—এই বুক জুড়ে—ভাই, এই বুক জুড়ে—

বৈকুণ্ঠ। তবু তারই একপাশে হেমেন্দ্রকে স্থান দিতে হবে।

শ্যামা। হবে না? ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে পোষ্য নিয়েছি, পুত্র—পুত্র—পোষ্যপুত্র!

বৈকুণ্ঠ। অর্জ্জুন অভিমন্যুকে হারিয়েও কুরুক্ষেত্রে শুধু যুদ্ধ করেন নি, তাতে জয়লাভ ক'রেছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ তো এমনি ক'রেই ক'রে যেতে হবে ভাই!

শ্যামা। ভোরও হোল! আজ হেমেরও এখানে এই প্রথম রাত্রি; এখনো কি সে ওঠেনি?

বৈকুণ্ঠ। তা' উঠে থাক্‌বে।

শ্যামা। তাকে নিয়ে এস ভাই, তাকে নিয়ে এস! তাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো—এই বাড়ীতে, তার এই প্রথম প্রভাতে—তোমার সাম্‌নে তাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো ভাই, সে যেন—যে ক'টা দিন বাঁচবো, আমার অবাধ্য না হয়! তাকে নিয়ে এস ভাই!

বৈকুণ্ঠ। তাকে আনছি!

বৈকুণ্ঠের প্রস্থান

শ্যামা। লোকের সামনে পারি নি, যখনি একা থাকি, তার নাম ধ'রে চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়—বিনোদ—বিনোদ!

প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন

বৃন্দাবন

উপর হইতে বিনোদের প্রবেশ

ক্রোধে, অভিমানে বিনোদ আত্মহারা হইয়া গিয়াছে; তাহার চোখ দীপ্ত কণ্ঠস্বর উগ্র, উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত দ্রুত; সে বলিল—

বিনোদ। দরজা খুল্‌লে না, বুঝেছি—এ মুখ আর সে দেখ্‌তে চায় না! বেশ তাই হোক্‌! বাবাও এ মুখ দেখ্‌বেন না ব'লেছিলেন, তাঁকে

ত্যাগ ক'রেছিলাম। আর আজ? সংসারের সঙ্গে দেনা-পাওনা আমার এইখানেই শেষ হ'ক! লক্ষ্মীপুর—লক্ষ্মীপুর! লক্ষ্মীপুর গেছে—বৃন্দাবনও যাক্!

উপরের বারাণ্ডায় শিবানীর প্রবেশ

এই যে, শোন শিবানি—অনেক লাঞ্ছনা এখানে সহ্য ক'রেছি—শুধু তোমার জন্য—কিন্তু আর নয়! তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা! মনে ক'রো—আজ থেকে তুমি বিধবা!

শিবানী। (উপর হইতে দ্রুত নামিয়া) ও গো, ফেরো—ফেরো—কার উপর অভিমান ক'রে চ'লে যাচ্ছ! আমি মিথ্যা কথা বলিছি,—আমি তোমায় ঘৃণা করি না! ঘৃণা করি না—

শিবানী উঠানে আছড়াইয়া পড়িল, সিদ্ধেশ্বরী দরজা খুলিয়া দেখিল

ক্ষ্মীপুর

ঠিক এমনি সময়ে হেমেন্দ্রকে লইয়া বৈকুণ্ঠ প্রবেশ করিলেন

বৈকুণ্ঠ। (শ্যামাকান্তকে দেখাইয়া হেমেন্দ্রর প্রতি) তোমার পিতা—প্রণাম কর।

হেমেন্দ্র প্রণাম করিল

শ্যামা। আশীর্ব্বাদ করি—তোমা হ'তে চৌধুরী বংশের মুখ উজ্জ্বল হোক্!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাদুরা—যোগেন্দ্রনাথের বাটীর ড্রয়িংরুম

শান্তি ও মণিমালা

শান্তি। এখন গান গাইবে তো গাও, আর যে ক'দিন আছি একটু শিখে নিই। নইলে বলো—আমি সুকু আর অনিলকে নিয়ে একটু বাগানে বেড়িয়ে আসি।

মণি। না ভাই, রাগ করিসনে, এই আমি গাচ্ছি।

মণিমালা হারমোনিয়মের ডালা খুলিল

আহা, তোরাও এলি, আর মিষ্টার রায় যে দিনকতক আগে টুরে বেরিয়েছেন, একবার চারি চক্ষের মিলন যে হ'লো না! নইলে আমি নিশ্চয় ব'ল্‌ছি, এতদিনে স্বয়ম্বরা হ'য়ে যেতিস।

শান্তি। তুমি বুঝি স্বয়ম্বরা হ'য়ে জামাইবাবুর গলায় মালা দিয়েছিলে—নয়? খালি কেবল বাজে কথা! নাও—আমি চ'ল্লুম।

মণি। না—না ভাই, রাগ করিস্‌নি, ব'স্, এই আমি গাচ্ছি।

গীত

রাই, মিছা জাগি যামিনী গোঁয়াও—
সে নিঠুর শঠ লাগি বৃথা সখি, পথ চাও।
বাসক শয়ন সাজে, মঞ্জু কুঞ্জ মাঝে,
নিশিদিন মনে-প্রাণে, শয়নে জাগরণে,
অবিরত কারে ধেয়াও!

শান্তি। আহা! মণিদিদি, তোমার মতন গলা যদি আমি পেতুম!

মণি। তা হ'লে আমার একটি সতীন হ'তো।

শান্তি। তুমি ভারি দুষ্টু!

মণি। কেন, তোর ভগ্নিপতি তোরে যে নতুন গিন্নী ব'লে ডাকে, শুনে বুঝি আমার হিংসে হয় না?

শান্তি। যাও! জামাইবাবু যেমন ছ্যাবলা, তুমি আবার তার চাইতেও—

মণি। বেহায়া—নয়?

স্বপ্রকাশের প্রবেশ

স্বকু। বড়দিদি, মা আপনাকে ডাকছেন।

মণি। ঐ যাঃ, ভুলে গেছি! পিসীমা যে ব'লেছিলেন, আজ তিনি বিকেলের খাবার ক'রবেন, আমায় সব গুছিয়ে দিতে হবে! বামুন-ঠাকুর ছুটি নিয়ে চ'লে গেছে—একদম্ ভুলে গেছি! যাই যাই— শান্তি, তোকে এখানে বসিয়ে রেখে গেলুম ভাই, তোর জামাইবাবু এলে অভ্যর্থনা ক'রতে, অর্থাৎ বদ্‌লি রেখে! এসো স্বকু।

স্বকু ও মণিমালার প্রস্থান

শান্তি। আমার দায়! (স্বগত) আর এখানে ভাল লাগছে না। বাবার জন্য মনটা বড় অস্থির হ'চ্ছে। কবে যে তিনি আসবেন আমাদের নিতে!

নেপথ্যে বিনোদ। যোগেন—যোগেন—(প্রবেশ)

শান্তি। (স্বগত) ইনি কে?

বিনোদ। (স্বগত) ইনি—? ওঃ—যোগেনের শাশুড়ী ও তাঁদের আর সব আস্‌বার কথা ছিল। ইনি বোধ হয় যোগেনের শালী হবেন। (প্রকাশ্যে) যোগেন কি এখনো—যোগেন কি বাড়ী নেই?

শান্তি। না, এখনো তিনি ফেরেন নি।

বিনোদ। ওঃ।

শান্তি। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন? জামাইবাবুর আস্‌বার সময় হ'য়েছে। আপনি অনিলকে চেনেন কি? আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিনোদ। চিনি না? আমি যে তার কাকাবাবু। আপনি বুঝি যোগেনের স্ত্রীর বোন্!

শান্তি। হ্যাঁ। (সলজ্জভাবে সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল)

বিনোদ। আপনারা কি এখন কিছুদিন মাদুরায় থাক্‌বেন? (স্বগত) এঁকে পূর্ব্বে কোথাও দেখেছি কি?

শান্তি। না, আমরা শীগ্‌গীরই যাব! বাবার নিতে আসবার কথা আছে।

বিনোদ। আপনাদের বাড়ী বুঝি ক'লকাতায়? আপনার বাবা বুঝি সেখানে চাকরী করেন, তাই সঙ্গে আসতে পারেন নি?

শান্তি। বাবা তো চাকরী করেন না। তিনি উকীল।

বিনোদ। (চিন্তা করিয়া) উকীল! তাঁর নাম কি?

শান্তি। শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ মৈত্র।

বিনোদ। (আগ্রহের স্বরে) কি কি ব'ল্লেন?

শান্তি। (বিস্ময়ের চক্ষে বিনোদের মুখের প্রতি চাহিয়া) শ্রীযুক্ত রজনীনাথ মৈত্র।

এতক্ষণ শান্তির নিকট হইতে দূরে ছিল; শান্তির উত্তরে অন্যমনেই দুই এক-পা তাহার দিকে আগাইয়া গেল, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিল, তাহার পর মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া বিস্ময়-বিমূঢ়ের মত মৃদুস্বরে বলিল—

বিনোদ। আপনি রজনীবাবুর মেয়ে? (আগ্রহের স্বরে) কোন্ রজনীবাবু? হাইকোর্টের উকীল যিনি?

শান্তি। (বিস্মিত আনন্দে) আপনি আমার বাবাকে চেনেন না কি? আপনার বাড়ী কি ক'ল্‌কাতায়?

বিনোদ। (থতমত খাইয়া) হঁ্যা, না, তিনি হঁ্যা—হঁ্যা—নাম শুনেছি মাত্র, তেমন কিছু চিনি না। (চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া) তাহ'লে রজনীবাবুর বড় মেয়ে বুঝি যোগেনের স্ত্রী?

লজ্জারক্তিম-গণ্ডে নিজের আঁচল মুখের কাছ পর্য্যন্ত তুলিয়া
পুনরায় সে ভাব সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল—

শান্তি। আমি তাঁর একই মেয়ে যোগেনবাবুর স্ত্রী আমার মামতো বোন। আমার একটি ছোট ভাই আছে, তার নাম স্বকু, বোন নেই। আমি তাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি বস্থন, যোগেনবাবু এখখুনি আস্‌বেন।

প্রস্থান

বিনোদ। Truth is stranger than fiction! কোথা থেকে কোথায় এসে প'ড়েছি—বাংলা আর মাদুরা! কি ছিলাম আর কি হ'য়েছি! বিনোদ চৌধুরী—আর নীরদ রায়! আর কোথা থেকে সেই রজনীবাবুর মেয়ে শান্তি আজ এখানে—আমার সাম্‌নে! শান্তি—শান্তি! জীবনের অধ্যায় আমার ব'দ্‌লে গেছে। এই শান্তির জন্তেই বিবাহ করিনি, বাপের অবাধ্য হ'য়েছিলাম, তার ফলে পিতৃ-পরিচয়হারা জন্মভূমির মায়া হ'তে বঞ্চিত, এই ঘৃণিত জীবনভার বহন ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি—ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, উল্কাপিণ্ডের মত অশান্তির আগুন এই বুকের মধ্যে নিয়ে,—যার উত্তাপের জ্বালা প্রকাশ ক'রে বলবার আমার ভাষা নেই, সঙ্গী নেই, বন্ধু নেই! যাকে বিবাহ ক'রেছি, শত লাঞ্ছনা সহ্য ক'রেও তার কাছেও একদিনও এ প্রাণের গোপন কথা ব'লতে সাহস করিনি—অসহায় অপরাধীর মত, মিথ্যাবাদী চোরের মত!

ওঃ—কতদিন, কতদিন আর এ দুর্ভর ভার বহন ক'রে বেঁচে থাকতে হবে

সুপ্রকাশের পুনঃ প্রবেশ

(স্বগত) এইটি বুঝি রজনীবাবুর ছেলে। (প্রকাশ্যে) তোমার নাম সুকু ?

সুকু। আমার নাম সুপ্রকাশ; কিন্তু সকলে ওই ব'লে ডাকেন।

বিনোদ। তোমরা এখানে আর কতদিন থাকবে ?

সুকু। আমরা শীগ্‌গীর যাব। বাবা নিতে আসবেন।

বিনোদ। তোমরা তো বেশী দিন আসনি। এরি মধ্যে যাবে কেন ?

সুকু। ওঃ—আপনি বুঝি জানেন না ? আমাদের যেতেই হবে। দিদির যে বে—এই মাসে। বাবা লিখেছেন, তিনি আমাদের নিতে আস্‌ছেন।

বিনোদ। বিয়ে ?

সুকু। হ্যাঁ।

বিনোদ। কোথায় ?

সুকু। লক্ষ্মীপুরে।

বিনোদ। লক্ষ্মীপুরে ?

সুকু। হ্যাঁ—লক্ষ্মীপুরে।

বিনোদ। কাদের বাড়ী ? কার সঙ্গে ?

সুকু। (ভাবিয়া) জ্যাঠামশায়ের বাড়ী, হেমন্তবাবুর সঙ্গে। জ্যাঠা-বাবুকে চেনেন না ? তাঁর মস্ত শাদা দাড়ী নেই, গল্পও জানেন না, তবু তিনি আমাদের জ্যাঠামশাই; দিদির তিনি ছেলে হন।

শান্তির পুনঃ প্রবেশ

শান্তি। (বিনোদের প্রতি) দিদি ব'ল্লেন, আপনি যেন চ'লে যাবেন না। এখানে চা খেয়ে যাবেন।

সুকু। এই দিদিকে জিজ্ঞাসা করুন। কেমন দিদি, জ্যাঠামশায় তোমার ছেলে হন না ?

শান্তি। (হাসিয়া) হ্যাঁ।

সুকু। আমি তাঁর নামও ব'ল্‌তে পারি ; তাঁর নাম শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাকান্ত চৌধুরী—(বিনোদ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) উঠ্‌ছেন কেন ?

শান্তি। উঠ্‌বেন না। চায়ের জল গরম হ'চ্ছে।

সুকু। (নীরোদের হাত ধরিয়া) বসুন বসুন তবে, জানেন—হেমবাবু তাঁর ছেলে নয়। তাঁর ছেলে বিনোদবাবু যদি ফিরে আসতো, তা হ'লে হেমবাবুর সঙ্গে দিদির বে হ'তো না ; বিনোদবাবুর সঙ্গেই হো'ত। না দিদি ?

শান্তি। আপনি ওর কথা শুনবেন না—ওর মিছে কথা।

বিনোদ। (শান্তির মুখের দিকে চাহিল কোন কথা কহিল না)

সুকু। মিছে কথা ? লুকোন হ'চ্চে ? হেমবাবু জ্যাঠামশায়ের দত্তদের ছেলে, নয় দিদি ?

শান্তি। কি বোকা তুমি সুকু ! এই বুঝি লেখাপড়া শিখছ ? দত্তদের ছেলে কি ? দত্তক। বুঝেছেন, বিনোদবাবু বাপের কথা শোনেননি, তাঁর অবাধ্য হ'য়েছিলেন ব'লে, জ্যাঠামশায় তাঁকে বকেন, তিনি রাগ ক'রে চলে যান, তারপর নাকি রেলে কাটা পড়েন।

বিনোদ একান্ত মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল, শান্তির কথা শেষ হইলে অতর্কিত ভাবে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল—

বিনোদ। বাঃ—চমৎকার!

শান্তি। চমৎকার কি? একটা মানুষ রেলে কাটা গেল—চমৎকার!

বিনোদ। বাপের অবাধ্য হ'য়েছিল, তার শাস্তি রেলে কাটা প'ড়েছে—চমৎকার নয়? (স্বগত) কে বলে ভগবান নেই? ভগবান আছেন—আছেন—সত্যই আছেন! তিনি এম্‌নি ক'রেই বুঝি অবাধ্য পুত্রের শাস্তি দেন!

সুকু। জানেন—এই হেমবাবু বিনোদবাবুর চাইতেও সুন্দর দেখ্‌তে। ওঃ দিদির ভারী আনন্দ হ'চ্ছে, হেমবাবুর সঙ্গে বিয়ে হবে কি না!

শান্তি। (মুখ লাল হইয়া উঠিল) ছিঃ বুদ্ধি হ'চ্ছে কিনা! তুমি এসো—(বিনোদের প্রতি) যাবেন না, দিদি বড্ড রাগ ক'রবেন তা হ'লে।

সুকুকে লইয়া শান্তির প্রস্থান

বিনোদ। বাবা পোষ্য নিয়েছেন! বিনোদও ম'রেছে! কাকেও দোষ দেবার নেই। দোষ আমার কৃতকর্ম্মের। ব্যর্থ জীবন, ব্যর্থ তার পরিণাম! দুর্ব্বল মানুষ এমনি ক'রেই বেঁচে থেকেও মরে, পুত্র বর্ত্তমানে পোষ্যপুত্র হয়। একটা ভুল ক'রেছিলাম, তা থেকে কত ভুলের সৃষ্টিই হ'লো! বাবা পোষ্য নিয়েছেন, তাঁকে হয়তো ভুল বুঝিনি, কিন্তু শিবানী?—না, সে নাম ক'রতেও প্রাণ শিউরে ওঠে। আমি সত্যই অপরাধী। কে যেন ব'ল্‌ছে আমি অপরাধী—অপরাধী! তার কাছে সত্যই অপরাধী!

যোগেন প্রবেশ করিল, গুন্‌গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে; সন্ধ্যার আবছায়ায় বিনোদকে দেখিয়া রহস্যভঙ্গীতে চম্‌কাইয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল—

যোগেন। What apdarition I see! কি হে ভূতের মত অন্ধকারে একটা আলোও দেয় নি বুঝি—খুব যা হোক! বেয়ারা—বেয়ারা—

ঘরে টওলাচ্ছ নাকি? দাঁড়িয়ে কেন, বস্‌বার একটা চেয়ারও টেনে নিতে পারো নি বুঝি? আরে ব'সো ব'সো—কবে ফিরলে? বেয়ারা—বেয়ারা—

বিনোদ। অন্ধকারেই ভালো, ব্যস্ত হ'য়ো না; ব'স্‌ছি।

যোগেন। মহা বিপদ এ দেশের চাকর নিয়ে। আলোটা নিজেই জ্বেলে ফেলি। (নিজে আলো জ্বালিল—এবং চেয়ার টানিয়া বিনোদের সামনে বসিল) তাই তো, কবে এলে হে—আজ বুঝি? এ কি? মুখটা শুক্‌নো কেন—কোন অসুখ করে নি তো?

বিনোদ। না।

যোগেন। ছোট্ট না! বাসা থেকে চা খেয়ে বেরোওনি নিশ্চয়। একটু গরম চা পেটে প'ড়লেই—দাঁড়াও, আমি ধড়াচুড়ো ছেড়ে আসি। পালিও না যেন!

যোগেনের প্রস্থান

বিনোদ। মাথার ভেতর আগুন জ্ব'ল্‌ছে! যোগেন, তুমি তো জানো না, কি সে জ্বালা! (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ঘরে দ্রুত খানিক পায়চারি করিল; পরে) লক্ষ্মীপুর—লক্ষ্মীপুর! মা, যদি তুমি বেঁচে থাক্‌তে, তাহ'লে আমার এ দশা হ'তো না, হোতো না। আমি সত্যই অবাধ্য নই, অবাধ্য নই! তবু এই মাতৃহারা পুত্রের অভিমানাহত প্রাণের কথা বাবা, তুমি তো বুঝ্‌লে না! তুমি দূর হ'তে ব'লেছ, এ মুখ দেখ্‌বে না ব'লেছ; আমি এ মুখ দেখাব কেন? তাই বিনোদ ম'রেছে আর তার পরিত্যক্ত শব অধিকার ক'রেছে এই নীরদ রায়—অভিশপ্ত নীরোদ রায়!

টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া বিনোদ কাঁদিতে লাগিল

যোগেনের পুনঃ প্রবেশ

যোগেন। (ধীরে ধীরে আসিয়া নীরোদকে এই অবস্থায় দেখিয়া তাহার মাথায় হাত দিল) কিহে, ঘুমিয়ে প'ড়েছ নাকি? ওঠো ওঠো cheer up! আজ তোমায় নূতন হাতের চা খাইয়ে চাঙ্গা ক'রে দিচ্ছি। জানো না তো, জানো না নিশ্চয়ই, আমার গৃহিণীর ভগ্নী, আজকালকার যুগে তো অসভ্য ভাষা ব্যবহার কর্‌বার নিয়ম নেই, সেই মান্ধাতার আমলের শ্যালিকা শ্যালক, আমার পিস্ শাশুড়ীর সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছে। শান্তিকে ব'লে এলাম, চা ক'রে আন্‌তে। এমন লক্ষ্মী মেয়ের হাতের চা, এই কিষ্কিন্ধের দেশে তোমার পক্ষে অমৃতের কাজ ক'রবে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

বিনোদ। তুমি জন্ম জন্ম অমৃত খাও; আমি আজ আর চা খাব না, আমি বরং আজ উঠি।

যোগেন। আরে তাও কি হয়? তোমার রকম কি বল তো? ভূতে পেয়েছে না কি? হঠাৎ এতটা গাম্ভীর্য্য? আমি যার বাড়ীর ভেতর ব'লে এলুম—আমার শাশুড়ী ঠাকুরুণ নিজের হাতে হিংএর কচুরী ক'চ্চেন, ওদিকে চায়ের কেটলির জল টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটে ওঠ্‌বার জন্য হাঁপাচ্ছে—আর তুমি অম্‌নি যাই! মাথা খারাপ!

বিনোদ অনিচ্ছার সহিত বসিল

শান্তি চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল

এসো, (জনান্তিকে) সেই মিষ্টি সম্বোধনটা ক'রবো না কি—'নতুন গিন্নী'?

শান্তি। (জনান্তিকে) যান, আপনি যেন কি! ও রকম ক'র্‌লে এই গরম চা এখ্‌খুনি প'ড়ে যাবে কিন্তু।

যোগেন। (জনান্তিকে) না না ভয় নেই, রাখ, ব্যভ্রম ক'র্‌বো না। (প্রকাশ্যে) Mr. Ray, তোমাকে এঁর সঙ্গে introduce ক'রে দিই। এঁরাই ক'লকাতা থেকে এসেছেন; ইনি আমার—

বিনোদ। আমি ওঁর পরিচয় পেয়েছি। উনি রজনীবাবুর—

যোগেন। আরে—তোমাদের এরি মধ্যে জানাশুনো সব হ'য়ে গিয়েছে দেখ্‌ছি। ও—ক'ল্‌কাতার মেয়ে কিনা; অতিথি সম্বর্দ্ধনা ওদের আর শেখাতে হয় না!

শান্তি ইতিমধ্যে চা প্রভৃতি টেবিলের উপর রাখিয়াছে

শান্তি, ইনি Mr. Ray—নীরোদবাবু, আমার পরম বন্ধু; এই বিদেশে, তোমার দাদা খুব ভালই জানেন—এঁর ভালবাসায় আমরা ধন্য হ'য়ে আছি।

শান্তি। (শান্তির চা ঢালা হইল, বিনোদকে বলিল) Mr. Ray, দুধ-চিনি আপনি দিয়ে নেবেন—না আমি দিয়ে দে'ব? যোগেনবাবু তো চা খান—দুধ-চিনির লোভে।

যোগেন। এই নতুন লোকের সাম্‌নে আমার বুঝি নিন্দে ক'চ্ছ? এই দুধ-চিনিতে উনিও বড় কম নন্, তুমি ঢালো না—মাপ দু'জনেরই সমান। উনিও চা খান্ না, গরম সরবৎ খান।

শান্তি চায়ের দুধ-চিনি মিশাইয়া একটু হাসিল

শান্তি। দাঁড়ান, আমি এক্ষনি আস্‌ছি।

ছুটিয়া চলিয়া গেল

যোগেন। বুঝেছ নীরোদ! রজনীবাবুও এদের নিতে আস্‌ছেন শীগ্‌গীরই। এইবার রজনীবাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে বুঝ্‌তে পারবে—তিনি কেমন মানুষ; এতদিন তো কেতাবেই তাঁর লেখা প'ড়েছ। আমার ইচ্ছা নীরোদ! রজনীবাবুর এই মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দিই; আর কতদিন ভেসে ভেসে বেড়াবে? শান্তি কেমন

সুশিক্ষিতা দেখ্‌ছো তো? এঁরা এসে পর্য্যন্ত আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম। গাইতেও জানে। কই হে—চায়ে চুমুক দাও। অনাদরে এমন গোলাপী আভা ঠাণ্ডায় ফ্যাকাসে হ'য়ে যাবে যে! চা পানের প্রথম আনন্দ—ঐ রংএ, দ্বিতীয়—উত্তাপে! (হাসিয়া) আর কিসের বল তো?

কাঁচের প্লেটে হিংএর কচুরী লইয়া শান্তির পুনঃ প্রবেশ

শান্তি। দিদি ব'ল্লেন, আজকে বিস্কুট কি রুটি টোষ্ট্ দিয়ে চা নয়—এই হিংএর কচুরী দিয়ে।

যোগেন। তা বুঝেছি। স্ত্রীর ভগ্নীর হাতে আনা এমন রকম কচুরী পেলে আমরাও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মান্‌তে খুব রাজী; কে চায়—অহিন্দু টোষ্ট্ বিস্কুট।

শান্তি। (বিনোদের প্রতি) আপনি খান্ তো, ওঁর কথা শুন্‌তে গেলে আজ আর খাওয়া হবে না।

বিনোদ শান্তির মুখের দিকে চাহিল, এবং নিজের দুর্ব্বলতাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—হ্যাঁ খাচ্চি। বলিয়া চা'র কাপ লইয়া এক চুমুক খাইল

শান্তি। কচুরী ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে, আগে কচুরী খান, পরে চা খাবেন।

যোগেন। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না শান্তি, চায়েতে মিষ্ট রস আছে—তাই আগে খাচ্চেন—কচুরীতে মিষ্টি কই?

শান্তি। চায়ের সঙ্গে মিষ্টি চলে না কি আপনাদের এখানে?

যোগেন। আমি সন্দেশ, রসগোল্লা মিষ্টির কথা বলিনি—চায়ের সঙ্গে খাবারও মিষ্টি আছে।

শান্তি। কি?

যোগেন। সঙ্গীত—কিশোরীর কণ্ঠে! ক'ল্‌কাতায় বাড়ী, তাও জানো না? তোমার কণ্ঠের মিষ্টি গান—হারমোনিয়মটার কাছে ব'সে

Mr. Rayকে একখানা শুনিয়ে দাও, দেখ—চায়ের সঙ্গে খাপ খায় কিনা!

শান্তি। (সলজ্জভাবে) আমি তো ভাল গাইতে জানি না।

যোগেন। আহা! মন্দই গাও।

শান্তি ধীরে ধীরে হারমোনিয়মের টুলে বসিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিল

আপন মনে খেলা ক'রে বেলা কেটে যায়,
কে যেন কোথা হ'তে ডাকে—ওরে আয়—ওরে আয়।
জানি না সে কোথা থাকে, দেখি না যে কোন ফাঁকে,
থেকে থেকে কেন ডাকে বোঝা নাহি যায়,
সে কোথায়—সে কোথায়!

যোগেন। কি হে, তোমার যে সব প'ড়ে রইল? না, ভাল কথা নয়, এ রকম তো তোমায় একদিনও দেখি নি! লুকিও না, সত্যি বলো—তোমার কোন অসুখ করেনি তো?

বিনোদ। খেতে পারলুম না, চেষ্টা করেছিলুম, অসুখ। (শান্তির প্রতি) আপনি আমায় মাপ ক'রবেন। আমার—মাথার—ওঃ সত্যই যোগেনবাবু—বড় যন্ত্রণা, আমি আজ যাই। (শান্তির প্রতি) আপনি আমায় মাপ করুন—কিছু মনে ক'রবেন না। (যোগেনের প্রতি) যোগেনবাবু আমায় মাপ করো।

প্রস্থান

যোগেন। কি অসুখ ক'রলে! ও তো ও রকম নয়! কিছু তো বুঝতে পারলুম না। (শান্তির প্রতি) কেমন শান্তি—নীরোদবাবুটি কেমন বলতো? পছন্দ হয়!

শান্তি। যান্।

প্রস্থান

যোগেন। যান্ নয়, দাঁড়াও না, এই নীরোদের সঙ্গেই তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ক'চ্ছি। পিসেমশয়ও তো আস্‌ছেন।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতা—পথ

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

হেমেন্দ্র ও ফটিকচাঁদ

হেমেন্দ্র। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন—চলো না। আমাদের বাসায় ব'সেই পরামর্শ ঠিক করা যাবে।

ফটিকচাঁদ। তোমাকে ভাই, একটু জোর ক'রে ধ'রতে হবে—চৌধুরী মশায়কে। দেখ', বিনোদের বে'তে হ'লো না, এবার তোমার বে'তে যদি 'না' করেন, তা হ'লে আমরা একেবারে গেলুম। এই যে Village organisation—Village organisation ব'লে একটা ধুয়ো উঠেছে, তা পল্লীগ্রামে থিয়েটার করাটা কি একটা কম organisation? তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমাকে কি আর বোঝাব বলো, এও একটা art তো বটে!

হেমেন্দ্র। মস্ত art, তাতে আর সন্দেহ আছে? মস্কো আর্ট থিয়েটার রাসিয়ায় যে কাজ ক'রেছে—

ফটিক। মস্‌কো—মস্‌কো! ওঃ বুকখানা দশ হাত ক'রে দিলে হেমবাবু,—ইউনিভারসিটি এজুকেশনের গুণ! আমায় শিখিয়ে দিও তো ভাই, গোটাকতক বড় বড় actorএর নাম—জার্ম্মেনির—স্কাণ্ডানেভিয়ার—রাসিয়ার; আরে দূর দূর—বিলেতে আমেরিকায় শুনেছি এখন আর তেমন নামী actor বড় একটা নেই, কি বল হেমবাবু?

হেমেন্দ্র। হ্যাঁ, বড় বড় নাট্যকার, বড় বড় actor জার্ম্মাণী, রাসিয়া, স্পেন্ এই সব দেশেই এখন জন্মাচ্চে বেশী।

ফটিক। দাঁড়াও না, ক্যাটলগ্ দেখে ভাল ভাল নাম গোটাকতক মুখস্থ ক'রে নিতে হবে ; যখন এই সব নাম নিয়ে বড় বড় বুলি ঝাড়্বো—বাংলা থিয়েটারের উপর লোকের ঘৃণা জন্মে যাবে, না ভাই হেম-বাবু? তুমি লেখাপড়া শিখছ এই সব পাঁচ দেশের পাঁচ খানা নাটক থেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে পাঁচ খানা বেমালুম original নাটক লিখবে, আর আমি নাচের পরিকল্পনা ক'রবো—"অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াই তোমারে"—আর তুমি সাজ্বে তার সব একচেটে হিরো। অমন চেহারা, এই কোঁক্ড়ান কোঁক্ড়ান ওল্টানো চুল—ব্যস্ আর বাবুহোসেনকে ডাক্তে হবে না! তার পর গুটিপোকা পাক্তে পাক্তে যেমন প্রজাপতি হয়, আমরাও তেমনি লক্ষ্মীপুর Dramatic Clubএর গুটী না কেটে একেবারে ক'ল্কাতার Pubilc Theatreএ গিয়ে—

"প্রজাপতি উড়িয়ে দিলে তার রঙ্গিন ডানা দু'খানা—"

(নৃত্য)

হেমেন্দ্র। তুমি অনেকদূর কল্পনা ক'চ্চ ফটিকবাবু!

ফটিক। ক'র্বো না?—অ্যামেচারে নিয়ে থিয়েটার—ছোঃ! ওটা নেহাৎ পাঠশালে—তালপাতায় মক্স করার মত; কলেজী atmos-phereএ actress না নিলে চলে?

হেমেন্দ্র। ছিঃ ছিঃ! actress নিয়ে—বল কি? যত সব—

ফটিক। জাতে তুলে নেবো—জাতে তুলে নেবো। এজুকেশন—খালি এজুকেশন! এজুকেশনের চরম বিকাশ—শুনেছি ও দেশে বলে—

মুড়িকে করো মিছরি, আর মিছরিকে কর মুড়ি,
তার পর ব্যস—ক'সে হাঁকাও জুড়ি।

উন্নতির যুগ, তোমরা যদি পথ না দেখাবে তো লেখাপড়া শিখ্লে কি ক'রতে ভাই?

হেমেন্দ্র। তুমি বাসায় এসো ভাই, তুমি বড় ভাবপ্রবণ—Sentimental! উচ্ছ্বাসে এলে তোমার আর মাত্রাজ্ঞান থাকে না; বুঝ্‌ছ না—চেনা লোক যদি কেউ দেখে—মনে ক'র্‌বে কি! একেই তো আমরা পাড়াগেঁয়ে—তার পর পাঁচটা বেজে গেছে—রজনীবাবু এই পথ দিয়ে ফেরেন। কলেজ থেকে বেরিয়ে দেরী হ'য়েছে, পথে দেখ্‌লে রাগ ক'র্‌বেন।

ফটিক। গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি! এরই মধ্যেই ভাবি শ্বশুরের ভয়! এঃ তাহ'লে দেখ্‌ছি, বে' হ'লে আর তুমি আমাদের সঙ্গে কথাই কবে না! এই জন্যেই বলে, 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'। গরীবের সঙ্গে বড়লোকের বন্ধুত্ব না করাই ভাল।

হেমেন্দ্র। না, না ভাই ফটিক, ও-কথা কেন মনে ক'র্‌ছ? আমি বড়লোক কিসে বল? গরীবই তো ছিলাম, জ্যাঠামশাইএর ছেলে চ'লে গেল, না তার কি হ'ল, তাইতে তিনি দয়া ক'রে—আমার ভার নিয়েছেন বই তো নয়। তোমরা বড়লোক ব'ল্লে আমি বড়ই ক্ষুণ্ণ হব। ছি ভাই ছি! এক গ্রামে বাড়ী আমাদের! আমি ব'লছিলাম—এ বয়স থেকে থিয়েটার নিয়ে মাত্‌লে—এর পর লেখাপড়া—

ফটিক। ওটাও তো লেখাওড়ার মধ্যেই, art! বই লেখা act করা আর্ট নয়?

হেমেন্দ্র। নিশ্চয়, নিশ্চয়। তবে কি জান ভাই, জ্যাঠামশাই কি রজনীবাবু ওঁরা সব সেকেলে কিনা, ঠিক timeএর সঙ্গে যেতে পারেন না। ভয় পান, বুঝি আমরা থিয়েটার ক'র্‌লে ব'কে যাবো; ওঁরা জানেন না তো—আমাদের Strength of mind কতখানি? থিয়েটার টিয়েটার ক'রলে—

ফটিক। Backward—Backward! রাগ করো না ভাই, শ্যামাকান্তবাবুই হোন—আর রজনীকান্তবাবুই হোন—ওঁদের সব গোরুর গাড়ীর যুগের আইডিয়া! এখন যে মোটরের যুগ—এ আর বাঁশ বাব্‌লার চাকা নয়, আয়রন ষ্টীলের age যেমন শক্ত তেমনি Speed! তোমার বিয়ে হবে কি মাসে শুনেছ?

হেমেন্দ্র। শুনেছি, এই বোশেখেই। রজনীবাবুর মেয়েরা সব changeএ গেছেন কিনা—মাদুরায়। জ্যাঠামশায় আর রজনীবাবুতে কথা হ'চ্ছিল শুনেছিলুম আড়াল থেকে। রজনীবাবু শীগগীরই তাঁদের আন্‌তে যাবেন; সব এসে প'ড়লেই দিন-টিন পাকা হবে।

ফটিক। এবার আমরা মেল নিয়েই করি, ফিমেল নিয়ে ক'র্‌বো তোমার বিয়ের পর। যখন কলেজও ছাড়বে, আর পাকা হ'য়ে ব'সবে। এখনো বাপ-শ্বশুরকে একটু ভয় ক'র্‌তে হবে বই কি। সৎসাহস কি একদিনে হয়?

হেমেন্দ্র। তা চলো, আমাদের ওখানে চা-টা খেয়ে যাবে।

ফটিক। না, না, আমার এ যায়গায় একটা Engagement আছে।

হেমেন্দ্র। কোথায় হে?

ফটিক। (একটু হাসিয়া) পরে ব'ল্‌বো—ব'সে থাও, রকম পাবে! এখন ভাংচি না।

হেমেন্দ্র। আচ্ছা দেখা যাবে। হেমেন্দ্রের প্রস্থান

ফটিক। তোমার লেখাপড়ায় ঘুণ ধরাচ্ছি দাঁড়াও না। পুস্যির আবার ধর্ম্মজ্ঞান—হাত্তোর! কত ঘুঘুকেই চরিয়ে এলুম (সুরে)—'তুমি তার কোথায় লাগ যাদুমণি?' (নৃত্য) আহা! খেমটা হ'য়ে গেল যে! ছ্যাঃ—

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। অনেকক্ষণ ধ'রে কথা কচ্ছিলি যে, কতদূর হোল?

ফটিক। তাড়া লাগিও না অমন ক'রে। অত বড় বিষয়ের মালিক! সহজে কি আর রাজী হয়? তবে হবে—হবে, লক্ষণ ভাল! 'আর্ট-জ্ঞান হ'য়েছে—ঝোপ জ্ঞানও হবে! লক্ষ্মীপুরের Dramatic Club এবার জাঁকলো!

যোগেশ। আমার ভয় উপ্‌নেটাকে; সেটার ভারি ধর্ম্মজ্ঞান! না ভাঙচি দেয়।

ফটিক। ফুঃ! উপনেটাকে নেচে উড়িয়ে দেব—নেচে উড়িয়ে দেব!

যোগেশ। দেখ, আমি শনিবারে দেশে যাব। আজ যাচ্ছি ফরাস ডাঙ্গায়। সারদাকে বলিস্, রবিবারে বাড়ী যাব, দেখা হবে ক্লাবরুমে!

ফটিক। আচ্ছা, আচ্ছা। চল, একসঙ্গে তো ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাওয়া যাক্।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মাদুরা—যোগেনের ড্রয়িং রুম

শান্তি একখানা চেয়ারে বসিয়াছিল। মণিমালা হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান গাহিতেছিল

গীত

ভুলে গিয়ে যদি সুখী হও সখা, ভুলে থেকো, ভুলে থেকো,
মনে রেখে যদি সুখ পাও সখা, মনে রেখো মনে রেখো।
তোমার সুখের কামনায় ভরা এ হৃদয় মন প্রাণ,
তোমারি সুখের লাগিয়া হাসিয়া তোমারে করিব দান;
যদি ফেলে দিতে চাও, ফেলে দিও, রাখিলে রাখিও সাথে,
যদি দূরে যেতে বল দূরে যাব, ফিরিব গো যদি ডাকো।

শান্তি। চমৎকার!

মণি। আর ভাই, তোরা চ'লে যাবি, আমারই দিন কাটানো ভার হবে; কি ক'রে যে থাকবো!

শান্তি। আমারি কি ভাল লাগবে মণিদিদি? এখানে যে কি আনন্দেই ছিলুম।

যোগেন্দ্রের প্রবেশ

যোগেন। এই যে, তোমাদের মজলিস্ পুরো চ'ল্ছে। (মণিমালার প্রতি) দেখ, পিসেমশায় তো থাক্‌তে চান্ না, ব'ল্‌ছেন আজ রাত্রের গাড়ীতেই যাবেন।

মণি। সে কি গো—আজই? এরা চ'লে গেলে থাক্‌বো কি ক'রে?

যোগেন। সেই ত? আমরা যে মতলব করেছিলাম, তাও যে কিছু হয় না।

মণি। কেন?

যোগেন। পিসেমশাই যে কথা কানেই তুলছেন না! সে হতভাগাটাও দেখ না, এখানে আস্‌ত, পিসেমশায় এসে পর্য্যন্ত আর এ বাড়ী মাড়ায় না। আমি একবার যাই, তাকে ধ'রে নিয়ে আসি। শেষ পর্য্যন্ত হাল তো ছাড়বো না। তারপর যা হয়।

প্রস্থান

মণি। (শান্তিকে) সত্যি ভাই শান্তি, তোরা চ'লে যাবি, আমার কেবল কান্না পাচ্ছে। এর চেয়ে যদি এক না আসতিস্ সে ছিল ভাল।

শান্তি। তা তুমি আমাদের সঙ্গে চল না কেন মণিদিদি!

মণি। আমায় কি আর পাঠাবে এখন? তার চেয়ে তুই যদি মনে করিস্—তোকে এখানে আটকে রাখতে পারি।

শান্তি। আমি কি মনে ক'রবো?

মণি। আচ্ছা সত্যি ক’রে বল্ দেখি, তুই নীরোদকে তো দেখেছিস্, তাকে ভালবাস্‌তে ইচ্ছে হয় কি না ?

শান্তি। তোমার বুঝি হয় ?

মণি। কেন, আমার ভালোবাসার লোক নেই নাকি যে, আমি তোর নীরোদকে ভালবাসতে যাব ?

শান্তি। আমারই বা কি এমন ভালবাসার লোকের দুর্ভিক্ষ হ’য়েছে ?

মণি। সত্যি—সত্যি—তাই নাকি ? ওমা তা তো জান্‌তুম না ? তোর আবার ভালবাসার লোক কিনি হয়েছেন, শুনি ?

শান্তি। (হাসিয়া) কেন ? বাবা, মা, সুকু, অনিল, তুমি, তোমার বর, তরু, নিরু, টেবি, মোক্ষদা, হরিদাসী—

মণি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেঁচোর মা, বাগ্দীবুড়ী—ময়রাবুড়ো—

শান্তি। দূর ! তুমি ময়রাবুড়োকে ভালবাসগে যাও, আমি তাকে চিনিইনে।

মণি। (হাসিয়া) পোড়ারমুখী যেন নেকী ! আমি যেন সেই ভালবাসার কথাই ব’ল্‌ছি ?

শান্তি। তবে কী ভালবাসা ?

মণি। মরি ! এত বই পড়েন আর এ কথাটা বোঝেন না ? হ্যাঁরে, এইটে আমায় বিশ্বাস ক’রতে বলিস্ ? সত্যি ক’রে বল্ দেখি, ভাই, তাকে তোর বিয়ে ক’রতে ইচ্ছে হয় কিনা ?

শান্তি। যাও।

মণি। আচ্ছা আমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি কর্।

শান্তি। তুমি বিশ্বাস না ক’রলে তো আমার ব’য়েই গেল। আমি যেন তোমার মাথার দিব্যি দিয়ে বিশ্বাস ক’রতে ব’ল্‌ছি !

মণি। আচ্ছা, তবে আমি পিসিমাকে বলিগে, তুই নীরোদবাবুকে বিয়ে

ক'রতে চাস, তুই তাকে ভালবাসিস্, তা হ'লে পিসেমশায়কে ব'লে এখানেই তোকে চাকরীতে বাহাল ক'রে দিই।

শান্তি। (রাগ করিয়া একটু তীব্রভাবে বলিল) এ আবার কি তামাসা, মণিদি? ছি! ছি! মা তা হ'লে কি মনে ক'রবেন বল দেখি? ছি! ছি! তোমরা আজকাল কি-ই যে সব ব'ল্তে আরম্ভ ক'রেছ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারি নে।

মণি। তা হ'লে আর আমরা চেষ্টা ক'রে মরি কেন? তুই যে এরি মধ্যে মনে মনে বাক্‌দত্তা হ'য়ে নিশ্চিন্দি আছিস্ তা জান্‌ব কেমন ক'রে? নীরদের সঙ্গে বে হ'লে এখানে দু'টীতে থাক্‌তাম্, আর—নীরদকেও তো দেখেছিস্, কেমন মানাত বল্ দেখি তার সঙ্গে? তা হ্যাঁরে—তোর হেমবাবুটি দেখতে কেমন ভাই? নীরদের চাইতেও ভাল।

শান্তি। ছিঃ তুলনা দিয়ে কথা কও কেন, আমি তাকে দেখেছি নাকি?

মণি। ওঃ—'এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি।'

গীত

জানি না লো সখি, কে বাঁশী বাজায়,
কাননের পারে বুঝি সে থাকে হায়!
যত হরিণী বনে, বুঝি তাহারে চেনে,
ছোটে তাহারি পানে তারি সুরেরি মায়ায়!
শুনি তার সেই গান, পাখী তোলে কলগান,
তারি সুরেরি তালে, দোলে কুসুমের প্রাণ!
তারে দেখিনি চোখে, ছবি এঁকেছি বুকে,
শুধু তাহারি ধ্যানে সুখে দিন কেটে যায়!

শান্তি। তোমার গান যে আর কতদিন শুনতে পাব না মণিদিদি!

মণি। ওলো, ঐ পিসেমশায় আস্‌ছেন—তাই তো?

উভয়ের প্রস্থান

বসুমতী ও রজনীর প্রবেশ

বসুমতী। সে কোন কাজের কথাই নয়, ও রকম কথা তো বাড়ীতে আইবুড়ো ছেলে মেয়ে থাক্‌লেই অমন হ'য়ে থাকে। তা ছাড়া লক্ষ্মীপুরের ওঁরা বড়লোক সত্যি; কিন্তু সেখানে প'ড়লে তাঁরা তো আমার মেয়ে পাঠাবেন না? ছেলেও যে কেমন দাঁড়াবে তাই বা কে জানে! এ ছেলেটির সঙ্গে বে হ'লে মেয়ে আমার যে খুব সুখে থাক্‌বে, তাতে ভুল নেই কিন্তু।

রজনী। কি করে জান্‌লে?

বসু। নীরদ শান্তিকে খুব ভালবাসে।

রজনী। সংসারটা নাটকও নয়—নভেলও নয়! ভালবাসে! ঐ তোমাদের কেমন একটা আজকাল ধরণ হ'য়েছে। তোমাতে আমাতে যখন বে' হয় তখন আমিই বা কত উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক হ'য়েছিলুম, আর তুমিই বা কতবার মূর্চ্ছা যেতে যেতে টাল খেয়েছিলে? তাতেও তো সুখে সংসার করা কোন দিক দিয়েই বাধেনি আমাদের। ওসব নভেলিয়ানা আমি ভাল বুঝিনে।

যোগেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ

যোগেন। না, তাকে কোথাও খুঁজে পেলুম না; সে কোথাও গিয়ে থাক্‌বে। কি আশ্চর্য্য! আপনি আসা থেকে সে এ বাড়ী মাড়ায়নি কেন যে, কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি; অথচ এদিকে তাকে দেখ্‌লে মনে হয় যেন সে আপনারই হাতে গড়া, আর আপনাকে এত শ্রদ্ধা করে—যেন গুরুর মত।

রজনী। তার এ রকম লুকিয়ে থাকবার কারণ কি ?

বসু। হয়তো লজ্জা—

যোগেন। পিসেমশায়, আপনি যে বড্ড তাড়াতাড়ি ক'চ্ছেন! আর দু'টো দিন যদি থেকে যেতে পারতেন, সে কোথায় কাজে গেছে—এমন মাঝে মাঝে যায়, তাকে দেখ্‌লে আপনি কিছুতেই অপছন্দ ক'রতে পারতেন না। অমন ছেলের জোড়া দেখিনি—

বসু। আমারও ইচ্ছে শান্তির সঙ্গে নীরদের বে হয়—

যোগেন। আমাদের সকলের ইচ্ছা পিসেমশায়!

রজনী। তা হয় না—যোগেন, আমি আমার পূর্ব্বাবস্থা ভুলিনি! আমি শ্যামাকান্ত চৌধুরীর কাছে যে ঋণে ঋণী তা শোধ হয় না, শোধ হবার নয়!—তিনি যখন দয়া ক'রে আমার মেয়েকে নিতে চেয়েছেন—আমার এত বড় সৌভাগ্য—ঋণ পরিশোধের সামান্য চেষ্টা, এ সুযোগ পরিত্যাগ ক'রতে পারি না।

বসু। মেয়ের মুখ চেয়ে—?

রজনী। মেয়ের মুখ—ধর্ম্মের মুখ চেয়ে বড় নয় রজনীনাথের কাছে। ধর্ম্মের মুখ চেয়ে যদি কোন বিপদ ঘটে, হেম যদি সুপাত্র না-ই হয় বুঝবো আমার অদৃষ্ট! আমাকে সহ্য করতেই হবে, যোগেন, উপায় নেই, আমি কথা দিয়েছি। সর্ব্বস্ব গেলেও আমি কথা ফেরাতে পারবো না।

বসু। তোমার সব কথাতেই জেদ!

রজনী। তাই ভাব বটে! কিন্তু বসুমতি, এই জেদ ছিল ব'লেই শ্যামকান্ত চৌধুরীর charity boy আমি আজ দু' পয়সার মুখ দেখছি, আজ তোমাদের changeএ পাঠাতে সামর্থ্য হ'য়েছে।

বসু। তা তুমি যা ভাল বোঝ। যোগেন, ওঁকে আর অনুরোধ ক'রে কাজ নেই বাবা!

মাদ্রাজবাসী বিনোদের চাপরাসী আসিয়া যোগেন্দ্রকে একখানি চিঠি বাহির করিয়া বলিল—

চাপরাসী। সাহেব ব'লে গিয়েছিলেন দু'দিন পরে আপনাকে এই চিঠি দিতে।

যোগেন। (চিঠি হাতে লইয়া) তুমি যেতে পার।

চাপরাসীর প্রস্থান

যোগেন। (চিঠি পড়িয়া) কিছু তো বুঝতে পাচ্ছি না।

বসু। নীরদের চাকর নয়? কার চিঠি?

যোগেন। নীরদই লিখেছে।

বসু। কোথায় সে?

রজনী। কি লিখ্ছে হে—private কিছু?

যোগেন। (চিন্তিত হইয়া) না—এর মাথা মুণ্ডু কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। লিখেছে—'যোগেনবাবু মাপ করো' বিশেষ কারণ বশতঃ রজনীবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লো না; তাঁকে সহস্র সহস্র নমস্কার জানিয়ে ব'লো—নানা মাসিক পত্রে তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধ প'ড়ে, তাঁর আদর্শ অনুকরণ করবার চেষ্টা ক'রেছি, যদিও সাক্ষাত পরিচয়ের সৌভাগ্য তাঁর সঙ্গে হ'লো না। কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমি দূর দেশে গেলাম। যদি ফিরতে পারি, আমাকে নূতন মানুষ দেখবে। আমার Iron safeএর চাবি বাইরের ড্রয়ারে আছে; ড্রয়ারের চাবি কোথায় লুকানো থাকে তুমি জানো, সেটা খুলে যে চিঠি পাবে, তার নির্দ্দেশ মত কাজ বন্ধুত্বের অনুরোধে ক'রবে এই আমার বিশ্বাস। নমস্কার। ইতি—

চির অভাগা—নীরদ

রজনী। তোমাদের কাছে তার কথা শুনে আমার আগেই মনে হ'য়েছিল—ছেলেটি খামখেয়ালি; আমার কথা মিলিয়ে পেলে ?

বসু। কি জানি বাপু—

যোগেন। আমি যাই, চট্ ক'রে দেখে আসি তার বাসায় কি লিখে রেখে গেছে। চিঠি তো আমার বড় ভাল লাগছে না।

প্রস্থান

রজনী। নাও হ'লো—তোমাদের ঘটকালী পর্ব্বের শেষ! এখন নাও, নিশ্চিন্ত হ'য়ে গুছিয়ে গাছিয়ে রাত্রের ট্রেণে যেতে হবে—তার উদ্যোগ করগে।

বসু। এখানে যে কি কি কিন্‌বে ব'লেছিলে ?

রজনী। ওঃ সেটি ভোলনি দেখ্‌ছি! আচ্ছা চল, দেখা যাবে।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বৃন্দাবন—সিদ্ধেশ্বরীর বাটী

বাহিরের উঠান

সিদ্ধেশ্বরী ও মাতঙ্গিনী

মাতঙ্গিনী। খোকা কেমন আছে দিদি ?

সিদ্ধেশ্বরী। কালকের চেয়ে গায়ের তাপ একটু কম।

মাত। ও একটু সর্দ্দির জ্বর ; তুমি ভয় পেয়ো না।

সিদ্ধে। মাতু, সমুদ্রে বাস, শিশিরে আর ভয় কি ব'ল্ ?

মাত। অদেষ্ট বোন্!

সিদ্ধে। তা আর একবার! কি পোড়া অদেষ্ট নিয়েই জন্মেছিলুম! যেমন মা'র কপাল—তেমনি মেয়ের কপাল!

মাত। তুমি তো আর কারো পরামর্শ নিলে না, জামাইয়ের চেহারা দেখে ভাবলে কোন্ না বড়লোক !

সিদ্ধে। আর হাড় জ্বালাস্ নে ; তোরাই কোন 'না' বল্লি ?—তার পর কি জানো—ও যার যে হাঁড়ীতে চাল ! মন্দটা কি ক'রেছিলুম বল ? স্ব-ঘর—অমন রাজপুত্তুরের মত রূপ !

মাত। তা বটে—রাজপুত্তুর আর কাকে ব'লেছে !

সিদ্ধে। ঘর ক'র্‌তে গেলে কি আর দু'কথা হয় না বোন্ ! তারই ভালর জন্যই তো ব'লেছিলুম ! তা পোড়া মেয়েটা যখন রাগ ক'রে গেল—হাত ধরে কোন্ না টান্‌লি ?

মাত। আজকালকার মেয়েদের তেজ যে বেশী দিদি !

সিদ্ধে। ঐ তেজ ! আগুন লাগুক, তেজে আগুন লাগুক ! ঝগড়া কি হয় না ? দু'কথা ব'ল্‌তেও হয়—আবার পায়েও ধ'র্‌তে হয়।

মাত। ছেলেমানুষ ! বুঝতে পারে নি। আমাদের কাছে তো ফোটে —না—শুনেছি—ওর সই ঐ রতনের মুখে। রতন বলে—'মাসি, অমন কান্না কারো দেখি নি। পাঁচ জনে খোয়ার ক'র্‌তো, সেই জ্বালায় কিছু বলে নি।

সিদ্ধে। খোয়ার ক'রবে না ? দিগ্‌ড়ে ছোঁড়া—(ক্রন্দন সুরে) গেলি— আমার বুকে এই শূল বসিয়ে রেখে ! আমার এই একটী মেয়ে— আমি কি পোড়া বুঝ্‌তে পেরেছিলুম শিবুর পেটে চার মাসের বেটা ! সাধ হ'লো না—আহ্লাদ হ'লো না—

মাত। কেঁদো না বোন—আর কেঁদো না—

সিদ্ধে। কাঁদবো না ? বলিস কি লো ! এমন সোনার চাঁদ ছেলে হ'লো —বাপের মুখ দেখলে না ! থাকৃতে অনাথ—! মুখে আগুন— মুখে আগুন বিধাতা পুরুষের,—মার্কণ্ডের পেরমাই দিয়ে রেখেছে আমায়—এই সব জ্বালা সইতে !

মাত। আর তাও বলি দিদি, সেই বা কেমনতর বেটাছেলে? বিয়ে ক'র্‌লি, তা এই ক'বছর গেছিস, তা কি একখানা চিঠি লিখে খবর নিতে নেই!

সিদ্ধে। দামাল ছেলে—হামা টেনে বাড়ী চ'ষে বেড়ায়, আজ পাঁচ দিন একেজ্বরী—আমাতে কি আর আমি আছি মাতু! আমার অমূল্য ধন—আহা বাপের চেহারাটী যেন বসিয়ে রেখেছে!

মাত। শিবু গেল কোথায়?

সিদ্ধে। খোকাকে একটু দুধ গরম ক'রে খাওয়াচ্চে; কাল রাতে কেবল চমকে চমকে উঠেছে—আমি আজ সকালে একটু জলপড়া এনে দিনু, বাসি মুখে সেইটুকুন খাইয়ে শিবুকে ব'ল্লুম—এবার একটু দুধ গরম ক'রে খাওয়া বাছা!

মাত। যাই দিদি, খোকাকে একবার দেখে আসি।

সিদ্ধে। যা! আর দেখিস ত বোন, ব'লে ক'য়ে মেয়েটাকে যদি কিছু খাওয়াতে পারিস! খোকার গা গরম হওয়া থেকে মেয়েটাও ভাল ক'রে খায় না, হারামজাদা মেয়ে বোঝে না যে, পিত্তি প'ড়ে তোর একখানা হ'লে, প্রাণ যাবে যে এই সিধু বামুণীর? নে নে ক'রে নে, যে ক'দিন পারিস! এর পরে বুঝবি। যাই, আমিও একবার ঘুরে আসি ভাই, ঐ হুমো ডাক্তারের বাড়ী থেকে। সেও এই ছেলেদের বিলিতি জলপড়া দেয় কিনা, তার জলপড়ার গুণ আছে।

মাতু শিবানীর সহিত দেখা করিতে যাইবার জন্য উঠিল এবং
সিদ্ধেশ্বরী ডাক্তার বাড়ী যাইবার জন্য উঠিল

নেপথ্যে ডাকপিওন। চিট্টি হ্যায়।

মাত। দিদি ডাক-হরকরা বুঝি চিঠি নিয়ে এলো!

সিদ্ধে। বাড়ী ভুল ক'রেছে; আমায় আবার কে যম আছে সে চিঠি দেবে?

নেপথ্যে। চিট্টি হ্যায়—রেজেষ্টারী। শিবানী দেবী—

মাত। ওগো—এই বাড়ীরই যে! শিবির নাম ক'ল্লে না?

সিদ্ধে। তা বাইরে ম'রছে কেন চেঁচিয়ে—ভেতরে আসুগ না।

মাত। ওগো—ভেতরে এসো।

ডাক-হরকরার প্রবেশ

ডাক-পিয়ন। চিঠি আছে মা, রেজিষ্টরী—শিবানী দেবী পাইবেন। হাজার টাকা ইনসিওর!

মাত। ওগো, বুঝি তোমার জামাইয়ের চিঠি!

সিদ্ধে। জয় গোবিনজী! তোর মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক মাতু—ওলো শিবি—ও শিবি—

নেপথ্যে শিবানী। কেন মা!

মাত। (পিয়নের প্রতি) কে পাঠিয়েছে বাছা?

পিয়ন। নীরদ রায়।

সিদ্ধে। এঁ্যা—আমার নীরোদ? ওলো শিবি—পায়ে বাত ধ'রেছে না কি আমার মতন! ওলো আয় আয়—জামাই টাকা পাঠিয়েছে রে—আয়!

শিবানীর প্রবেশ

শিবানী। কি মা?

সিদ্ধে। ওরে, রেজেষ্টারী ক'রে টাকা পাঠিয়েছে নীরোদ। (পিয়নের প্রতি) বল না বাছা!

পিয়ন। হাঁ মায়ি, দোয়াত আনেন। কোলম আমার কাছে আছে, সহি করিয়ে লিতে হোবে।

শিবানী। ও মা, দোয়াত কোথায় পাবো? আমার তো—কালি-কলম নেই!

মাত। দাঁড়া দাঁড়া, আমি তোর সই রতনের বাড়ী থেকে আন্‌চি।

প্রস্থান

পিয়ন। আনেন মা, আনেন, একটু তুরন্ত আনেন! এই নেন্‌ মা, চিঠি, এইখানে সই ক'রতে হবে। এই যে—পেন্‌সিলে দাগ দেওয়া।

শিবানী। (চিঠি লইয়া স্বগত) তাঁর হাতের লেখা! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম—এতদিনে কি মনে প'ড়্‌লো! (শিবানীর চোখ জলে ভরিয়া উঠিল)

দোয়াত লইয়া মাতঙ্গিনী এবং তার সঙ্গে রতনমণির প্রবেশ

রতন। হ্যাঁলা সই, চিঠি এসেছে নাকি নীরদের?

শিবানী চক্ষের জল রোধ করিবার জন্য নিম্ন অধরোষ্ঠ দাঁতে চাপিয়া রতনের দিকে চাহিল মাত্র। তাহার দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইল 'হাঁ'। শিবানী দোয়াত কলম হইয়া সহি করিতে লাগিল, তাহার হাত কাঁপিতেছে

পিয়ন। ধরিয়ে লিখেন মা, হাজার রোপেয়ার ইনসিওর, আমার বৈখসিসটা ইয়াদ রাখবেন।

(সহি করিয়া দিল এবং খাম ছিঁড়িতেই হাজার টাকার নোট একখানি মাটিতে পড়িয়া গেল। শিবানী চিঠি পড়িতে লাগিল এবং এক লাইন পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল)

শিবানী। মা—মা—ওমা আমার কি হ'লো মা!

মূর্চ্ছিত হইল

সিদ্ধে-মাত-রতন। ওমা কি খবর গো? কি খবর গো!

রতন। (রতন তাড়াতাড়ি শিবানীর মাথা কোলে তুলিয়া) সই—সই! ওগো দাঁতি লেগে গেছে যে!

মাত। চিঠিখানায় কি লিখেছে—পড়্, রতন—পড়্!

রতন চিঠি পড়িতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দা পড়িল

শিবানি,

বিধাতার অলঙ্ঘ্য লিপি—মানুষের সাধ্য কি—যে খণ্ডন করে! একদিন আস্‌বার সময় ব'লে এসেছিলাম—"মনে করো, তুমি বিধবা। আজ বুঝি সে অভিশাপ ফ'ল্‌তে চ'ল্লো; মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তোমাকে এই চিঠি লিখ্‌ছি; যে ভুলের বশীভূত হ'য়ে নিজের উপর অত্যাচার ক'রেছি—তোমার উপর অত্যাচার ক'রেছি, সেই ভুলের সংশোধন ক'র্‌তে যখন ছুটে বেরোলাম—তোমার কাছে পৌছবো ব'লে—পথের মাঝে ভীষণ কলেরায় একটা হাসপাতালের আশ্রয় নিতে হ'লো! এ চিঠি নিজে লিখ্‌ছি না, চিঠি লিখ্‌ছেন একজন অপরিচিত বৃদ্ধ, এঁকে চিনি না; কিন্তু ইনি বিধাতা-প্রেরিত আমার বন্ধু তাতে সন্দেহ নেই! আমার বাঁচবার কোন আশা নেই; এ চিঠি যখন পৌছবে, জেনো—তার বহু পূর্ব্বে আমি ম'রে জুড়ুবো। এই চিঠির সঙ্গে সামান্য ক'টা টাকা যা আমার সঙ্গে ছিল, নিতে ঘৃণা ক'রো না। ক্ষমা—শিবানি—ক্ষমা—মৃত্যুপথ-যাত্রীর শেষ ভিক্ষে—ক্ষমা!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লক্ষ্মীপুর—শ্যামাকান্তের অন্দর

শ্যামাকান্ত ও বৈকুণ্ঠ

শ্যামাকান্ত। বৈকুণ্ঠ, তুমিও চলো।

বৈকুণ্ঠ। আমার যাবার বাধা কি? তুমি ব'ল্লে 'না' ব'ল্‌তে পার্‌বো না,—হাজার কাজই থাক। কিন্তু—তোমার?

শ্যামা। আমার আবার কিন্তু কি?, অনেক 'কিন্তু' এ বয়েস পর্য্যন্ত ক'রেছি, কিন্তু আর নয়। তুমি না গেলেও আমি যাবই।

বৈকুণ্ঠ। এ তোমার মত বিষয়ী লোকের কথা হ'লো না শ্যামাকান্ত, কিছু মনে ক'রো না, অপ্রিয় সত্য ব'লে। এ সময়ে তুমি যদি হাল ছেড়ে চ'লে যাও, নৌকো ডুব্‌বে।

শ্যামা। ডুব্‌তে কি বাকী আছে ভাই! ক'বছর হ'লো হেমের বিয়ে হ'য়েছে?

বৈকুণ্ঠ। তা দু'বছরের উপর।

শ্যামা। এই অল্প সময়ের মধ্যে কত খানি তার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, তা কি সব লক্ষ্য ক'রেছ?

বৈকুণ্ঠ। গ্রামের ইতর ভদ্র কারো চোখ এড়ায় নি; আমি আর লক্ষ্য করি নি!

শ্যামা। দু'বছরের মধ্যে কলেজ ছেড়েছে। আমি ডাক্‌লে কাছে আসে, কিন্তু মুখ তুলে কথা কইতে পারে না। গ্রামের থিয়েটারের

দল বসিয়েছে, বিনোদ একখানা পুরোন গাড়ী মেরামত ক'রেছিল, তাকে কত না—ব'কেছিলুম—অমিতব্যয়ী ব'লে; এখন আস্তাবলে ক'টা ঘোড়া জান? বাগানবাড়ী মেরামতের হুকুম হ'য়েছে দেওয়ানের উপর। আরও হাল ধ'রতে বল?

বৈকুণ্ঠ। কিন্তু—তুমি চ'লে গেলে এই বাড়ীতেই যে ভূতের নৃত্য হবে।

শ্যামা। পথ তো সেই হতভাগাই প্রস্তুত ক'রে গেছে—হবে না? আমার দোষ? বৈকুণ্ঠ, হেম যদি শুধু অপব্যয়ী হ'তো, যদি আমার অবাধ্যও হ'তো, তাতেও আমি ভ্রূক্ষেপ ক'রতেম না; কিন্তু ইদানিং সে কি করে জানো?

বৈকুণ্ঠ। কি করে? মদ ধ'রেছে না কি?

শ্যামা। যদি নাও ধ'রে থাকে, যে কুসংসর্গে মিশেছে, ধ'রতে বেশী দেরী হবে না। সে জন্যও আমি বলি নে—কুলাঙ্গার আমার শান্তির উপর অত্যাচার আরম্ভ ক'রেছে।

বৈকুণ্ঠ। সে কি?

শ্যামা। হ্যাঁ, তার ব্যবহারে, তার অনাদরে মা আমার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। মুখে সে হাসি নেই, সে চাঞ্চল্য নেই—সে লাবণ্য নেই! তার ব্যথাভরা কাতরদৃষ্টি—বৈকুণ্ঠ, আমি এ বাড়ীতে ব'সে আর সহ্য ক'রতে পাচ্ছি নে। তোমরা কেউ না যাও, আমি একা মাকে নিয়ে পালাব।

বৈকুণ্ঠ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) হুঁ!

শ্যামা। দুঃখ ক'রলে কি হবে? এর জন্য আমিই দায়ী। আমি জোর ক'রে রজনীর কাছ থেকে কেড়ে এনেছিলাম, আমার শান্তি মাকে, লক্ষ্মীপুরের শূন্য সিংহাসনে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা ক'রবো বলে! পুত্রশোকের জ্বালা—বিনোদের মত পুত্রশোকের জ্বালা ভুলতে গিয়েছিলাম—মার হাস্যবদন খানি দিন রাত দেখবো ব'লে! মা'র

সেই মুখ মলিন, তার সেই চোখে জল—এ যে আমার বিনোদের শোককে দিবারাত্র মনে ক'রিয়ে দি'চ্চে! আমি মাকে নিয়ে পালাব বৈকুণ্ঠ, এ অনাদরের গ্লানির মধ্যে তাকে রেখে আমার শান্তি নেই—শান্তি নেই।

বৈকুণ্ঠ। এবার রজনীবাবুকে ডেকে, পরামর্শ ক'রে শেষ চেষ্টা ক'র্‌লে হ'ত না?

শ্যামা। যে ভুল নিজে ক'রেছি, তার সংশোধন নিজেই ক'র্‌বো। সে শান্তির বাপ, তার কাছে সব কথা ভাঙ্‌তে আমার সাহস হয় না। সে বুদ্ধিমান, তার কি বুঝ্‌তে কিছু বাকী আছে—মনে করো? সে রইলো, হেম রইলো, যা পারে করুক। আমি—আমি? ভেঙ্গে গেছে, ভেঙ্গে গেছে ভাই, এই বুকখানা ভেঙ্গে গেছে! আর নয়।

বৈকুণ্ঠ। উপস্থিত কোথায় যাবে মনে ক'রেছ?

শ্যামা। যেখানে হোক—দূর তীর্থে।

বৈকুণ্ঠ। হেমকেও সঙ্গে নাও না।

শ্যামা। সেটা আমার ইচ্ছা বটে! সে যাবে তবে তো তাকে নিয়ে যাব?

বৈকুণ্ঠ। তুমি তাকে ব'লেছ?

শ্যামা। না, বলি নি, ব'ল্‌বোও না। যদি অবাধ্য হয়—এ যে পোষ্যপুত্র! বিনোদ হ'লে ব'লতাম—সে অবাধ্য হ'লে তাকে তিরস্কার ক'র্‌তাম, তাকে রাগ ক'রে ব'লতাম—'তোর মুখ আর দেখবো না', কিন্তু ভাই, এ তো বিনোদ নয়, এ যে হেম; এ তো পুত্র নয়—এ যে পোষ্য! পোষ্যপুত্র তো আর ত্যজ্যপুত্র হয় না!

শান্তির প্রবেশ

শান্তি। জ্যাঠাম'শায়!

শ্যামা। কি মা!

শান্তি। আমরা তীর্থে যাব শুনে এ বাড়ীর কেউ যে আর এখানে থাক্‌তে চান্ না; সবাই আমাদের সঙ্গে তীর্থে যেতে চাচ্ছেন। পিসীমা, মাসীমা, রাঙ্গাঠান্‌দিদি, বসন্তপুরের কাকীমা ভাঁড়ারের মামীমা—সব্বাই—

শ্যামা। তা আমায় ব'লছ কেন মা?

শান্তি। তাঁরা যে সব ব'ল্‌তে পাঠালেন—আপনার কাছে; আপনার মত জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে।

শ্যামা। আমার এমন মা থাক্‌তে আমার আবার মত! আমি কি এমন অবাধ্য ছেলে যে, মা থাক্‌তে নিজের মতে কাজ ক'র্‌বো? তোমার যাকে যাকে ইচ্ছা, সঙ্গে নাও। (শান্তি লজ্জিত হইয়া মুখ নত করিল) হ্যাঁ, তোমার আর একটী ছেলেকে দোসর হ'তে ব'ল্‌ছি মা! এই তোমার পুরুত কাক্কাকে। কি বল?

শান্তি। কাকা, আপনিও যাবেন? বেশ হবে—বেশ হবে তাহ'লে। তাহ'লে কাকীমাকেও নিয়ে চলুন না, আমি তাঁকে খবর পাঠাই।

বৈকুণ্ঠ। রক্ষা কর মা, একে মন্‌সা তায় ধুনোর গন্ধ, তারপর তুমি খবর পাঠালে আমাকে সকলের আগেই দেশ ছাড়তে হবে। তাঁকে আর কাজ নেই, আমি একাই যাব। যে শুচিবাই তাঁর! (উঠিয়া) তাহ'লে শ্যামাকান্ত, গোছগাছ ক'র্‌বো না কি?

শ্যামা। শুন্‌লেই তো—মায়ের হুকুম।

বৈকুণ্ঠ। তবে কবে যাত্রা ক'র্‌বে?

শ্যামা। তুমিই একটা দিন দেখে দাও।

শান্তি। কাকাবাবু, উঠলেন না কি?

বৈকুণ্ঠ। হ্যাঁ মা, অনেকক্ষণ এসেছি, যাই। তোমার শ্বশুরের খেয়াল যখন যেতেই হবে—তার গোছগাছ ক'রতে হবে তো! সংসারের বিলিবন্দেজ।

শান্তি প্রণাম করিল

বৈকুণ্ঠ। এসো মা এসো, এস লক্ষ্মী মা! কল্যাণময়ী মা!

শ্যামা। বৈকুণ্ঠ, চলো, আমিও বিপিনকে বলি, আজ থেকেই সব ব্যবস্থা ক'র্‌তে আরম্ভ করুক।

উভয়ের প্রস্থান

শান্তি। জ্যাঠাম'শায় দিন দিন যেন কচি ছেলে হ'চ্ছেন। বাড়ী শুদ্ধ সব্বাই তো যাবেন জ্যাঠাম'শায় বল্লেন। কত দেশ দেখবো—কত তীর্থে বেড়াব—কিন্তু—ওরা কি যাবে না? কেন যাবে না? গেলে দোষ কি? (দরজার দিকে দেখিয়া) ও মা, এই যে এসে প'ড়লেন!

হেমেন্দ্রের প্রবেশ

হেমেন্দ্র। এ আবার কি হুজুগ উঠেছে—তোমরা না কি সব তীর্থে যাবে?

শান্তি। জ্যাঠাম'শায় যাবেন ব'লছেন।

হেমেন্দ্র। জ্যাঠাম'শায় তো যাবেন; তুমিও না কি যাচ্ছ?

শান্তি। হ্যাঁ।

হেমেন্দ্র। ওঃ—তা নিজে ইচ্ছে ক'রে যাচ্ছ না নিয়ে যাচ্ছেন ব'লে যাচ্ছ?

শান্তি। (মৃদু হাসিয়া) তা কি জানি?

হেমেন্দ্র। তুমি জান্‌বে না তবে কি সেটা তোমার হ'য়ে জান্‌বো আমি?

শান্তি। তুমিও কেন চলো না। জ্যাঠাম'শায়ের খুব ইচ্ছে—তুমি যাও! আমি তোমায় বলবার অবকাশ পাই নি, তুমি তো দু'দিন বাইরের বৈঠকখানায় র'য়েছো।

হেমেন্দ্র। বাইরে থাক্‌বো না তো তোমার আঁচল ধ'রে থাক্‌তে হবে না কি?

শান্তি। (শান্তি ইহা রহস্য না বিদ্রূপ বুঝিল না, তবু লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল। জ্যাঠাম'শায় তোমায় কিছু ব'লেছেন ?

হেমেন্দ্র। (বিস্মিত ভাবে) আমায় ? আমায় তিনি ব'ল্‌তে যাবেন কেন ? আমার কি এরই মধ্যে তীর্থে যাবার বয়েস হ'য়েছ না কি ? না তিনি ব'ল্লেই আমি অম্‌নি গুড়্‌গুড়্‌ ক'রে তাঁর সঙ্গে যাচ্চি !

শান্তি। গেলে খুব ভাল হ'তো।

হেমেন্দ্র। ভালটা যে কোথায় হ'তো, তা তো কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি। আর আমারও কিছু বানপ্রস্থের সময় হয় নি যে, এখানকার স্ফূর্ত্তি ছেড়ে বিদেশে গিয়ে টো টো ক'রে ঘুরে ম'রবো।

শান্তি। দিন কতকের জন্য বই তো নয় ? ওঁর সাধ হ'য়েছে, আমরা গেলে উনি যদি ভাল থাকেন—

হেমেন্দ্র। ওঁর ভালো উনি বুঝুন গে ! আমার ভালো আর কারো বুঝে কাজ নেই। ওঁরা বুড়ো হ'য়েছেন—তীর্থ ক'র্‌তে যাচ্ছেন—ভাল কথা; তার মধ্যে আবার তোমাকে আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন ? তোমারও ভীমরথি হয় নি, আমারও বাহাত্তুরে হয় নি।

শান্তি। (সবিস্ময়ে হেমেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া) ওমা ! ও কি কথা ?

হেমেন্দ্র। মন্দ যে কোন্ খানে—তা তো বুঝতে পাচ্ছি নে, আর তোমারই বা যাবার দরকার কি—টং টং ক'রে ঘু'র্‌তে ? তোমার গিয়ে কাজ নেই।

শান্তি। তাও কি হয়—জ্যাঠামশায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন ! কি ক'রে ব'ল্‌বো—আমি যাব না ?

হেমেন্দ্র। ওঃ—না ব'ল্লে তো আমার বড় ব'য়েই গেল ! ভুগবে নিজেই—আমার কি—আমি দিব্বি আরামে থাক্‌বো এখানে। আমার কথা যদি ওঠে, ব'লো আমি যেতে-টেতে পার্‌বো না।

আমাদের নূতন বই রিহারস্যালে প'ড়েছে—আমি তাই ফেলে ঐ অকাট মুখ্যু বৈকুণ্ঠ ভট্‌চায্যি, এক পাল মাগী আর রাজ্যের মোট-মাট গাঁটরী—এই নিয়ে পশ্চিমের ধুলো খেয়ে বেড়াই! আর তুমিও ঐ সব কুসংসর্গে প'ড়ে এই বয়েস থেকে শিখছো যত সব বুড়োমো! বল্লুম, একটা মেম গভর্নেস রেখে দি, একটু up to date হও, তা নয়—চ'ল্লে তীর্থ করতে?

শান্তি। মেমের কাছে শিখবো কি—বাঙ্গালীর মেয়ে—একরাশ টাকা খরচ করে?

হেমেন্দ্র। মাথা খেলে ঐ সেকেলে তেরস্পর্শে! বৈকুণ্ঠ ভট্‌চায, তোমার বাবা আর আমার জ্যাঠামশায় মিলে! সেলাইএর কল কিনে দিলুম, তা হ'লো না—ঘোরাতে লাগলেন চরকা—বোঁ বোঁ শব্দে মাথা ধরে যায়! যত সব অসভ্য কাণ্ড।

হেমেন্দ্রের এই মন্তব্য শুনিয়া শান্তির চোখ ছল ছল করিয়া আসিল

চোখ ছল ছল ক'রে এলো যে? আহা! তুমি যদি তেমনটী হতে, ঐ তাকিয়া—(বলিয়া জিভ কাটিল) "আহা প্রিয়ে, এ কি দেখি বসন্তে বরিষা!" নাঃ—মনের সাধ মনেই রইলো! তোমাদের যা খুসী করো—আমি ওতে নেই! (যাইতে যাইতে পুনরায় ফিরিয়া) দেখ, আজ সারদা, ফটিক, উপেন, নন্দ এইখানেই খাবে বাইরে তাদের খাবার পাঠিয়ে দিও।

প্রস্থান

শান্তি কোন কথা কহিল না, হেমেন্দ্র যেদিকে চলিয়া গেল, সেদিকে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

হেমেন্দ্রের পল্লী বাগান-বাড়ী

সারদা, নন্দলাল, যোগেশ ও ক্লাবের সভ্যগণ

সারদা। ফ'টকেটা ক'র্‌লে কি বল' দেখি? ডোবাবে না কি?

নন্দলাল। তোমরা হেমেন্দ্রকে ডোবাচ্ছ, সে না হয় আমাদের ডোবাবে।

যোগেশ। তোর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা রাখ নন্দা! আমাদের কেবল ডোবাতেই দেখিস্।

নন্দ। আর বাবা, ডোবান কাকে বলে? কলেজ দিলে ঘুরিয়ে, জ্যাঠা-মশায়ের সঙ্গে করালে ফারখৎ, স্ত্রীকে চালান দিলে তীর্থে, শ্বশুরকে দেখালে রস্তা! ছোঁড়া একট্রেস ফক্‌রে স্যাকরার বদলে আনাচ্ছে ক'লকাতা থেকে তাকিয়া হরি! বাবা নাক পর্য্যন্ত ডুবিয়েছ যে? এর পর দু'গেলাস ধরাতে পার্‌লেই ব্যস্!—চৌধুরীর ভিটেয় আর কাক-চিল নয়, দু'দিন পরে খালি শুন্‌বে আওয়াজ হ'চ্ছে—ঘু-ঘু-ঘু! ওঃ দু'বছরের মধ্যে হেমচন্দ্র কি প্রমোসনটাই পেলে। একেবারে ট্রিপল এম, এ, উইথ অনারস!

ব্যস্তভাবে ফটিকচাঁদের প্রবেশ

ফটিক। ওহে, সব ভাল হ'য়ে ব'সো, ভাল হ'য়ে ব'সো। বেলেল্লাগিরি ক'রো না, পাড়াগাঁয়ে জংলী ব'লে যেন ঠাট্টা না করে।

যোগেশ। আসছে না কি—আসছে না কি?

ফটিক। হ্যাঁ হ্যাঁ—এলো ব'লে। ফটকে নামিয়ে আমি ছুটে এলুম, তোমাদের সাবধান ক'রতে—বাগানে ঢুকেছে!

ফটিকের ব্যস্তভাবে দ্রুত প্রস্থান

নন্দ। তোমায় আর সাবধান, ক'র্‌তে হবে না। তারাও জানে—পাড়াগাঁয়ের জঙ্গলেই তাদের শীকার জাওয়ান থাকে। আহা! এমন নিরীহ বধ্য আর কোথায় পাবে বল?

ফটিকচাঁদের সহিত হরিমতির প্রবেশ

বয়স অপেক্ষা বালিকার ভাব, সহাস্য মুখ, কতকগুলি লাল ফুল হাতে করিয়া

হরিমতি। বাঃ ফটিকবাবু, আপনাদের বাগানে কি ফুলই ফোটে! আমি তো লোভ সাম্‌লাতে পারলুম না—এই দেখুন—তুলেছি কতগুলো! দেখ্‌বেন—যেন চোর ব'লে আবার পুলিয়ে ধরিয়ে দেবেন না।

সারদা প্রভৃতি। (সকলে উঠিয়া) আসুন—আসুন—

হরিমতি। (জুতা খুলিয়া) নমস্কার!

হাত কপালে ঠেকাইল এবং বসিল

ফটিক। তোমরা ব'সো, আমি একবার হেমবাবুকে খবর নিই। এলুম বলে!

ত্রস্তভাবে প্রস্থান

হরিমতি। আমি ফুল এত ভালবাসি! আহা কি ফুলই ফুটেছে!

ফুল লইয়া খেলা করিতে লাগিল যেন বালিকা

সারদা। কি অভিনয়ই ক'রেন আপনি! আপনার মতিবিবির পার্ট প্রথম দেখে তিন দিন আমি ঘুমুতে পারি নি।

নন্দ। হ্যাঁ! রাত্রে আঁতকে উঠ্‌তো।

হরিমতি। কেন—এত খারাপ হ'য়েছিল কি?

সারদা। খারাপ! ব'লছেন কি? সেদিন—ওঃ সে যেন একটা নেশা!

নন্দ। ঐ জন্যেই তো শুঁড়ীরা গাল দেয় আপনাকে!

হরিমতিকে দেখাইয়া দিল

ফটিকচাঁদের পুনঃপ্রবেশ

যোগেশ। কি হে, একা যে, হেম ?

ফটিক। আসছে! যাক্ এতদিনে একটা দুর্ভাবনা গেল! এবারে প্লে কর, হ্যাঁ—পাঁচজনকে ডেকে দেখাবার মত হবে। নয় তো—ছোঃ—ছেলে নিয়ে সে কি আর থিয়েটার!

হরিমতি। ফটিকবাবু, আমাদের পাব্লিকে জয়েন করেন না কেন ?

ফটিক। ইচ্ছে হয় বটে, কিন্তু—

হরিমতি। আমরা আছি ব'লে ?

ফটিক। আরে রাম ? আর্টের ক্ষেত্র হ'লো জগন্নাথের ক্ষেত্র। ঐ একটা স্থান, যেখানে আপনারা আমরা সবাই এক! সেখানে বরং আপনারা মনে ক'রলে আমাদের জাতে তুলে নিতে পারেন।

হরিমতি। বড্ড বাড়িয়ে দিচ্ছেন আপনি, সত্যই পারি কি ?

নন্দ। সমভূমি ক'রে দিতে পারেন—জাতে তোলা কি!

ফটিক। আপনার জীবন-স্মৃতি যে দিন পড়ি—ওঃ—কি সে রোমান্স! আপনি ছেলেবেলায় যখন ঘুড়ি ওড়াতেন—আপনি লিখ্ছেন ঘুড়ি উড়তো—সঙ্গে সঙ্গে উড়তো আপনার মন—

নন্দ। হুঁ—লাট খেতে খেতে!

ফটিক। তারপর—ন' বছর বয়সে আপনি যখন আফিং খান—

নন্দ। ও বাবা, তাতেও বেঁচে আছেন! তাই তো ভাবি, poison-proof না হ'লে আর এত বড় অভিনেত্রী হয়!

ফটিক। সেই বালিকা বয়সে—প্রথম প্রণয়-ভঙ্গে—ওঃ! কি সে thrill!

নন্দ। পোষ্টমর্টেম হ'য়েছিল নিশ্চয়ই!

হরিমতি। না, সে এক রহস্য—আপনি পড়েন নি বুঝি ?

নন্দ। না, সে সৌভাগ্য আজো হয় নি।

ফটিক। তাই না প'ড়ে আমাদের হেমবাবু সেইদিনই 'গঙ্গাযাত্রা' মাসিক পত্রে আপনার নামে কবিতা লিখে পাঠান 'হরি-বাসর'—

বিজয়িনী তুমি সখি, প্রেম-কুরুক্ষেত্রে,
করি ধ্যান ও মূরতি, সদা শিবনেত্রে!

সারদা। আহা, তারপর—তারপর—

নন্দ। তারপর আর কি—এক হেঁচকি—তার পরই হাত-পা ঠাণ্ডা।

ফটিক। ঠাণ্ডা ব'লে ঠাণ্ডা—একেবারে কোলাপ্স্!

সারদা। আচ্ছা, আপনি 'ম্যাড সিনে' ও রকম চোখ-মুখ বা'র করেন কি ক'রে বলুন তো?

নন্দ। (স্বগত) ছেলেবেলায় পেঁচোয় পেয়েছিল তাই—আর কি ক'রে?

হরিমতি। কি জানি, সে সময় কেমন এক রকম হ'য়ে যাই! আমাতে তো আর আমি থাকি নে! কেমন যেন—কি যেন— চোখে যেন দেখি—

নন্দ। খালি ধোঁয়া!

ফটিক। লেডী জিনিয়াস—লেডী জিনিয়াস! আমার নাচের পরিকল্পনার যা কিছু ইন্স্পিরেসন, স্বীকার ক'রতে লজ্জা নেই—সব আপনার কাছে থেকেই পাওয়া। আমি ভেবেই পাই নে, ছন্দে আপনার এ অধিকার হ'লো কি ক'রে?

নন্দ। স্বচ্ছন্দে আছেন ব'লে!

হেমেন্দ্রের প্রবেশ

ফটিক। এসো হেমবাবু! (হরিমতিকে দেখাইয়া) এই ইনিই—

হেমেন্দ্র। হ্যাঁ! নমস্কার।

হরিমতি। নমস্কার।

হেম। কোন কষ্ট হয় নি আস্‌তে? আমাদের এ পাড়াগাঁ, আপনারা সহরের মানুষ!

হরিমতি। দেখুন—সে কথা ব'লবেন না আমায়। আমি সহরের চেয়ে আপনাদের এই পল্লীগ্রামকেই ভালবাসি অন্তরের সঙ্গে।

ফটিক। এইবার একখানি গান—আপনার মুখে—সেই গান—

হরিমতি। গান যে ভুলে গেছি ফটিকবাবু—কি গাইব—আপনি ব'লে দিন। চেষ্টা ক'রে দেখি, যদি হারাণ সুর আবার ফিরে পাই—

ফটিক। আপনার সেই—'যৌবন নিকুঞ্জ' বনের শিহরণ—সেই গানটি একবার গান। আহা! সে যে সত্যই স্বপ্ন—স্বপ্ন—

নন্দ। (স্বগত) ও বাবা! এঁরো যৌবন! তাও শুধু নয়। আবার নিকুঞ্জ সমেত! নাঃ, হেমকে গ্রাস না ক'রে আর ছাড়চে না!

হরিমতি। গীত

যৌবন নিকুঞ্জবনে কেন আজি শিহরণ?
চঞ্চল সতত চিত—নহে তো আপন!
কি ভাব হৃদয়ে ভাসে; আঁখি ফেরে কার আসে?
বুঝিতে না পারি এ কি—স্বপন না জাগরণ!
দূরে কার বংশীধ্বনি না জানি কি কহে বাণী,
এ কি আশা, এ কি তৃষা কি নেশায় মত্ত মন।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। ছোটবাবু, ছোটবাবু—আপনার শ্বশুরমশাই আস্‌ছেন।

সকলে। কে—কে?

ভৃত্য। উকীলবাবু—ছোটবাবুর শ্বশুর।

হেম। বলিস কিরে ? এখানে তাঁকে—কে ব'ল্লে ? কি সর্ব্বনাশ !

ভৃত্য। আজ্ঞে এই ফটকে ঢুকেছেন। আমি তাড়াতাড়ি তাই খবর দিতে এলাম।

হেম। ওহে, তোমরা ও ঘরে—ও ঘরে—না—না আমিই যাচ্ছি—

ভৃত্য। আজ্ঞে, ঐ যে এলেন ?

হেম। তাই তো কি ক'রে লুকুই—

নন্দ। সবাই চোখ বুঝে থাকি—এস। আমরা না দেখ্‌তে পেলেই হোল !

ফটিক। (হরিমতিকে) তাই তো আপনাকে যে লুকুতেই হবে। কি করি—হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই তোষকটা—তোষকটা—আপনি দয়া ক'রে ওই কোণে—যান যান—আমি আপনাকে খানিক চাপা দিয়ে রাখি। (বলিয়া নীচের বিছানা হইতে তোষক তুলিয়া) ঐ কোণে —বসুন—চাপা দিই।

হরিমতি। দম্ বন্ধ হ'য়ে ম'রে যাব যে—

নন্দ। ন' বছর বয়সে আফিং-এ কিছু ক'রতে পারে নি। ভয় নেই। ফাঁক রেখে দেব।

নন্দ। ছন্দেও ভুল হবে না—তোষকের ভিতর তাকিয়া—আর্টের চরম !

হরিমতি কোণে গিয়া বসিল ; ফটিক তাহাকে তোষক চাপা দিল

রজনীনাথের প্রবেশ

রজনী। হেম কোথায় ? (হেমেন্দ্রের প্রতি) শোন।

হেম। আপনি—

রজনী। হঠাৎ—একবার বেরিয়ে এস, কিছু কথা আছে।

হেম অবনত-মস্তকে রজনীনাথের সঙ্গে বাহিরে গেল

হরিমতি। (তোষকের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া) উঠ্‌বো ?

ফটিক। আরে না—না—না। আর একটু—দয়া ক'রে আর একটু।

নন্দ। একে শ্বশুর তাতে উকিল, কাঁটালের আঠারে বাবা, সহজে যাবে না!

ফটিক। এই থেকে একটা ভাল প্লট্ পাওয়া যাবে। তোষকের নীচে —অবরুদ্ধা নারী—ক্যাপ্‌টিভ লেডী—বাইরে শ্বশুর—আঘাতের পরে প্রতিঘাত—আর তার একস্‌প্রেসন্—(নাচিল)

নন্দ। সাম্‌লাও, সাম্‌লাও, ফটিককে সাম্‌লাও। এর ওপর ও নাচ্‌তে সুরু করলে—আমাদের শুদ্ধ নাচ্‌তে হবে।

সারদা। (ফটিকের হাত ধরিয়া) ওরে—আহাম্মক, থাম্ থাম্—এরপরের আঘাতে যে সাম্‌লাতে পারবো না—বাইরে যে রজনীবাবু!

নন্দ। আর ঘরে অন্ধকার!

হরিমতি। আমি যে ঘেমে ম'লুম।

নন্দ। জ্বর ছেড়ে যাবে—ভয় নেই। ঘাবড়াবেন না!

ফটিক। রস সৃষ্টি! রস সৃষ্টি! ও ঘাম নয়—ঘাম নয়—

নন্দ। কাল ঘাম!

হেমেন্দ্রের প্রবেশ

হেম। ছি ছি—কি অপমান! নাঃ—আর নয়। ফটিক, খুলে দাও—খুলে দাও ওঁকে! ও কি অত্যাচার!

নন্দ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—মুক্ত কর, মুক্ত কর!

ফটিক হরিমতিকে তোষক চাপা হইতে মুক্ত করিল

ফটিক। আসুন—আসুন। তোষকের ভিতর থেকে হোক্—শতদল পদ্মের বিকাশ।

নন্দ। আছেন তো? নাড়ী দেখ—নাড়ী দেখ—ফটিক, ভাল ক'রে নাড়ী দেখ

হরিমতি। ভাব্‌তে হবে না দয়া করে আর আপনাদের। অভ্যাস আছে। মরি নি।

নন্দ। হ্যাঁ, থিয়েটার করেন, অনেক সময় লোকের বাড়ী পাল চাপাও দেয় কিনা—অভ্যাস থাকারই কথা।

ফটিক। কি ক'রছো নন্দ—কি ব'লছো! জানো, আজ এখানে—কি একটা প্রলয় হ'য়ে গেল? প্রথমে এলেন ইনি আমাদের এই অসভ্য সেঁৎসেঁতে পাড়াগাঁয়ে—প'ড়লো এই গৃহে তাঁর প্রথম পদধূলি—আর কোথা থেকে একটা 'লোফার' শ্বশুর—এটিকেট্‌ জানে না, হ'লোই বা ক'লকাতার উকীল—খবর না পাঠিয়ে এসে —আমাদের কি রকম অপমান ক'রলে বল তো?

হেম। আমায় মাপ কর ভাই, তোমরা সবাই! (হরিমতির প্রতি) আর আপনি—আপনাকে আমি কি ব'লবো—আমি যে ক্ষমা চাইবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি নে; বুঝ্‌তেই তো পাচ্ছেন—দয়া ক'রে যদি মাপ না করেন—

হরিমতি। ব্যস্ত হবেন না হেমবাবু, ব্যস্ত হবেন না! যদি এটুকু না সহ্য ক'রতে পারবো—তা হ'লে কি আপনাদের দয়ায় আজ যা হোক একটু নাম—

ফটিক। আর্টের ক্ষেত্র কোন দিনই নিরাপদ নয়! আপনাকে বেশী আর কি ব'লবো?

হেম। চলুন—চলুন, একটু ফাকা জায়গায় বেড়াই চলুন। দিয়েছি আমি খুব করে শুনেয়ে; এর পর থেকে দেখ্‌বেন—

নন্দ। খালি থ্রিল! আর সেনসেসন্‌!

সকলে। তাই চল—তাই চল! *ফটিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান*

ফটিক। তোষক-চাপা নাচের পরিকল্পনা বোধ হয় আজো সৃষ্টি হয় নি। মন্দ নয়। একটা নতুন আইডিয়া পাওয়া গেল। *প্রস্থান*

তৃতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবন—যমুনা-তট

ঘাটে কেহ পূজা করিতেছে, ছেলেরা জলে খেলা করিতেছে, লোকজন যাত্রী সকলে কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা স্নান করিয়া যাইতেছে।

পাড়ে বসিয়া ভিখারী গান গাহিতেছিল

গীত

সজনি, কো কেহ আওব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পাওব,
মঝু মনে নাহি পাতিয়াই॥

এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ দিবস দিবস করি মাসা—
মাস মাস করি, বরিখ গোঙায়লুঁ, ছোড়লু জীবনকা আশা॥
বরিখ বরিখ করি সময় গোয়াঙলুঁ খোয়লুঁ এ তনু আশে,
হিম-কর কিরণে, নলিনী যদি জারব, কি করব মাধবি মাসে!
অঙ্কুর-তপন তাপে যদি জারব, কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবনে বিরহে গোঙায়ব, কি করব সো পিয়া নহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরযুবতী, অব নাহি হোত নিরাশ।
সে ব্রজ-নন্দন হৃদয় আনন্দন ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ॥

ভিখারীকে কেহ ভিক্ষা দিল, কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের শত নাম করিতে করিতে চলিয়া গেল। শিবানীর স্নান হইয়াছে, মাথা মুছিয়া কলসী মাজিতেছে; শান্তি একটী ছেলেকে কোলে করিয়া প্রবেশ করিল। নাম তার অমূল্য; সঙ্গে তার দূর সম্পর্কীয় জা জীবনতারা

শান্তি। দেখ দিদি, কেমন ঠাণ্ডা, অচেনা ছেলেটীকে কোলে ক'রেছি- কাঁদে না।

জীবনতারা। বোধ হয় কোন অনাথ-দুঃখীর ছেলে হবে।

শান্তি। খোকা, তোমার বাড়ী কোথায়?

অমূল্য। আমায় ছেড়ে দাও, আমি মার কাছে যাব।

শান্তি। কই তোমার মা?

অমূল্য। ঐ যে!

ঘাটের সিঁড়ির উপর শিবানীকে দেখাইয়া দিল

জীবন। এই ঘাটেই বুঝি ওর মা আছে।

অমূল্যকে ক্রোড়ে লইয়া শান্তি ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল

অমূল্য। ঐ আমার মা!

শিবানী। পোড়াকপালে ছেলে—একা এসেছ? (অমূল্য শান্তির কোল হইতে নামিয়া পড়িল, নড়া ধরিয়া) চল্—বাড়ী চল্।

শান্তি। তোমার ছেলে?

শিবানী। হ্যাঁ।

শান্তি। দিব্যি ছেলেটী! (পুনরায় কোলে লইয়া চুমা খাইল; শিবানীকে জিজ্ঞাসা করিল) তোমার বাড়ী কোথায় ভাই?

শিবানী। (চমকিয়া দাঁড়াইল এবং শান্তির আপাদমস্তক দেখিল—পরে বলিল) এই ঘাটের উপরেই আমাদের বাড়ী। আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?

শান্তি। আমাদের বাড়ী লক্ষ্মীপুরে। আচ্ছা ভাই, তোমরাও কি এখানে তীর্থ ক'রতে এসেছ?

শিবানী। না; এইখানেই আমাদের বাড়ী।

শান্তি। বাপের বাড়ী না শ্বশুরবাড়ী ভাই?

শিবানী। বাপের বাড়ী।

শান্তি। বাপের বাড়ী? তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায় ভাই?

শিবানী। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) জানি নে।

শান্তি। আমার নাম ভাই, শান্তি। তোমার নাম কি ভাই?

শিবানী। শিবানী।

শান্তি। আমরা ভাই বামুন, তোমরা ?

শিবানী। (ঈষৎ হাসিল) আমরাও বামুন।

শান্তি। এই ঘাটের উপরেই তোমাদের বাড়ী ব'ল্লে না ?

শিবানী। হ্যাঁ।

শান্তি। তোমাদের বাড়ী যদি যাই, তোমরা তাড়িয়ে দেবে না ভাই ?

শিবানী। লোকের বাড়ী গেলে কি তাড়িয়ে দেয় আপনাদের দেশে ?

শান্তি। আজ বেলা হ'য়েছে। কাল এম্‌নি সময় আবার নাইতে আস্‌বো। তুমি যদি এসো ভাই, তোমাদের বাড়ী যাব, কি বল ভাই ?

শিবানী। বেশ তো। যেও !

শান্তি। আমি বড্ড ছেলে ভালবাসি ভাই! কাল ঠিক তোমাদের বাড়ী যাব। কাল ঠিক আস্‌বে তো ? কি বল ভাই—এই ঘাটে ? তোমাদের বাড়ীতে আর কে আছেন ভাই ?

শিবানী। মা আর খোকা।

জীবন। তা যেও গো, একদিন আমাদের বাসায়। শান্তির আমাদের দয়ার শরীর।

শিবানী এই মন্তব্যে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। একটু অবজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখিয়া চলিতে নাগিল) শান্তি তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া সলজ্জভাবে জনান্তিকে তাহাকে বলিল—

শান্তি। ওঁর কথায় তুমি কিছু মনে ক'রো না ভাই, আমায় মাপ করো।

শিবানী। (মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিল মাত্র; সে প্রশান্তভাবে উত্তর দিল) কিছু না।

শান্তি। (শিবানী পুনরায় চলিয়া যাইতে লাগিল। শান্তি আবার

তাহার হাত ধরিয়া বলিল) আমার মাথা খাও, কাল আবার আস্‌বে তো—এম্‌নি সময় ?

শিবানী। (ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল)

শান্তি। (জীবনতারার প্রতি) ছিঃ মানুষকে কি এম্‌নি ক'রে ব'ল্‌তে হয় ? আমার এম্‌নি লজ্জা ক'চ্ছে—

জীবন। আমি মনে ক'রেছিলুম, কোন গরীব দুঃখী—

শান্তি। না না—কোন ভাল ঘরের মেয়ে নিশ্চয়—(শিবানী যে দিকে গিয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল) হাতে বালাও আছে—নোয়াও আছে ; কিন্তু মাথায় সিন্দূর তো দেখ্‌লুম না। পরণে সরু পাড় ধুতি—স্বামী আছেন কিনা—জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে সাহস হ'লো না। এর সঙ্গে ভাব ক'র্‌তে বড্ড ইচ্ছে হ'চ্ছে। চলো, দেখি ঠান্‌দিদিদের হ'ল কিনা ?

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বৃন্দাবন—শ্যামাকান্তের বাসা বাটী

শ্যামাকান্ত ও বৈকুণ্ঠ

শ্যামাকান্ত। আমার হ'য়েছে চোরের মা'র কান্না—বুঝেছ বৈকুণ্ঠ ! বিপিনের চিঠি শুন্‌লে—এখন আমায় কি ক'র্‌তে বল ?

বৈকুণ্ঠ। এই তো ক'মাস তীর্থে তীর্থে ঘুর্‌লে—দেখ্‌লে তো, শান্তি সেখানেও নেই—এখানেও নেই। এই জন্যই তোমায় বাড়ী থেকে বেরুতে বারণ ক'রেছিলেম।

শ্যামা। বিশ হাজার টাকা খরচ ক'রেছে ভূত ভোজনে—পার্টি দিয়ে ! এই সব ম্লেচ্ছাচার আমি বেঁচে থাক্‌তে—আমার ভিটেয় !

বৈকুণ্ঠ। বিপিন তো লিখেছে, ভাদ্র পূর্ণিমায় নূতন মন্দির, অতিথশালা, ডাক্তারখানা সব শেষ হ'য়ে যাবে; সেই সময় ফেরবার জন্য আমাদের বিশেষ তাগিদ্ দিয়েছে।

শ্যামা। আমায় বেঁধে মারছে—বেঁধে মারছে! রজনীর চিঠিতে তো কাল দেখেছ—কুলাঙ্গার জেলায় গিয়ে আমার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদার খাতায় সই ক'রে এসেছে—আমি রাজা খেতাব পাব—এই জন্যে! বিষয় আমি বেঁচে থাকতেই হরির লুট হ'য়ে যাবে—দেখ্ছ কি! আমায় ফিরতে ব'ল্ছ? আমি সব সইতে পারি, কিন্তু আমার শান্তিমাকে যে অনাদর করে, তা সইতে পারি না; সেই জন্যই মাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলুম। আবার সেই আগুনের মাঝখানে মাকে আমার নিয়ে গিয়ে কেমন ক'রে ফেল্বো!

বৈকুণ্ঠ। অদৃষ্টের আঘাত হাত দিয়ে তো কেউ নিবারণ ক'রতে পারে না!

শ্যামা। নাম ক'রতে ঘৃণা হয়! আমরা এই এতদিন এসেছি, একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখ্তে ফুরসৎ হয় নি, না আমাকে—না আমার মাকে। আমি বুদ্ধির দোষে শুধু নিজের সর্ব্বনাশ করি নি—সর্ব্বনাশ ক'রেছি রজনীর—সর্ব্বনাশ ক'রেছি শান্তির—সর্ব্বনাশ ক'রেছি হেমের! গরীবকে এনে রাজতক্তে বসিয়েছি, সে তক্তের গরম তার সইবে কেন ভাই!

বৈকুণ্ঠ। সেও তার ভাগ্য!

শ্যামা। আমি বাড়ীই যাব, রজনীর হাতে ধ'রে ব'ল্বো—'রজনী, ভাইরে, আমায় মাপ করো।' হেমকে পোষ্য নিয়েছি, ধর্ম্মে পতিত হব না, আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি দানপত্র লিখে দেবো শান্তিকে—আর অর্দ্ধেক থাকবে তার। আর আমি!—'রাজা' খেতাব গলায়

ঝুলিয়ে দেশের লোককে ব'লে বেড়াবো—"বংশের নাম রাখতে, বিষয় বজায় ক'র্‌তে কেউ যেন কখনো পোষ্যপুত্র না নেয়!"

পূজার ফুল ও পঞ্চপাত্রে চরণামৃত লইয়া শান্তির প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। কি মা, নেয়ে ঠাকুর দর্শন ক'রে এলে? হাতে কি নির্ম্মাল্য আর চরণামৃত?

শান্তি। হ্যাঁ পুরুতকাকা! জ্যাঠাম'শায়ের জন্যে—আপনার জন্যে নিয়ে এলাম। (শান্তি শ্যামাকান্তের মাথায় ও বৈকুণ্ঠের মাথায় পূজার ফুল ঠেকাইল) কাকা, চরণামৃত এখন খাবেন না রেখে দেব?

বৈকুণ্ঠ। পূজা-আহ্নিক হ'য়েছে মা, এখনি দাও; ও তো রেখে দেবার নয় মা!

শান্তি উভয়কেই চরণামৃত দিল এবং উভয়কেই প্রণাম করিয়া বলিল—

শান্তি। দাঁড়ান, আমি হাত ধোবার জল নিয়ে আসি।

শান্তির প্রস্থান

শ্যামা। লক্ষ্মী আর কাকে বলে—অন্নপূর্ণা আর কাকে বলে? যদি বিনোদ না জন্মে শান্তির মত একটা মেয়েও জন্মাতো, তা হ'লে এ যন্ত্রণা আর ভোগ ক'র্‌তে হ'তো না! এ কি হ'চ্ছে জানো আমার? কামারশালে লোহা পুড়িয়ে হাতুড়ীর ঘা মেরে মেরে তাকে সোজা ক'চ্ছে! আর কত সহ্য হয়!

বৈকুণ্ঠ। ভগবান এম্‌নি ক'রে পুড়িয়েই খাঁটি ক'রে নেন, তবে তাতে ধার হয়—মায়ার বাঁধন কাটে। (জল লইয়া শান্তি পুনঃ প্রবেশ করিল এবং উভয়ের হাতে জল দিল) মা! তোমার বাবা, আমাদের বিপিন যে, আমাদের বাড়ী ফের্‌বার জন্যে লিখ্‌ছেন? সেখানে মন্দির, ডাক্তারখানা, অতিথিশালা, কব্‌রেজখানা সব যে শেষ হ'য়ে এসেছে?

শান্তি। শেষ হ'য়ে এসেছে? বেশ—বেশ! জ্যাঠাম'শায়, তা হ'লে আমরা কবে বাড়ী যাব?

শ্যামা। ছেলের হাত ধরে' তুমিই নিয়ে এসেছ মা, তুমি নিয়ে গেলেই আবার যাব। সে তোমার পুরুতকাকার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তুমিই ঠিক কর।

বৈকুণ্ঠ। আজ কোন্ ঘাটে নাইতে গিয়েছিলে মা?

শান্তি। কেশী-ঘাটে। জ্যাঠাম'শায়, আজ ঘাটে একটী বাঙ্গালীর মেয়েকে দেখে এলাম—আহা! কি তার রূপ! কিন্তু সে বড় দুঃখী!

শ্যামা। দুঃখী—আহা!

শান্তি। তার মা আর একটী ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই।

শ্যামা। বটে! তা হ'লে সত্যিই বড্ড কষ্ট তো।

শান্তি। হ্যাঁ জ্যাঠাম'শায়, কষ্ট নয়?

বৈকুণ্ঠ। হ্যাঁ বড্ড কষ্ট বই কি! মেয়েটী বুঝি বিধবা?

শান্তি। কি জানি, সে কথা তাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পার্‌লুম না; হাতে নোয়াও আছে—বালাও আছে। তাতেই তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে, এক হাত গয়না প'র্‌লেও অমন মানায় না! আর কী সুন্দর তার মুখখানি!

বৈকুণ্ঠ। পাগ্‌লি তার হ'য়ে খুব ওকালতি ক'চ্ছে শ্যামাকান্ত—বুঝেছ?

শ্যামা। (স্নেহের হাসি হাসিয়া) তাকে কি দিতে হবে মা? সে তোমার কাছে এসেছে বুঝি?

শান্তি। (অপ্রতিভ হইয়া) না না জ্যাঠাম'শায়, সে আস্‌বে কেন? সে তো খুব গরীব নয়। সে কিছুই চায় না।

বৈকুণ্ঠ। চায় না?

শান্তি। না, তার ধরণটা খুব উঁচু, বুঝেছেন কাকা! আচ্ছা জ্যাঠাম'শায়, আমি যদি স্নান ক'র্‌তে গিয়ে তাদের বাড়ী যাই, তাতে কোন দোষ হয় কি?

বৈকুণ্ঠ। মা কি তাদের বাড়ীর খবরও নিয়ে এসেছ না কি?

শান্তি। ঠিক ঘাটের উপরেই যে তাদের বাড়ী ব'ল্লে। তাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। তাদের বাড়ী গেলে কোন দোষ আছে কি?

শ্যামা। কেন মা! দোষ কিসের? দোষের হ'লে কি তুমি যেতে চাইতে মা? বেশ তো যেও, কাকেও সঙ্গে নিয়ে যেও।

শান্তি। জ্যাঠাম'শায়, পুরুতকাকা, আমি জায়গা ক'রতে যাচ্ছি, দেরী ক'রবেন না যেন—ভাত জুড়িয়ে যাবে।

শান্তির প্রস্থান

শ্যামা। বুকের ভেতর আগুন জ্বলে, আর মা এসে তাতে শান্তিজল ঢেলে দেয়! বৈকুণ্ঠ, আমি যদি শান্তিকে না পেতেম, এতদিন রাস্তায় রাস্তায় পাগল হ'য়ে বেড়াতেম ভাই, বিনোদের শোকে। আশ্চর্য্য, এখনো ক্ষিদে হয়! এখনো অন্নে অরুচি হ'লো না! চলো—নৈমিত্তিক কাজ সেরে আসি।

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বৃন্দাবন

সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ী—শিবানীর শয়ন-কক্ষ

ঘরে সামান্য কিছু আসবাব আছে, কাঠের সিন্দুক ইত্যাদি জানালার ধারে একখানি জীর্ণ খাটে শিবানী শুইয়াছিল। জানালা হইতে যমুনার পর-পারের গাছপালা সব দেখা যায়। শিবানী খাটে শুইয়া বালিসের উপর তাহার চুল খুলিয়া রাখিয়াছিল, বাতাসে শুকাইবে বলিয়া। তাহার ছেলে অমূল্য মেঝেয় দাঁড়াইয়া তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া আবদার করিতেছিল। ঘরের মেঝেয় তাহার কত খেলনা ছড়ান।

অমূল্য। মা, দিদিমা যাব—মা, দিদিমা যাব।

শিবানী। যাবে বাবা, এসো ঘুমুবে এস—

অমূল্য। ঘুম্‌বো না—আমার দিদিমা আছে, মাসীমা আছে, মা আছে, কত আছে—দিদিমা আছে, মাসীমা আছে—

শিবানী। তুমি বকো, আমি ঘুমুই, আমায় জ্বালাতন ক'রো না।

অমূল্য। আমি ঘুম্‌বো না, আমি দিদিমা যাব, ওঠো না! (চুল ধরিয়া টানিল) ওঠো না—ওমা!

শিবানী। ওঃ লাগে—লাগে! দুষ্টুমি ক'র্‌ছো? তবে ম'রে যাই?

অমূল্য। না মরো না, আমি কাঁদ্‌বো।

শিবানী। না বাবা, কেঁদো না, আমি ম'র্‌বো না; শোবে এস, একটু ঘুমুবো না?

শান্তির প্রবেশ

শান্তি। কি ভাই! একলাটি ব'সে আছ? না—অমূ এখানে!

শিবানী। এস, ব'স!

শান্তি। (অমূল্যকে কোলে লইয়া) তোমার ছেলেকে নিয়ে যাই?

শিবানী। বেশ তো, যাও না।

শান্তি। খোকন, আমাদের বাড়ী যাবে? আমার কাছে থাক্‌বে?

অমূল্য। আমি মা যাব, দিদিমা যাব (কোল হইতে নামিল) মা, আমি বৌ-পাখী নিইগে।

প্রস্থান

শিবানী। নীচেয় নেম না। বারান্দায় খেলা কর গে।

শান্তি। গিন্নীরা গেলেন তোমাদের ঐ ঘাটে গা ধুতে। আমি পালিয়ে এলুম।

শিবানী। বেশ ক'রেছ। আজ তোমার জন্যে পান আনিয়ে রেখেছি। তুমি বড্ড পান ভালবাস না!

শান্তি। কেন আমার জন্যে আবার পান আনাতে গেলে ভাই, নিজে যখন তুমি খাও না!

শিবানী। তা হোক! তুমি জন্ম জন্ম খাও।

শান্তি। দেখ, আমি জ্যাঠাম'শাইকে ব'লেছিলুম। তিনি ব'ল্লেন, তিনি চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বেন! তা হ্যাঁ ভাই, তাঁর কোন ফটো-টটো নেই?

শিবানী। না, তাঁর কোন ফটো নেই, তবে তাঁর মার একখানি ফটো আর তাঁর একটী আংটি আমায় যত্ন ক'রে রাখ্‌তে ব'লেছিলেন। সেই দু'টী আছে।

শান্তি। কোন' চিঠি? হাতের লেখা?

শিবানী। না। সেই সর্ব্বনেশে চিঠি ছাড়া আর তো কখনো চিঠি দেন নি! হাতের লেখা? না, তাও নেই।

শান্তি। সে চিঠিখানা পেলেই হবে।

শিবানী। আচম্‌কা মাথায় বাজ প'ড়লো। তখন কি কারো আর হুঁস্‌ ছিল। রতন চিঠি প'ড়েছিল, আমি তখন তো মরা, কোন জ্ঞান নেই; তার পর নেয়ে ফিরে এসে এত খুঁজলুম—সে চিঠি আর পেলুম না।

শান্তি। আহা—সেখানা থাক্‌লেও অনেকটা বোঝা যেতো; কি রকম তাঁর চেহারা, কত বয়েস, কি নাম, এসব খবরের কাগজে লিখতে হ'বে কি না? জ্যাঠামশায় ব'ল্লেন, তবে তো খোঁজ হবে!

শিবানী। দেখতে—দেখতে (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) অমূরই মত। অম্‌নি কপাল, অম্‌নি চোখ, অম্‌নি হাতের গড়ন। আমাকে ত্যাগ ক'র্‌তে পেরেছিলেন—যদি অমূকে দে'খতেন—তাহ'লে কি যেতে পার্‌তেন!

শান্তি। তোমার ঠিক মনে হয় তিনি বেঁচে আছেন?

শিবানী। নইলে আমার সব ঘুচেছে, হাতের এ নোয়া খুলি নি কেন? খুলতে পারি নি! নেয়ে উঠলুম, থান পʼরতেই হয়, তাও পʼরলুম, মাতুমাসী হাতের চুড়ী ভেঙ্গে দিলেন, শাঁখা ভেঙ্গে দিলেন, নোয়ায় যেই হাত দিয়েছেন, বুকের ভেতর কে যেন নাড়া দিয়ে বʼলে উঠ্‌লো—কʼরছিস্ কি—কʼরছিস্ কি? সে যে এখনো বেঁচে—সে যে এখনো বেঁচে!

শান্তি। বল কি?

শিবানী। খুল্‌তে দিলুম না। জোর কʼরে ডান হাত দিয়ে নোয়া চেপে রইলুম; চোখ বুজে এলো, দেখি, আমার বুকের ভেতর সেই মুখ—চোখ দু'টী তাঁর ছল্ ছল্ কʼরছে; চোখ মেলে দেখি—যমুনার জলের ভেতর সেই মুখ—যেন অসুখে শুকিয়ে গেছে; সূর্য্যের দিকে চেয়ে দেখি—সেই মুখ, অভিমানে লাল হʼয়ে উঠেছে! নোয়া খুল্‌তে পারলুম না। শুধু হাত—রুক্ষ মাথা—থান পরা দেখে ছেলেটা কঁকিয়ে কেঁদে উঠলো—আর কোলে আসে না, তার পর থেকেই এই বেশ! আমার বিশ্বাস শান্তি, তিনি বেঁচে আছেন—বেঁচে—আছেন—বেঁচে আছেন!

শান্তি। তাঁর নামটী তো চাই ভাই!

শিবানী। মুখে তো বʼল্‌তে পারবো না, তোমায় লিখে দেবো।

শান্তি। তাই দিও। তারপর কথা আছে—কাল আমাদের ওখানে তোমার পায়ের ধূলো দিতে হবে। সেটি ভুল্‌বে না তো ভাই! কাল আমি ঠিক গাড়ী পাঠিয়ে দেবো—বেলা দশটায়। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) হ্যাঁ, তাঁর মা'র সেই ফটো আর আংটিটাও নিয়ে যেও ভাই, ভুলো না।

শিবানী। যাব, কিন্তু—

শান্তি। কি?

শিবানী। বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি। তুমি আমায় ভালবাসো, আমার উপকার ক'র্‌তে চাচ্ছ, কিন্তু বোন্‌, আমার কপাল মন্দ, যদি বিপরীত হয়, যদি আমার এ বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়, যদি সত্যই জান্‌তে পারি—আমি বিধবা—

শান্তি। (ব্যস্ত হইয়া) না ভাই, ও কথা ব'লো না ; নিশ্চয় তিনি বেঁচে আছেন।

শিবানী। তাই বলো ভাই, তাই বলো, সত্যি হোক, মিথ্যা হোক—বলো—তিনি বেঁচে আছেন, তিনি আস্‌বেন, আমি বিধবা নই—বিধবা নই!

শান্তি। তুমি ব'সো, তোমায় আর আস্‌তে হবে না। তুমি কেঁদো না, ভগবান কি এত নিদয় হবেন! আসি ভাই।

শান্তির প্রস্থান

শিবানী। উঃ! ভগবান! (চোখের জল মুছিয়া) খোকা কোথায়? খোকা—খোকা—

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

বৃন্দাবন—শ্যামাকান্ত চৌধুরীর বাসা বাটী

শ্যামাকান্ত একা দর-দালানে পাইচারি করিতেছিলেন

শ্যামা। বৈকুণ্ঠ এখনো ফির্‌চে না কেন? গাড়ী রিজার্ভের খবরটা না পেলে নিশ্চিন্ত হ'তে পাচ্ছি না। রিজার্ভ যদি না দেয় তো ন'ড়তেই পারবো না। ওরে নিধে, নিধে!

নেপথ্যে নিধিরাম। হুজুর!

নিধিরামের প্রবেশ

শ্যামা। ওরে, ছুটে একবার মোড়টায় দেখ্ না—ভট্‌চায্যি ঠাকুর আস্‌ছে কিনা ?

নিধি। যে আজ্ঞে।

নিধিরামের প্রস্থান

শ্যামা। বেশী দিন বেঁচে থাকার চেয়ে মহাপাপ আর নেই! আবার দেশে ফির্‌তে হবে—সেই বাড়ী—সেই ঘর! যে ঘরে সে খেতো—যে ঘরে যে ঘুমুতো—যে ঘরে সে পড়্‌তো! পোষ্য নিলেম—শান্তিকে ঘরে আন্‌লেম, ভোলবার জন্য তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালেম, কিন্তু ভুল্‌তে পার্‌লেম কই ? হেমের ব্যবহার শুধু তাকেই মনে করিয়ে দেয়, বিনোদ—বিনোদ—

অমূল্যকে কোলে লইয়া শান্তির প্রবেশ

শান্তি। জ্যাঠামশায়, পুরুতকাকার দেরী হবে, আপনার জায়গা করে দিই ?

শ্যামা। হ্যাঁ তাই দাও, সে কখন আস্‌বে! বড্ড বেলা হ'য়েছে কি ?

শান্তি। হ্যাঁ জ্যাঠাম'শায়, একটা বেজে গেছে।

শ্যামা। বেশ—এইখানেই জায়গা ক'রে দাও মা!

শ্যামাকান্ত এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই, শান্তির ক্রোড়ে অমূল্যকে দেখিয়া

এই যে মা, গণেশজননী হ'য়েছ ? এ ছেলেটী কাদের মা ?

শান্তি। (একটু হাসিয়া) সেই যে মেয়েটী, শিবানী, যার কথা আপনাকে ব'লেছিলুম, তাকে আজ বাড়ীতে নেমন্তন্ন ক'রেছি না, ছেলেটী তারই। বেশ সুন্দর ছেলে, না জ্যাঠাম'শায় ?

শান্তি কোল হইতে তাহাকে নামাইয়া দিল

অমূ। আমার মা!

শান্তি। আছেন—বাড়ীর মধ্যে! (শ্যামাকান্তের প্রতি) কেমন মিষ্টি কথা কয়, এরই বাপের খোঁজ নেবার জন্যে আপনাকে ব'লেছিলুম।

শ্যামা। (দেখিয়া ছেলেটীর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন; ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন—তাঁহার কি যেন মনে পড়িল; বলিলেন) চোখে 'যে ভাল দেখ্‌তে পাই না! দেখি—আমার চোখ যে সে অন্ধ ক'রে দিয়ে গেছে! আমার চশমা—(শ্যামাকান্ত ব্যস্ত হইয়া পকেটে হাত দিলেন—চশমা পাইলেন না) দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমি ভাল ক'রে দেখ্‌বো—আমার চশমা—চশমা?

চশমা আনিবার জন্য দ্রুত অন্য ঘরে গেলেন। অমূল্য শ্যামাকান্তের ব্যস্ততা দেখিয়া ভয় পাইয়াছে। শান্তিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—

অমূ। আমি এখানে থাক্‌বো না, আমার ভয় করে।

শান্তি। ভয় কি বোকা ছেলে, আমি যে তোমার মাসীমা!

শ্যামাকান্তের পুনঃ প্রবেশ

শ্যামা। (চোখে চশমা দিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অমূল্যকে দেখিলেন—তাঁহার বুকখানা দুলিয়া উঠিল) এঁ্যা—এঁ্যা তারি মত তো—তারই মত তো! মা, মা—একে কোথা থেকে নিয়ে এলি মা! আমার বুকের ভেতর যে তার ছোট্ট মুখখানি! ওমা! সে মুখ এ কোথায় পেলে? আমার তিন বছরের বিনু—আমার সেই ছোট্ট বিনু! না না—আমি পাগল হই নি—পাগল হই নি! আমি ঠিক আছি! পাগলের কাণ্ড দেখে অবাক্ হ'য়ে গেছ মা?

শান্তি। না জ্যাঠাম'শায়!

শ্যামা। (হাসিয়া) ভুলিয়ে দিয়েছিল—ভুলিয়ে দিয়েছিল! বুড়ো

মানুষ, দিনরাতই যে তার সকল বয়সের মুখ—এই বুকের ভেতরে! বাঃ বাঃ দিব্যি মুখ—চাঁদের মত মুখ। এসো তো দাদা, কাছে এসো তো—একবার আমার কাছে এসো তো!

শ্যামাকান্ত কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইল

শান্তি। যাও না—ভয় কি—যাও, কত ভালবাস্‌বেন, তোমায় কত খেল্‌না দেবেন।

অমু। কই খেল্‌না? (হাত বাড়াইল)

শ্যামা। ঠিক সেই হাত—ঠিক সেই হাত! দেখ মা, দেখ—কি আশ্চর্য্য মিল! না, তুমি জানো না—তুমি জানো না—তুমি তাকে তো দেখ নি। আমার কি চোখের ভুল?

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। গাড়ী ঠিক আছে। ওঃ—বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে।

শ্যামা। এই ঠিক হ'য়েছে। বৈকুণ্ঠ—বৈকুণ্ঠ, খোকার হাতখানি দেখ তো, ভাল ক'রে দেখ ভাই, ঠিক তার হাতখানির মত নয়? বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? নির্ব্বোধ! পরের ছেলে কি না তাই, মনে থাকবে কেন, মনে থাকবে কেন? বিনু—বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? আমার বিনুর মত—তেম্‌নি মুখ—তেমনি চুল—তেমনি কপাল! বৈকুণ্ঠ—বৈকুণ্ঠ—বিধাতার এমন সৃষ্টিও হয়!

বৈকুণ্ঠ। হ্যাঁ, তাই তো! ঠিকই ব'লেছ!

শ্যামা। ঠিক নয়? ঠিক! কিন্তু—না—বড্ড অসংযত হ'য়েছি—বড্ড অসংযত হ'য়েছি। হায় রে বাপের মন! (আনন্দ-উৎফুল্ল মুখে) তোমার নামটী কি আমায় বল তো দাদা!

অমু। (ধীরে ধীরে বলিল) অমূল্যকুমার চৌধুরী—

শ্যামা। অমূল্যকুমার চৌধুরী—তোমার বাবার নাম কি জানো খোকা?

শান্তি। আমি জেনেছি, তাঁর নাম ছিল নীরদকুমার চৌধুরী, তাঁরাও বারেন্দ্র শ্রেণী। (আঁচল হইতে কভারে মোড়া ছবি ও আংটি বাহির করিয়া) তাঁর দেশ তো ব'লতেন না, জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে ব'লতেন—'অজ্ঞাতবাস'। এই হীরের আংটিটি আর এই ছবিখানি রেখে গিয়েছিলেন—এ হ'তে যদি সন্ধান ক'র্‌তে পারা যায়, তাই আমি চেয়ে এনেছি। (শান্তি ফটোখানির মোড়ক খুলিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল) এ কি? এ শিবানীর শাশুড়ীর ছবি হ'তে যাবে কেন—এ যে জ্যাঠাইমার ছবি!

শ্যামা। কি—কি—কি ব'ল্লে মা—কার—কার? কৈ? দেখি—দেখি—(দেখিয়া) বৈকুণ্ঠ! বৈকুণ্ঠ!

ফটোখানি লইয়া দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাত দুইটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং ফটোখানি মাটিতে পড়িয়া গেল

বৈকুণ্ঠ। (শ্যামাকান্তকে তদবস্থ দেখিয়া ধরিয়া) শ্যামাকান্ত—শ্যামাকান্ত!

শ্যামা। ঝাপ্সা—ঝাপ্সা দেখ্‌ছি যে! ঠিক কি দেখেছি? ঠিক কি দেখেছি? বৈকুণ্ঠ—বৈকুণ্ঠ—দেখ তো—দেখ তো।

তাড়াতাড়ি ফটোখানি কুড়াইয়া বৈকুণ্ঠের সাম্‌নে ধরিল

শ্যামা। বিনোদের গর্ভধারিণীর ছবি—নয়—নয়?

বৈকুণ্ঠ। (ছবি দেখিয়া) হ্যাঁ বড় বউমারই তো!

শান্তি। (তাড়াতাড়ি আংটি দিয়া) দেখুন দেখি—আংটিটা?

শ্যামা। (তড়িতবৎ চমকিয়া উঠিলেন) আংটি! ঠিক কথা—বিনোদের

গর্ভধারিণীর হীরের আংটি দিনরাত তার হাতে থাক্‌তো, মৃত্যুশয্যায় তিনি যে বিনোদকেই দিয়ে গিয়েছিলেন! দেখ তো—দেখ তো—তাঁর নাম লেখা আছে কি না?

শান্তি। আছে—'ভুবনমোহিনী'—

শ্যামা। (পুলক-কম্পিত হইয়া) আছে? ভুবনমোহিনী! (শ্যামাকান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া অমূল্যকুমারকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন—তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন) ওরে আমার সাত রাজার ধন মাণিক, ওরে আমার অমূল্য নিধি—তোরে কোন্ বুকে রাখি রে—কোন্ বুকে রাখি! (বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া) বৈকুণ্ঠ—বৈকুণ্ঠ—আহা! বুক জুড়িয়ে গেল—বুক জুড়িয়ে গেল! এ যে আমার বিনোদের ছেলে—আমার বিনোদের ছেলে।

শান্তি ইতিমধ্যে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছিল। অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতা-প্রায় শিবানীকে ধরিয়া পুনঃপ্রবেশ করিল

শিবানী। (শ্বশুরের পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িল। অস্ফুট ক্রন্দন-জড়িত স্বরে বলিল) আমি যে তাঁকে হারিয়েছি—আমি যে তাঁকে হারিয়েছি!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লক্ষ্মীপুর—শ্যামাকান্ত চৌধুরীর কক্ষ

দোতালায় বসিবার ঘর

বিপিন ও শ্যামাকান্ত চৌধুরী

বিপিন। আগুন যে ভাবে ধোঁয়াচ্ছে, অনর্থপাতের দেরী হবে না। আমি তো আর সাম্‌লাতে পারি না। আমায় রেহাই দিন; অনেকদিন আপনার নুণ খেয়েছি, এখানে থেকে সব যে ধ্বংস হবে—সেটা আর চোখে দেখ্‌তে পারবো না।

শ্যামা। আমাকে দেখ্‌তেই হবে, আমাকে তো রেহাই দেবার কেউ নেই; বেশ—এক কাজ কর; আমাকে খানিক বিষ এনে দাও, তুমিও রেহাই পাও, আমিও রেহাই পাই।

বিপিন। শুধু আপনার মুখ চেয়েই, আপনার মুখ থেকে আজ এই কথা শুন্‌তে হ'লো। যেদিন হেমবাবুকে পোষ্য নেন, সেইদিন যদি ছুটি নিতাম, তাহ'লে আজ একথা শুন্‌তে হ'তো না।

শ্যামা। এটাও তিরস্কার—বুঝেছ বিপিন, পোষ্য নিয়ে যে ভুল ক'রেছিলেম, তার তিরস্কার! অন্যায় ক'রেছিলেম ব'লেই তো আজ একথা ব'ল্‌তে সাহস ক'চ্ছ!

বিপিন। বিনোদবাবুর স্ত্রী আর ছেলের সম্বন্ধে, যা মুখে আসে তাই

বলেন—লোকজন মানেন না—কর্ম্মচারী মানেন না। বলুন এ আর কতদিন সহ্য ক'রবো ?

শ্যামা। বেশী দিন নয়, অনেক ক'রেছ, আর ক'টা দিন থেকে যাও। অধর্ম্ম ক'রেছি, বুঝেছ বিপিন—অধর্ম্ম ক'রেছি। পূর্ব্বের শ্যামাকান্ত আর আমি নেই; নইলে এই অত্যাচার এম্‌নি ক'রে সহ্য করি! দু'দিন অপেক্ষা করো; রজনীকে দিয়ে হবে না, অন্য উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, শান্তির একটা ব্যবস্থা ক'রে, বড় বউমা আর অমূল্যধনকে নিয়ে এখান থেকে পালাবো। এতদিন পারি নি—কেবল আমার শান্তিমার জন্যে। কি ক'র্‌বো ? আমার অমূল্যধনও যেমন—শান্তিমাও তেম্‌নি। তাকে তো আর এ আগুনের কুণ্ডে ফেলে রেখে পালাতে পারি না।

হেমেন্দ্রের প্রবেশ

হেমেন্দ্র। আপনারা দু'জনেই আছেন, ভালই হ'য়েছে। আমি আজই এর একটা হেস্তনেস্ত ক'র্‌তে চাই।

শ্যামা। তোমার আচরণে আমিও ব্যতিব্যস্ত হ'য়েছি; কিসের হেস্তনেস্ত ক'র্‌তে চাও—বলো ? আমিও পারি না।

হেমেন্দ্র। কোথা থেকে দু'টো ছোটলোক মেয়েমানুষ বাড়ীতে আন্‌লেন—

শ্যামা। কি ব'ল্‌ছ ? কার সাম্‌নে কথা ক'চ্ছ তা জানো ? আর কাকে লক্ষ্য ক'রে ?

হেমেন্দ্র। কার ছেলে তার ঠিক নেই—

শ্যামা। সংযত হ'য়ে কথা কও হেম! কার ছেলে নয়—আমার বিনোদের ছেলে আর বিনোদের বউ।

হেমেন্দ্র। ক্ষেপেছেন আপনি!

বিপিন। আমার আর এখানে থাকা উচিত নয়—আপনাদের পিতা-পুত্রের কথা—আমরা কর্ম্মচারী, আমাদের না শোনাই ভাল। কর্ত্তাবাবু, আমায় মাপ ক'রবেন।

বিপিনের প্রস্থান

হেমেন্দ্র। ও বৃন্দাবনের গুণ্ডার দলের মাগী, ওরা সব জাল, ওদের আত্মীয় ব'লে স্বীকার ক'রলেও নিজেদের অপমান করা হয়। আপনি ওদের বিদেয় ক'রবেন কি না?

শ্যামা। (যন্ত্রণাব্যঞ্জক স্বরে) ওঃ—তারা—মাগো!

হেমেন্দ্র। বিদায় ক'রবেন কি না?

শ্যামা। যতক্ষণ এক ফোঁটা রক্ত দেহে থাকবে—ততক্ষণ নয়।

হেমেন্দ্র। তবে ওদের নিয়েই আপনি থাকুন; কিন্তু যে, একটা জাল ছেলে এনে আপনি আমার সর্ব্বনাশ ক'রবেন, তা আমি সইবো না। আপনি আমায় ঠকাবার চেষ্টা ক'রতে পারেন, আমিও দেখবো, আইন আমায় ঠকায় কি না!

শ্যামা। আমি তোকে ঠকাব? আমি তোকে ঠকাব? একথা তুই উচ্চারণ ক'রতে পারলি হেম—আমার সামনে? ওরে, আমি যে তাকে ভুলতে গিয়েছিলেম—তোকে অবলম্বন ক'রে! ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন—আমার সেই বিনুর ছেলে—তুই যে সেই বিনুর ছোট ভাই, তার ছেলের যে তুই অভিভাবক!

হেমেন্দ্র। ও সব আমি বুঝি।

শ্যামা। তোরা থাক্—তোরা থাক্—আমি তার হাত ধ'রে আবার বৃন্দাবনে যাই—আবার তীর্থে তীর্থে ঘুরি। ওরে—আমি ধর্ম্মের মুখ চেয়ে তোকেও ছাড়তে পারবো না—তাকেও ছাড়তে পারবো না। তুই বিষয় ভোগ কর—আর সে আমার সঙ্গে আমার কর্ম্মফল

ভোগ করুক! বিপিন—বিপিন—চ'লে গেছে! (হেমেন্দ্রের প্রতি) হেম, তোকে এ বাড়ী ত্যাগ ক'রতে হবে না। আমিই চ'লে যাব। তার ব্যবস্থা কচ্ছি—তার ব্যবস্থা কচ্চি!

শ্যামাকান্তের প্রস্থান

হেমেন্দ্র। এ সব ধাপ্পাবাজী! আমি আর বুঝি না? যোগেশ ঠিকই ব'লেছে, এ বাড়ীতে থেকে হবে না; এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে মামলা ক'রতে হবে; নইলে এর পর বিষয় হাত-ছাড়া হবেই। এ সব বুড়োর পাকা জমীদারী চাল! কোত্থেকে একটা কুড়ানো ছেলে নিয়ে এসে আমায় ফাঁকী দেবার মতলব!

শান্তির প্রবেশ

শান্তি। হ্যাঁগা, জ্যাঠামশায় অত রাগ ক'চ্ছিলেন কেন?

হেমেন্দ্র। ভালই হ'য়েছে, তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। রাগের হ'য়েছে কি? এরপর এমন কত রাগবেন।

শান্তি। কেন?

হেমেন্দ্র। সে সব অনেক কথা, ব'ল্লে বুঝ্‌তেও পারবে না; পরে শুনবে, আপাততঃ এ বাড়ী আমাদের ছেড়ে যেতে হবে।

শান্তি অবাক্ হইয়া হেমেন্দ্রের দিকে চাহিল

হেমেন্দ্র। হাঁ ক'রে চেয়ে রইলে কি? স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে? তবে শোনো—ঐ যে দু'জন স্ত্রীলোক এসেছে বৃন্দাবন থেকে তোমাদের সঙ্গে—আর একটা ছেলে—ওদের বাতাস আমার গায়ে সইবে না। আমি আজই এখান থেকে যাব, আর তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

শান্তি। না— না—অমন কথা আমায় ব'লো না, আমি এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে পার্‌বো না।

হেমেন্দ্র। বাপের বাড়ী ?

শান্তি। না।

হেমেন্দ্র। বাপের বাড়ীও না ?

শান্তি। না, বাবা তো যেতে বলেন নি, আর জ্যাঠামশায়—

হেমেন্দ্র। থামো—আমায় রাগিও না। জ্যাঠামশায়! এই অপমান সহ্য করে এখানে চাকর-দাসীর মতন প'ড়ে থাক্‌তে হবে ? তোমার লজ্জা করে না ?

শান্তি। না।

হেমেন্দ্র। (স্বগত) যোগেশ ঠিকই বলে—নিরেট মূর্খ, এর আত্মসম্মান বোধ নেই। (প্রকাশ্যে) এই লাথি-ঝাঁটা খেয়ে এখানে প'ড়ে থাক্‌তে—

শান্তি। ছিঃ ছিঃ—ও কি কথা ব'ল্‌ছ ? জ্যাঠামশায় ভালবাসেন, দিদি তো কিছুই বলেন নি ? তাও যদি হয়—সেও তো আমার সহ্য করাই উচিত। তাঁরা গুরুলোক।

হেমেন্দ্র। (ভূমে পদাঘাত করিয়া গর্জ্জিয়া) ওঃ—এড্ ম্যাও বার্ক—ন্যায়ের তর্ক ক'চ্চেন! রেখে দাও তোমার গুরুলোক। তুমি না যাও, থাকো—আমি চল্লুম! (গমনোদ্যত ও ফিরিয়া) না তোমাকেও যেতে হবে—তুমি আমার স্ত্রী—আমার আদেশ-পালনে বাধ্য। যাও প্রস্তুত হওগে।

শান্তি। আজ—এখনই ? না না আমায় একটু সময় দাও, জ্যাঠামশায়কে একবার—

হেমেন্দ্র। জ্যাঠামশায় তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বেন না, সে চেষ্টা ক'র্‌তে যেও না, তাতে অনর্থ-ই বাড়্‌বে। এ বাড়ীর সঙ্গে আমাদের দেনা-পাওনা মিটে গেছে, আমি আর কিছু শুন্‌তে চাই নে।

শান্তি। আজকে থাক্—তুমি বড্ড রেগেছ—আজকে থাক্।

হেমেন্দ্র। আজকে নয় কেন? কেন এ অপমান সহ্য ক'রবো? সত্যই তো, কুকুর তো নই! তুমি আমার সঙ্গে না যাও তো বুঝবো, তুমি যে আমায় ভালবাসো—সব মিছে। যাও, ভাল চাও তো—তৈরী হ'যে নাও গে।

শান্তি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল

হেমেন্দ্র। কি জানি—যাবে—না যাবে না! ভালমানুষ আছে, আর একটু জোর ক'রে ধ'রলে না বলতে পারবে না। যোগেশ বলে—স্ত্রীকে নোলকাচি দিতে নেই, ঠিক কথা। আজ্‌কে গিয়ে তো উঠবো রজনীবাবুর বাড়ী; কিন্তু সেখানেও থাকা হবে না—তিনি যদি না সাহায্য করেন। যাক্—ঝাঁপ দিয়ে তো পড়ি!

প্রস্থানোদ্যত

পশ্চাৎ হইতে শিবানীর প্রবেশ

শিবানী। ঠাকুরপো!

হেমেন্দ্র। (সহসা ফিরিয়া চকিতস্বরে) কে?

শিবানী। আমি অমূর মা। তোমার বড় ভাজ।

হেমেন্দ্র। ওঃ—আপনি—কি ব'লতে চান?

শিবানী। শুনলাম—তুমি আমার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাক্‌তে চাও না। আমি জানি না, এর কতখানি সত্য—কতখানি মিথ্যা! যদি সত্যই হয়, তাহ'লে তুমি কেন যাবে? আমি কে?—বল—আমি আবার সেই বনবাসে ফিরে যাই!

হেমেন্দ্র। (তীক্ষ্ণ শ্লেষপূর্ণ বিদ্রূপ হাস্যে বলিল) আপনার এ অভিনয় খুব চমৎকার! কিন্তু আমার কাছে এ সব কেন? নির্ব্বোধ শান্তিকে মুগ্ধ ক'রেছেন—সেই-ই ভাল।

তাহার মুখ সহসা রক্তবর্ণ ধারণ করিল; অপমানে তাহার সহজাত গর্ব্ব তাহার চোখে মুখে দীপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—

শিবানী। আমি মিথ্যা বলি নি, তুমি আমায় বিশ্বাস করো, আমি সেখানেই ফিরে যেতে চাই, সেই ভাঙ্গা কুঁড়েয়—সেখানে আমার সত্যকার অধিকার। আমি এ বাড়ীতে থাকৃতে চাই নে; আমি গরীবের মেয়ে—এ ঐশ্বর্য্যে আমার সুখ নেই, আমি একে ঘৃণা করি—সর্ব্বান্তঃকরণে একে আমি ঘৃণা করি! এ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অপমানের যে জ্বালা সহ্য কর্‌বার শক্তি আর যারই থাক্—আমার নেই—আমি এতে অভ্যস্ত নই—আমি এর যোগ্য নই। তবে কেন আমি তোমাদের সুখে কণ্টক হব? কে আমি? তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

হেমেন্দ্র। তা আমায় এ সব শোনাচ্ছেন কেন?

শিবানী। তুমি রাগ করো না ঠাকুরপো! ঠিক তোমায় আমি হয় তো সব কথা বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পার্‌বো না; সত্যই আমি তোমার অংশীদার হ'তে পারি নে—অংশীদার হ'তে আসি নি—আমি কে? তবে অমু? সে অনেক দূরের কথা। আগে সে মানুষই হোক—বেঁচেই থাকুক! তার কথা এখন ছেড়ে দাও। আমি যথার্থ-ই ব'ল্‌ছি, এখানকার একটি কুটিতেও আমার অধিকার নেই—এসব তোমার—এসব শান্তির। তোমরা কোন্ দুঃখে যেতে চাও? এখানে এসেছিলাম—শান্তির জন্যে—শান্তিকে ভালবেসে, তার মায়ায় ভুলে! সে কেন আমার জন্য এ বাড়ী ছেড়ে যাবে?

হেমেন্দ্র। শান্তির প্রতি আপনার অনেক দয়া; কিন্তু সে দয়াকে সে ঘৃণাই করে। তার জন্য আর নিজেকে উৎকণ্ঠিত ক'র্ব্বেন না। আপনাদের দয়ার মধ্য থেকে এখনই সে স'রে যাচ্ছে।

শিবানী। (দলিতা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল) মিথ্যাবাদী ! শান্তিকে এ হীনতার মধ্যে টেনো না—তার অপমান ক'রো না।

হেমেন্দ্র। (ক্রোধে তাহার মুখ বিবর্ণ হইল) এমন অভিনয় অনেকদিন দেখি নি—চমৎকার !

হেমেন্দ্রের প্রস্থান

শিবানী। (পড়িয়া যাইতেছিল—দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল) ঐশ্বর্য্য মানুষকে এত নীচ করে ? না—দরিদ্র ব'লেই আজ আমাকে এই অপমান সহ্য ক'র্‌তে হ'লো ? এই অপমানই তো সহ্য ক'রে আস্‌ছি ! —গরীবের মেয়ে ব'লেই না বড়লোক স্বামী এমন ক'রে অবহেলা ক'রেছেন, তাঁর যোগ্যা নই ব'লেই তো পরিচয় দেন নি—জান্‌তে দেন নি—তিনি কে ? যদি তিনি গরীব হ'তেন, তাহ'লে কি এম্‌নি ক'রে ত্যাগ ক'রে যেতে পার্ত্তেন ? তাহ'লে কি অমন ক'রে অবহেলা ক'র্‌তে পার্‌তেন ? আমার পূজা নিতেন না—আমার মনের ব্যথা বুঝ্‌তেন না ? হেমেন্দ্র, আমার সওয়া আছে, তাই তোমার এ অপমান, সহ্য ক'র্‌তে পেরেছি, সহ্য কর্ব্বো !

ম্লানমুখে শান্তির পুনঃ প্রবেশ

(শিবানী সংযত হইয়া শান্তিকে নিজের কাছে টানিয়া লইল) শান্তি, এদিকে আয় ! (শান্তিকে বুকে করিয়া) শান্তি, তুইও আমায় ছেড়ে যাবি ?

শান্তি। দিদি, আমার কথা তোমরা ভুলে যাও, আমার—(কাঁদিয়া ফেলিল)

শিবানী। কেন যাবি বোন্ ? এ সংসারে তুই যে লক্ষ্মী, তুই কার হাতে তোর সংসার ফেলে চ'লে যেতে চা'স্ ?

শান্তি উত্তর করিতে পারিল না—কাঁদিতে লাগিল

শিবানী। ঠাকুরপো যাই বলুক—আমি একথা বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্ব্বো না, তুই আমার উপর রাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছিস !

শান্তি। আমায় যে জোর ক'রে নিয়ে যাবে দিদি!

শিবানী। জোর ক'রে নিয়ে যাবে? তুই বুঝিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বি নে?

শান্তি। আমি কি ক'র্‌বো দিদি? সে যে আমার কোন কথা শোনে না।

হেমেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ

হেমেন্দ্র। শান্তি, তুমি আবার এ ঘরে? আমি সারা বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি—এসো গাড়ী এসেছে। সকলে এখন ঠাকুরবাড়ীতে আছেন, খিড়কিদোর দিয়ে এই সময়ে বেরিয়ে পড়ি।

শিবানী। (শান্তির দুই হাত বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া) না না, আমি শান্তিকে যেতে দেবো না—যেতে দেবো না—এ শান্তির বাড়ী, শান্তি এখানে থাকবে; ঐ গাড়ী ক'রে চুপি চুপি তোমরা আমায় বিদায় ক'রে দাও। আমি অলক্ষণা! আমি তোমাদের সব অমঙ্গল মুছে নিয়ে যাই।

হেমেন্দ্র। (রুষ্ট স্বরে) শান্তি, চ'লে এসো, আমার আদেশ, ওঁকে স্পর্শ করো না। এসো শীগ্‌গির।

শান্তি। (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) একবার জ্যাঠামশায়ের কাছে যেতে দাও, ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—একটি বার! (হেমেন্দ্রের পায়ের তলায় পড়িল)

হেমেন্দ্র। এ জন্মে আর সেটি হ'চ্চে না। এসো—

শান্তিকে টানিয়া লইয়া হেমেন্দ্রের প্রস্থান

শিবানী। তাই তো—সত্যিই নিয়ে চ'ল্লো! আমার জন্যে—আমার জন্যে! শান্তি—শান্তি—

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রজনীনাথের বাটী—অন্দরের কক্ষ

রজনীনাথ ও বসুমতী

বসুমতী। ছেলেটি কেমন ? ঠিক বিনোদের মত ?

রজনী। আমি তো দেখি নি। চৌধুরীমশায় লিখেছিলেন বটে। চেহারার সাদৃশ্য দেখেই প্রথমে তো সন্দেহ করেন। তারপর ফটো—আংটী !

বসুমতী। ভগবান এখন বিনোদকে মিলিয়ে দিতেন অমনি কোন উপায়ে ?

রজনী। তার সম্ভাবনা কম। হ'লে তার চেয়ে সুখের আর কি হো'ত বলো। অভাগা ! রেলে কাটা পড়াটা—তখন আমিও ঠিক বিশ্বাস ক'রতে পারি নি। সনাক্ত ঠিক তো হয় নি ; হবার উপায়ও ছিল না। সেই জন্যেই এক বৎসর অপেক্ষা ক'রে—তারপর হেমকে পোষ্য নিতে মত দিই।

বসুমতী। হেম এখন মানুষ হয়—

রজনী। চৌধুরীমশায়ের বিষয়ের উপর নির্ভর ক'রে আমি শান্তির বিয়ে দিই নি ; হেমের নম্র প্রকৃতি দেখে, তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে তুলতে পারবো এই আশায় আমি তাকে শান্তিকে দিইছিলাম ; আর এই দেওয়ার মধ্যে আমার কর্ত্তব্যের দাবীও ছিল অনেকখানি ! কিন্তু বসুমতী—হেমের বর্ত্তমান চরিত্র দেখে—আমি বড় নিরাশ হইছি ; কুসংসর্গে মিশে তার মতিগতি কতখানি যে খারাপ হ'য়েছে, সে কথা তো তোমায় ব'লেছি।

বসুমতী। (সবিষাদে) মাদুরার সেই ছেলেটীকে তুমি তো মত ক'রলে

না। বিনোদের বউ, ছেলে—এরা কি আমার মেয়েকে 'লক্ষ্মীস্থল' দেবে!

রজনী। এ সব কোন চিন্তাই ক'রতেম না আমি, যদি হেম মানুষ হ'তো চরিত্রবান হ'তো, শান্তিকে ভালবাস্‌তো! মেয়ের অদৃষ্ট ব'লে আমি আমার দুর্ব্বলতা চাপা দিতে চাই না। তোমার কথা শুনি নি, কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ ক'র্‌তে নিজের স্বার্থ-টাই দেখেছিলাম!

বসুমতী। চৌধুরীমশায় তো বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসেই হেমের নামে আদ্দেক বিষয় রেজেষ্টারী ক'রে দেবার জন্য এখানে এসেছিলেন, তুমিই তো তা হ'তে দিলে না।

রজনী। অধর্ম্মের কাজ কি ক'রে হ'তে দিই? বিনোদের যখন ছেলে আছে, ন্যায় সঙ্গত অধিকারী সেই। তাকে বঞ্চিত ক'রে তিনি হেমকে দেবেন কেন? আর হেম—ষোল আনা বিষয় পেলেও তুমি কি মনে ক'চ্ছ—সে রাখতে পারতো? দুর্ব্বলচিত্তের হাতে বিষয় কতক্ষণ থাক্‌তো?

বসুমতী। অনেকদিন মেয়েটার খবরও পাই নি, আজকাল চিঠি লেখাও তার ক'মে গেছে।

রজনী। তার সময় কখন? আমি তো দেখি—বাড়ীর গিন্নীই তো সেই। সকল কাজেই শান্তিকে না হ'লে চৌধুরীমশায়ের মনঃপুত হয় না।

বসুমতী। সব ভালো হো'ত যদি জামাই ভাল হ'তো। তারপর—বড় লোকের বাড়ীর বউ, মেয়েকে বাপের বাড়ী পাঠাতে তো চায়ই না।

রজনী। তবেই বোঝো, হেম যদি বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়; তাহ'লে হেমকে তো খেটে খেতে হবে, আর শান্তিও তো তখন আর বড়লোকের বউ থাকবে না, সেটা কম লাভ নয়?

বসুমতী। ও মা, তাই ব'লে কি মেয়ে জামাই গরীব হবে, আশীর্ব্বাদ করো না কি ?

রজনী। গরীব ব'লে যে নাক সেঁট্‌কাচ্ছ ? বড়লোকের স্ত্রী তো হও নি, তাই বুঝ্‌তে পারো না—বড়লোকের স্ত্রী হওয়া কি জ্বালা! তাই বুঝ্‌তে পারো না—তারা কি আগুন হীরেমতির জলুষের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

বসুমতী। তোমার সব বাড়াবাড়ি! বড়লোক হ'লেই কি সব অম্‌নি হয় ?

রজনী। সে শ্যামাকান্ত চৌধুরীর মত বড়লোকের হয় না। কিন্তু সংসারে সবাই তো শ্যামাকান্ত নয়! কি আদরে, কি সম্মানে তিনি যে রেখেছেন শান্তিকে, হেম যদি তাঁর আদর্শ নিতো—

শান্তির প্রবেশ

একি! আমার শান্তি মা! তুই এমন সময় ? আয়—আয়—দেখ্‌ছো—তোমার বেয়াই কত গুণের ? অনেকদিন মেয়েকে দেখ নি ব'লছিলে নয় ? ঐ দেখ—নিজেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বসুমতী। (সানন্দে) তাই তো—শ্বশুরবাড়ী থেকে মেয়ের কি ছিরিই হ'য়েছে! শ্বশুর খুব আদর করে কিনা!

রজনী। ও কিরে—অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

বসুমতী। জামাই এসেছেন তো ? তোকে হঠাৎ যে বড় পাঠালে ?

শান্তি। (রজনীনাথের পায়ের তলায় বসিয়া পড়িল, অবরুদ্ধস্বরে বলিল) আমায় তিনি পাঠান নি বাবা, আমি লুকিয়ে চ'লে এসেছি।

রজনী। লুকিয়ে এসেছিস ?

শান্তি। আমি আর সেখানে থাকতে পার্‌লুম না।

রজনী। (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া) এ কথাও কি আমায় বিশ্বাস ক'র্‌তে

হবে—শ্যামাকান্ত চৌধুরী এখনও বেঁচে—আর তুমি সেখানে থাক্‌তে পার্‌লে না? সেখান থেকে পালিয়ে এলে? হেমের সঙ্গে থেকে তুমি এত হীন হ'য়ে গেছ? শান্তি, এ কথা যে আমি আদৌ বিশ্বাস ক'রতে পারি না। আমার সব শিক্ষা—সব চেষ্টা তুই কি এম্‌নি করেই ব্যর্থ ক'র্‌লি!

বসুমতী। তুমি ওর ওপর মিথ্যে রাগ ক'চ্ছ? নিশ্চয় বিনোদের ব'উ কিছু ব'লেছে। আর না হয় চৌধুরীম'শায় ভাল ব্যাভার করেন নি; নইলে ও তো আমার এমন মেয়ে নয়—যে আপনা হ'তে চ'লে আসে। আয় মা, আয়, তুই আমার কাছে আয়; ওঁর সব তাতেই বকুনি। উকীলের মেজাজ কিনা, চ'টেই আছেন। আয়, কাঁদিস্ নি—

শান্তিকে কোলের কাছে টানিয়া লইল

রজনী। আচ্ছা দেখি—হেম কি বলে। শান্তি, তোমার কাছে আমি এ ব্যবহার আশা করি নি। পরের কাছে দাবী নেই, কিন্তু নিজের সন্তানও এমন ক'রে নিরাশ ক'র্‌লে?

রজনীনাথের প্রস্থান

বসুমতী। (শান্তির গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) কাঁদছিস্ কেন? সেখানে জ্বালাতন হ'য়ে থাকিস্—আমরা তো আর মরি নি? বিনোদের বউ কিছু ব'লেছে না কি? জানি, ছোটঘরের মেয়ে, সে আর কত ভাল হবে।

শান্তি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) না মা, না। দিদি আমায় বড্ড ভালবাসে!

বসুমতী। তার একটা মা-ও সঙ্গে এসেছে না! ওঃ—মেয়ে মধু ঢালেন আর মা বুঝি হুল ফোটান! যখনই বুড়ো তোকে তীর্থে তীর্থে

ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, তখনই জানি! ঐ জন্যেই বড়ঘরে আমি বে' দিতে চাই নি।

রজনীনাথের পুনঃ প্রবেশ

রজনী। হেমের কাছে যা শুনলেম, তাতে দেখ্‌ছি শান্তি, তুমিই দোষী। লোকের কথাই তোমার বড় হ'লো? জেদ ক'রে তুমি হেমের সঙ্গে চ'লে এলে?

শান্তি অবাক্ হইয়া বাপের মুখের দিকে তাকাইল, কিছু বলিবার চেষ্টা করিল—পারিল না—মুখ নীচু করিল

রজনী। একবার ভেবে দেখ্‌লে না—তোমার এ ব্যবহার তোমার বাপ্‌কে কতখানি আঘাত ক'র্ব্বে? যাক্—সবই আমার অদৃষ্ট!

বসুমতী। (ব্যাকুল কণ্ঠে) অমন কথা ব'লো না—দোষ তোমার গোঁয়ারগোবিন্দ জামাইয়ের—ওকে কেন দুষ্‌ছ? তুমি তো এমন নিষ্ঠুর ছিলে না!

রজনী। (চঞ্চল হইলেন, দুই একবার পায়চারি করিয়া বিছানার উপর বসিলেন—ভাবিলেন) তাই কি? সত্যই আমি নিষ্ঠুর হ'ইছি? কখনই না! আমি ছেলেমেয়ের তফাৎ করি না—আমি শান্তিকে সুপ্রকাশের মতই ভালবাসি! না—আমি নিষ্ঠুর হই নি, লোকে যাই বলুক—আমি শান্তির বাপ—তার মা নই! আমি বাপের কর্ত্তব্য ভুলে মিছে মায়ায় অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারি না।

বসুমতী। (স্বামীকে চিন্তিত দেখিয়া একটু আশ্বস্ত হইলেন—বলিলেন) এখন থাক্—আর কোন কথায় কাজ নেই; তুমি না হয় একদিন লক্ষ্মীপুরে গিয়ে—

রজনী। একদিন লক্ষ্মীপুরে গিয়ে কি? তুমি কি ব'ল্‌ছ? আমি হেমকে ব'লে এসেছি—আজ রাত্রের ট্রেণেই এরা বাড়ী ফিরে যাক্।

নইলে চৌধুরীমশাই কি মনে ক'র্‌বেন? তোমার মনে থাক্‌বার কথা নয়—কিন্তু আমি আমার শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত কোন অবস্থাতে ভুল্‌তে পার্ব্বো না যে, আমি শ্যামাকান্ত চৌধুরীর কৃপাদত্ত অন্নে প্রতিপালিত।

শান্তি। (ধীরে ধীরে উঠিল—মৃদুকণ্ঠে বলিল) বাবা, তাহ'লে আর কারো সঙ্গে আমায় লক্ষ্মীপুরে পাঠিয়ে দিন।

রজনী। তাও কি হয়? হেমও ফিরে যাক্; দোষ সত্যি সত্যি ওরই তো; ওকে শ্যামাকান্তবাবুর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তিনি যদি মনে করেন—আমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছি? কাজ নেই। শান্তি, তুমি এখনি হেমের সঙ্গে লক্ষ্মীপুরে ফিরে যাও।

বসুমতী। ওমা—সে আবার কি কথা? এই রাত্রে—না খেয়ে, না ঘুমিয়ে মেয়েজামাই যায় না কি?

রজনী। যে অবস্থায় এসেছে সে অবস্থায় যাওয়াই উচিত। হেম ব'ল্লে, ও'রা খেয়েই বেরিয়েছে। শান্তি! এবার যেন তোমায় তুচ্ছ বিষয়েও কর্ত্তব্য ত্যাগ ক'র্‌তে না দেখি। আমার একটা কথা—বিশেষ ক'রে মনে রেখো—কখনো ভুলে যেও না—তোমার শ্বশুর শুধু তোমার শ্বশুর নন—তোমার বাপের অন্নদাতা!

শান্তি নীরবে চলিয়া গেল; রজনীনাথ শান্তির সঙ্গে গেলেন

বসুমতী। (কাঁদিয়া ফেলিলেন) এম্‌নি ক'রে মেয়েটাকে বিদেয় দিলে? তখন বলেছিলুম—ওখানে শান্তির বে দিও না। এম্‌নি ক'রে দেখ্‌ছি—ঐ হেমই আমার মেয়েকে খুন ক'র্‌বে! মাগো! আমার মেয়ে এমন হাতেও প'ড়্‌লো!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

লক্ষ্মীপুর— শ্যামাকান্তের অন্তঃপুরস্থ দরদালান

সিদ্ধেশ্বরী ও বিন্দি ঝিএর প্রবেশ

বিন্দি। হ্যাঁ মা, পায়ের বাতটা এখন কেমন আছে? আমি তেল নিয়ে এনু—এখন মালিস ক'রে দেবো?

সিদ্ধে। না বাছা, আর তেল মালিসে কাজ নেই, এখন গেলেই বাঁচি!

বিন্দি। সে কি মা, এরই মধ্যে যাবেন কি? আগে নাতি বড় হোক, তার বিয়ে হোক, চাঁদপারা নাতবউ আসুক—

সিদ্ধে। আমার আর অতয় কাজ নেই, বুঝ্‌লি বিন্দি? তেল মালিস? তেল মালিশ হবে আমার সয়ে। হাঁরে, মিন্সে আছে না উঠেছে?

বিন্দি। কে গো?

সিদ্ধে। ঐ যে তোদের শান্তির বাপ মিন্সে।

বিন্দি। না গো, উঠবেন কি, কর্ত্তা আছেন ঠাকুর বাড়ীতে। তিনি দেওয়ানজীর সঙ্গে কথা কইছেন। ঐ যে—বউ রাণী আসছেন—ওমা! একি হাতে জলের গেলাস—আসন! কোথায় যাব গো?

গেলাস ও আসন লইয়া শিবানীর প্রবেশ

শিবানী। বিন্দু, তুমি দেওয়ান মশাইকে বলগে, তিনি যেন শান্তির বাপকে বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দেন। বাবা আছেন ঠাকুরবাড়ীতে। সন্ধ্যা না হ'লে তিনি তো আর ফিরবেন না। এইখানেই তাঁর খাবার জায়গা ক'রে দিই। কি বল মা?

সিদ্ধে। জানি নে মা, তোমাদের আইন, তোমরাই জানো!

বিন্দির প্রস্থান

শিবানী। আহা! শান্তি এখানে নেই, সে থাকলে কত যত্নই না ক'রতো?

বলিয়া আহারের জায়গা করিল

সিদ্ধে। বলি, তোর রকমটা কি? আক্কেল হবে কবে? কে শত্রুর—কে আপনার তা বুঝ্‌লি নে! মিন্সে এসেছে কেন তা জানিস?

শিবানী। কেন মা?

সিদ্ধে। তাড়াবার ব্যবস্থা ক'রতে! তোকে আমাকে এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা ক'রতে! আমি কিন্তু ব'লে রাখ্‌ছি বাপু, ওরা যদি আবার এখানে ঢোকে—আমি থাকতে পারবো না।

শিবানী। কি ব'লছ মা, রজনীবাবু কি সেই রকম লোক! ওঁর মতন মানুষ ক'জন হয়?

সিদ্ধে। ও বাবা, ফোঁস ক'রে উঠ্‌লি যে? তোর ভালর জন্যেই বলি; যদি কল্যেণ চাস্—এখনো বুঝে চল—ওদের এ বাড়ীতে ঢোকা বন্ধ কর্। নইলে এ বাড়ীতে তোর জায়গা হবে না, এই আমি দিব্যি ক'রে বল্লুম! হরি হে—দীনবন্ধু!

শিবানী। এ বাড়ী দেখে আমার তো বিয়ে দাও নি মা! এ বাড়ীতে আমার নাইবা জায়গা হ'ল? এ বাড়ীতে আমি জায়গা চাই না।

সিদ্ধে। আমারও হাড় জ্বালাতন হয়েছে; আমিও বকিঝকি যা করি, সব তোর জন্যে—ঐ গুঁড়োটুকু যদি বাঁচে তার জন্যে, নইলে আমার কি? (ক্রন্দন স্বরে) তা তোরা যা ভাল বুঝিস্ তাই কর্, আমি আর কোন কথায় থাকবো না তোদের; আমার এখানে ভালও লাগে না। প্রস্থান

শিবানী। মা, তোমার ভাল লাগে না ব'লছ, আমারই কি ভাল লাগে! আমার ভালর জন্যে বাঁ—আমার ভালর জন্যে আমার বে দিয়েছিলে—আমার ভালর জন্যে এখানে এসে লোকের সঙ্গে ঝগড়া

করো—আমার ভালর জন্যে শান্তিকে আর তার স্বামীকে তুমি দেখ্‌তে পারো না! এই ভাল দেখ্‌তে গিয়েই না আমার জীবনকে বিষময় ক'রেছ? আমার এত ভাল বোঝ, কিন্তু এটা বোঝো না কেন—সব দোষ আমার কপালের!

রজনীনাথের প্রবেশ

রজনী। (শিবানীকে দেখিয়া চমকিত স্বগত) একি—এতো শান্তি নয়! তপস্যা-পরায়ণ উমার জীবন্ত যোগিনীমূর্ত্তি কোন সুনিপুণ চিত্রকর যেন এখানে সাজিয়ে রেখে গেছে! এই কি বিনোদকুমারের অনাদৃতা পত্নী?

শিবানী। (প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল) বাবা, আপনার জায়গা ক'রেছি, আপনি আসুন, আমি খাবার নিয়ে আসি। প্রস্থান

রজনী। এই স্ত্রীকে বিনোদ পরিত্যাগ ক'রেছে? বিনোদের উপর আমার ধারণা যে ব'দ্‌লে গেল! আজকালকার ছেলেদের চরিত্র বোঝা বড় কঠিন—হেমও ঠকিয়েছে—বিনোদও ঠকালে! তার উপর আমার যে একটা উচ্চ ধারণা ছিল!

শিবানীর খাবার লইয়া পুনঃ প্রবেশ

রজনীনাথ আসনে উপবেশন করিয়াছেন—শিবানী সম্মুখে খাবার রাখিল

শিবানী। আপনার বড় মেয়ের হাতের খাবার, ফেলে রাখ্‌তে পার্‌বেন না কিন্তু!

রজনী। না মা, ফেলে রাখ্‌বো কোন দুঃখে! মা যখন ছেলেকে হাতে ক'রে খাওয়ায়, ছেলে কি তা ফেলে রাখতে পারে? তা হ্যাঁ মা শিবানি, আমার নির্ব্বোধ ছোট মেয়েটা তার দিদির কাছে যে দোষ করছিল, তার জন্য ক্ষমা পেতেও বোধ হয় তার দেরী হয় নি—কেমন মা?

শিবানী। (স্বগত) কখনো বাপের স্নেহ পাইনি ; এখানে এসে শ্বশুরের স্নেহ পেয়েছি বটে, কিন্তু এখানে এসেছি আমি আমার কুণ্ঠিত গর্ব্বকে সঙ্গে নিয়ে ! তাই তাঁর সে স্নেহ আমি হাসিমুখে নিতে পারিনি ;—আজ এঁর এই ক'টি কথার মধ্যে যে স্নেহ ফুটে উঠেছে, তার আনন্দে আমার চোখ জলে ভ'রে আস্‌ছে।

রজনী। চুপ ক'রে থাক্‌লে হবে না মা ! আমি যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, তার উত্তর দাও ?

শিবানী। উত্তর দেব'—উত্তর দেবার জন্ত আমিও কম ব্যস্ত নই বাবা ! আমি শান্তিকে জানি—তাকে চিনি ; সে আমার দুঃখ যতটা বুঝ্‌তে পেরেছে, ততটা আর কেউ বোঝেনি—সে কি আমি জানিনে। ঠাকুরপো আমার সঙ্গে বাস করতে চান না ; আপনি দয়া ক'রে আমার একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিন, আমার জন্ম যেন এত বড় একটা সংসার নষ্ট না হয়।

রজনী। (সস্নেহ-কণ্ঠে) মা, জগতে ন্যায়, সত্য ও ভালবাসারই জয় হ'য়ে থাকে ; অন্যায়ের প্রশ্রয় বা পুরস্কার বিধাতার হাতে কেউ কখনো পায়নি। তোমার অকৃত্রিম স্নেহ, তোমার পাশে দাঁড়াবার তাদের উপযুক্ত ক'রে গ'ড়ে নেবে মা ! মা আমি তোমায় দেখে, তোমার কথা শুনে বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আজ থেকে তাদের জন্ম আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বো।—হ্যাঁ মা, সে যে অন্যায় ক'রেছে, তার জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে সে তো কুণ্ঠিত হয়নি ?

শিবানী। সে তো কিছু দোষ করেনি বাবা ! সে কি ক'র্‌বে বলুন ? ঠাকুরপো আমার কাছ থেকে তাকে জোর ক'রেই টেনে নিয়ে গেল ! (কাঁদিয়া) সে তো যেতে চায় নি—কিছুতে যেতে চায় নি ! সেদিন তার যাবার সময়ের সে মুখ আমি যে কিছুতেই ভুলতে পার্চ্ছি নে ! সে আমায় এম্‌নি ক'রে কাঁদিয়ে রেখে গেল !

রজনী। সে কি ? সে নিজের ইচ্ছায় যায় নি ? তবে না বাড়ীর লোকের অনাদর সহ্য ক'রতে না পেরেই—এই রকম কি যেন—সেদিন আমায় ব'ল্লে—এঁ্যা—আর তো কিছু ব'ল্লে না ? হেম যে জোর ক'রে তাকে নিয়ে গেছে, কই সে কথা তো সে বলেনি ?

শিবানী। আপনি সেই কথা বিশ্বাস ক'রেছেন ? শান্তি কি সেই রকম মেয়ে !

রজনী। (সাগ্রহে) ওঃ—আমি তাকে ভুল বুঝেছি ; এই জন্য শান্তি বুঝি মনের দুঃখে অভিমানে আমার কাছে আসেনি ? ভুল ক'রেছি মা, স্বীকার ক'রতে লজ্জা নেই—ভুল ক'রেছি—বিচার ক'রতে ভুল ক'রেছি ! তাকে ডাকো মা—আমার কাছে ডাকো ; তাকে ব'লো—তার অনুতপ্ত বাপ তার জন্যে স্নেহের কোল পেতে রেখেছে ! সে না এলে এ খাবার তো মুখে উঠ্‌বে না মা !

শিবানী। (সবিস্ময়ে মৃদুকণ্ঠে) আপনি কাকে ডেকে দিতে ব'লছেন ?

রজনী। কেন আমার শান্তি মাকে ?

শিবানী। শান্তি এখানে কোথায় ? তারা তো ক'দিন হ'লো আপনার কাছেই গেছে।

রজনী। সে কি ? আমি তো সেই রাত্রেই তাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছি ! তবে কি তারা এখানে আসেই নি ?

শিবানি। (তাহার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, সে উত্তর করিল) না।

রজনী। তবে কোথায় গেল—কোথায় গেল তারা ?

খাবার ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন

শিবানী। বাবা—বাবা—

রজনী। আমারই বুদ্ধির দোষে—আমারই বুদ্ধির দোষে ! আর আমি

বুদ্ধিমান ব'লে নিজেকে জাহির করি? তার মুখ দেখে আমার বোঝা উচিত ছিল—বোঝা উচিত ছিল!

শ্যামাকান্তের প্রবেশ

শ্যামা। রজনী—রজনী! রজনী এসেছ? আঃ বাঁচিয়েছ ভাই! ক'দিন মা'র খবর পাইনি—মার মুখ দেখিনি; এমনি ক'রেই মাকে আমার আটকে রাখ্‌তে হয় ভাই? বুড়োর প্রাণটা বোঝ না! আজ মাকে সঙ্গে ক'রে আন্‌বার ফুরসৎ হ'লো বুঝি? কোথায় আমার মা—কোথায় আমার মা?

রজনী। কাকে সঙ্গে ক'রে আনবো? আমি যে সেইদিনই তাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার বোঝা উচিত ছিল,—তার মুখ দেখে আমার বোঝা উচিত ছিল, হেমের আচরণ দেখে আমার বোঝা উচিত ছিল—

শ্যামা। হরি—হরি! কি ক'রেছ—রজনীনাথ, কি ক'রেছ? সোনার লক্ষ্মীকে আমার, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ? একদিন আমিও একজনকে তাড়িয়েছিলুম, ঐ দেখ, তার ফলে—ঐ দেখ, আমার নিরাভরণা মা—ঐ শুক্‌নো মুখে ওখানে দাঁড়িয়ে!—হারে বাপ! তোরা ছেলেমেয়ের অভিমান না বুঝে নিজেদের কি সর্ব্বনাশই করিস্! রজনীনাথ, তুমি বুদ্ধিমান হ'য়ে আমার মত ভুল ক'র্‌লে ভাই! আমি অথর্ব্ব—আমি পার্‌বো না, খুঁজে দেখ ভাই, কোথায় আমার মা—কোথায় আমার মা!—সে পাষণ্ড আমার উপর আক্রোশ মেটাবার জন্য তাকে এখানে আনে নি। মা—মা—আমার শান্তি মা!

উদ্‌ভ্রান্তভাবে শ্যামাকান্তের প্রস্থান

রজনী। প'ড়ে যাবেন—প'ড়ে যাবেন—অত ব্যস্ত হয়ে ছুট্‌বেন না!

রজনীনাথের দ্রুত প্রস্থান

শিবানী। এ সর্ব্বনাশের কারণ কে? আমি—আমি—আমি! স্বামী যাকে পায়ে ঠেলে—স্বামী যাকে অনাদর করে—স্বামী যাকে ভালবাসে না—সে বুঝি এম্‌নি অলক্ষণাই হয়! কেন আমি আগুন ধরাতে এ সংসারে এসেছিলেম?

সিদ্ধেশ্বরীর পুনঃ প্রবেশ

সিদ্ধে। হ্যাঁলা শিবি, মিন্সে এমন চিকুরী পাড়্‌তে পাড়্‌তে গেল কেন রে? হেমাটার কিছু হ'য়েছে না কি?

শিবানী। (রুদ্ধ উৎসের মুখ এতদিন পরে খুলিল; শিবানী ব্যথিতকণ্ঠে বলিল) কেন মা, তুমি দিনরাত অমন ক'রে ওদের অমঙ্গল খোঁজো বল তো? একবার মনে ভেবে দেখ মা, আমরা এ বাড়ীর কে? তুমি শান্তিকে শত্রু মনে করো? কিন্তু একবার ভাবো না যে, শান্তি না হ'লে এ বাড়ীর দরজাও আমরা কখনো চিন্‌তাম না! বড়লোকের মেয়ে—বড়লোকের বউ; কিন্তু আমাকে মার পেটের বোনের অধিকও যত্ন করে—ভালবাসে! আজ আমারই জন্তে তার স্বামী তার উপর বিরূপ! আমার জন্তেই আজ সে তার বাপের বাড়ী আশ্রয় পায় নি—আমারই উপর রাগ ক'রে, তার স্বামী তাকে এ বাড়ীতে আনে নি। আমার জন্য হিংসা ক'রো তারই উপর? কিন্তু এটা বোঝো না—আমার কাছে এ ঐশ্বর্য্যের কি জ্বালা?—যার স্বামী নেই,—তার কাছে এ ঐশ্বর্য্যের মূল্য কি? মা, আর ঐশ্বর্য্য-ভোগে কাজ নেই, চ'লো আমরা পালাই—আমাদের সেই নিজেদের ঘরেই আবার ফিরে যাই।

সিদ্ধে। কিন্তু আমার অমুর কি হবে?—আমার অমূল্যধন?—সে আমাদের সঙ্গে দুঃখ ভোগ ক'র্‌তে যাবে কেন?—কেন—কোন্ দুঃখে?

শিবানী। সে এখানে থাক্ মা,—সে এখানে থাক্,—চ'লো শুধু আমরা দু'জনে যাই। চ'লো—আর আমি এখানে থাকতে পাচ্ছিনে মা, আর আমি এখানে থাকতে পাচ্ছি নে!

সিদ্ধে। যেমন কপাল ক'রে এসেছিলি মা! কি ক'র্‌বি বাছা, সহ্য কর্‌,—সহ্য কর্; সত্যিই ভগবান কি কখনো মুখ তুলে চাইবেন না! এখন কোথায় যাবি বাছা? এ যে তোরই ঘর।

প্রস্থান

শিবানী। (করুণকণ্ঠে চ'ক্ষে অশ্রুধারা) কি ক'র্‌বো—ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন? চাইবেন কি? ওগো সর্ব্বান্তর্য্যামি! কতদিন—কতদিন আর এম্‌নি ক'রে রাখ্‌বে? একবার মুখ তোলো—একবার চেয়ে দেখ—জ্ঞানে কোন অপরাধ করিনি তোমার চরণে! —একবার দয়া করো—তাঁকে ফিরিয়ে এনে দাও! আমি যে বিশ্বাসে এখনো আমার হাতের নোয়া খুলিনি, আমার সে বিশ্বাস ভেঙ্গে দিও না! আমি তো এ ঐশ্বর্য্য চাইনি—আমার যা সত্যকার ঐশ্বর্য্য—আমায় তা ফিরিয়ে দাও—দয়াময়! আমায় তা ফিরিয়ে দাও!

চতুর্থ দৃশ্য

ফরাসডাঙ্গা—হেমেন্দ্রের বাসা বাড়ী

বাহিরে উঠান

হেমেন্দ্র ও যোগেশ

হেমেন্দ্র। দেখ, বড় কাঁদাকাটা ক'চ্ছে, এখানে আর কিছুতেই থাকৃতে চাচ্ছে না। কি করি ব'লতো!

যোগেশ। আমি কি ব'ল্বো? তোমার বিষয়, তুমি যদি না নাও—আমার কি? আর কেউ না জানুক, ধর্ম্ম জানেন, আর তুমিও জানো, আমি তো তোমাদের কোন কিছুরই মধ্যে ছিলাম না; তোমার শ্বশুর দূর্ দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলেন, হাওড়া ষ্টেশনে হঠাৎ তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা—তারপর তোমার কথাতেই আমি তোমাদের এই ফরাসডাঙ্গায় নিয়ে এলাম, উকীল কৌন্সুলি দিয়ে মামলার জোগাড় ক'র্লাম, এখন পাকা ঘুঁটী কাঁচাতে চাও—কাঁচাও, আমার কি?

হেমেন্দ্র। আমিই বা কি ক'রি বল? ও যদি না বোঝে, দেখ্ছো তো—ক'দিনে জ্বর হ'য়ে গেল। আমার তো ইচ্ছে মামলা করি; কিন্তু ওকে তো বাঁচাতে হবে।

যোগেশ। বাঁচ্বার রাস্তাই তো ক'চ্ছি ছোটবাবু! নইলে বউদিদির গয়না বাঁধা নিয়ে টাকাগুলো যখন উকীলের হাতে ঢেলে দিলুম, তখন আমারই কি বুকটা কর্ কর্ করে নি? তুমি একটু বুঝিয়ে-পড়িয়ে রাখো; জ্বর হ'য়েছে—ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা করো।

হেমেন্দ্র। হাতে তো পয়সাও নেই ভাই, এখানে ডাক্তার ডাকৃতে গেলে তার তো ফীস্ আছে?

যোগেশ। সে সব আমি আছি। আমি একবার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি, তোমার বউদিদির যা দু'একখানা আছে গয়না গাঁটি নিয়ে। একা কি তোমার স্ত্রীর গয়না বাঁধা দিয়ে কাজ হবে?—যখন বন্ধুত্ব ক'রেছি—তখন তোমায় একা ভাসাব না, আমিও সঙ্গে ভাস্‌বো। শেষ পর্য্যন্ত ল'ড়্‌বো, যদি তুমি ঠিক থাকো। তারপর বুঝে নেব একবার শ্যামাকান্ত চৌধুরী আর রজনী উকিলকে যে, কত ধানে কত চা'ল!

হেমেন্দ্র। আদালতে প্রমাণ হবে যে, ও মাগী বিনদার বউ নয়?

যোগেশ। আলবৎ! ও তো হ'য়েই র'য়েছে। বৃন্দাবনের বিশটা সাক্ষী হলপ্‌ নিয়ে ব'ল্‌বে না—যে, ও মাগী বিনোদের বিয়ে করা স্ত্রী নয়? উকীল বাড়ীর মহুরীগিরি ক'রে কাটালাম কি বৃথা? যাও, বউদিকে একবার বুঝিয়ে সুজিয়ে এসো; ক'টাদিন বই তো নয়? তারপর উকীলবাড়ী থেকে তুমি ফিরে আস্‌বে এখানে—আমি বাড়ী থেকে কিছু গয়নার জোগাড় ক'রে নিয়ে আসি।

হেমেন্দ্র। বহুভাগ্যে ভাই, তোমার মত বন্ধু মেলে। আমি আস্‌ছি!

হেমেন্দ্রের প্রস্থান

যোগেশ। স্ত্রীর বশীভূত যারা, তারা প্রায়ই দুর্ব্বল চিত্ত হয়। আবার দুর্ব্বল চিত্তের লোক না হ'লেও এম্‌নি ক'রে সাজান ঘর ভাঙ্গা যায় না—মামলা বাধে না, উকীলের কোঠা বালাখানা হয় না,—আর আমাদের মত গরীবের স্ত্রীর গায়ে শাঁকার বদলে সোনার চুড়ি ওঠে না! শাস্তির মোহ থেকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেই দুর্গোৎসবের বাজনা বাজিয়ে দেব।

ঝাঁটা হস্তে চন্দুরী ঝিয়ের প্রবেশ

চন্দুরী। এতখানি বে'লা হ'লো—বাসি পাটটি সারা হ'লো নি, যাই

উঠানটা ঝিঁটুয়ে। সরগো বাবু, গায়ে যদি নাগে এক্ষুনি ব'লবে—মাগী ঝিঁটুয়ে দিলে।

যোগেশ। গায়েই বা লাগবে কেন? তোর চোখ নেই? চোখের মাথা খেয়েছিস্ না কি?

চন্দুরী। চ'ক্ষের মাথা কি আর একা খাঁইছি গো,—এ বাড়ীর হাঁসা বাবুটিও চ'ক্ষের মাথা খাইছেন। নুইলে অমন ভাল মানুষ-বউটি এই দুঃখের হালে মর্‌তে ব'সেছে—সিটী আর চ'ক্ষে দেখ্‌তে পায়নি ক'?—না যে সব নচ্ছারের সলা পরামর্শে নিজের সর্ব্বনাশটী ক'চ্চেন, তাদের ঝিঁটুয়ে তাড়ায় নি ক'? আমরা গরীব—ছোট ন'ক—আমাদেরই গা গিস্ গিস্ করে—দেখে শুনে।

যোগেশ। (স্বগত) বেটীকে আজই তাড়াতে হবে;—বেটী বজ্জাত! নে নে—বকিস নে—কাজ সেরে চ'লে যা।

চন্দুরী। কাজটি আর সার্‌তে পারি কই গো? হাতের ঝাঁটা নাচ্‌তে থাকে—বলে 'দিই ঝিঁটুয়ে!' কত সামালে রাকি, বলি কাজ নাই; গতর খাটাতে এসেছি—গতর খাটুয়ে যাঁই!

যোগেশ। তাই যা, বকিস্ নে অত। নচ্ছার মাগী!

চন্দুরী। যাই গো! অত ঝাল কেনে? আমরা তো যেঁয়েই আছি; আপুনি তো বাবুর শনি হ'য়ে ঘাড়ে চেপে র'ইচো—আপুনি যেছেন কবে?

যোগেশ। বেটির এত বড় আস্পর্দ্ধা, দেবো জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে!

চন্দুরী। সিটী অত সজা নয়! চন্দুরীর হাতে ঝাঁটার নাচনটী দেখিয়ে দিব না! হঃ—

চন্দুরীর প্রস্থান

যোগেশ। বেটীকে আজই তাড়াচ্ছি।

হেমেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ

এই যে ছোটবাবু, শুন্‌লে—ঐ পাজী ঝি মাগীটের কথা? বেটীকে

আমি নিয়ে এলুম, আর আমায় বলে কি না—"তুমি বাবুর শনি হ'য়েছ ?" বেটীকে আজ খুন ক'র্‌বো !

হেমেন্দ্র। যেতে দাও ভাই, ও সব কথা যেতে দাও; ওকে তাড়িয়ে দিলেই হবে, ও নিয়ে মাথা গরম ক'রো না। দেখে এলুম—শান্তির গাটা এখনো গরম র'য়েছে; ও বেলা নাগাদ যদি বাড়ে, তুমি ভাই, আজ বাড়ী নাই-ই গেলে ?

যোগেশ। না গেলে কি হয় ? ডাক্তার ডাকৃতে টাকা, উকীলের বাড়ী টাকা—তোমার বউদিদির গয়না ক'খানা নিয়ে আসি।

হেমেন্দ্র। না ভাই, আজ থাক্, হঠাৎ সেটার দরকার হবে না; আমার তো ঘড়ি—ঘড়ির চেন র'য়েছে, সেটা নিয়েই এলুম! তুমি টাকার জোগাড় করো। আমিও এখুনি বেরুচ্ছি। ষ্টেশনে দেখা হবে।

যোগেশ। (স্বগত) ঠিকই hit ক'রেছিলুম তাহ'লে। (প্রকাশ্যে) তা এসো, দেরী ক'রো না, আমি টাকা নিয়ে ষ্টেশনেই wait ক'র্‌বো।

যোগেশের প্রস্থান

হেমেন্দ্র। নিজের স্ত্রীর গহনা বাঁধা দিয়ে উপকার ক'র্‌তে চায়—এই যোগেশ! এমন বন্ধুও হয় ?

অতি কষ্টে শান্তির প্রবেশ

তুমি আবার উঠে এলে কেন ? একে জ্বরে ধুঁকচো।

শান্তি। তোমায় বারণ ক'র্‌তে এলাম। তুমি আজ আর বাড়ী থেকে বেরিও না। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে মামলায় আর কাজ নেই!

হেমেন্দ্র। তাও কি হয় ? এতটা এগিয়ে কি আর পেছুতে পারি ? তুমি কেন ভয় পাও। আমি ব্যারিষ্টারের সঙ্গে নিজে কথা কয়েছি। তিনি সব ভার নেবেন ব'লেছেন; ব'লেছেন—কোন্ ভাবনা নেই।

আমরা নিশ্চয়ই জিতবো। দেখাই যাক না একবার ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে—কি হয় ?

শান্তি। ভাগ্য পরীক্ষা ! ভাগ্য পরীক্ষা ব'লো না—বল, ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ !—বেশী দিন নয় ; আর দু'চারটে দিন অপেক্ষা কর, আমায় ম'র্‌তে দাও ; তারপর তোমার যা খুসি ক'রো ! আর বারণ ক'র্‌তে আস্‌বো না। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্চি—আমার এই শেষ ভিক্ষা—

হেমেন্দ্র। মোকদ্দমার কথা পরে, এখন তোমায় তো ডাক্তার দেখাতে হবে, হাতে একটা পয়সা নেই ; যোগেশকে পাঠিয়েছি টাকার জোগাড়ে ;—সে আস্‌বে ষ্টেশনে ; আমার দেরি হ'লে, না আবার চ'লে যায় ; তুমি যাও, শোও গে,—আমি ফিরে এসে যা হয় ব্যবস্থা ক'র্‌বো।

প্রস্থান

শান্তি। যাও। কি আর ব'ল্‌বো ? কখনো তো আমার কথা শুন্‌লে না। আমারো শেষ হ'য়ে আস্‌ছে—আমি ম'লে বাঁচি ! তোমার কণ্টক দূর হয়।

ধীরে ধীরে প্রস্থান

নেপথ্যে শান্তি। ওঃ—মাগো ! আর যে পারিনে মা !

শান্তি মূর্চ্ছিত হইল

নেপথ্যে চন্দুরী। বৌমা—বৌমা—হেই বৌমা। ওমা ! একি হো'ল গো ? এ যে রা কাড়ে নি গো ! তাইতো কি করি ?

প্রথম গাঁটকাটার প্রবেশ

১ম চোর (গাঁটকাটা)। আমি লই—আমি লই—আমি ভিকিরী—ভিক্ষে ক'রে খাই !

বিনোদ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিল

বিনোদ। ভদ্রলোকের বাড়ী ঢুকে মনে ক'র্‌ছ—বেঁচে যাবে ?—চল্

থাদায়। আমার ঘড়ি-চেন বেমালুম সরিয়েছিলি, আমি ঠিক চিনেছি আমাকে ফাঁকি দিবি? বেরিয়ে আয় এখান থেকে!

১ম চোর। আমি লই বাবু, যে শালা লিইছিল, সেইদিনই সে রেলে কাটা পড়ে।

চন্দুরীর পুনঃ প্রবেশ

চন্দুরী। ঐ বাবা! ই কারা? কি করি! তোমরা কারা গো? হায় হায়—কেউ লাই যে দেখে! মেয়েটী অম্নি অমনি ম'র্‌বে গো!

বিনোদ। কে ম'র্‌বে?

চন্দুরী। ঐ যে গোঁগাচ্ছেন—

বিনোদ। এঁ্যা, বল কি—কেউ নেই?—চল—চল—দেখি। (চোরের প্রতি) যা—ব্যাটা—বেঁচে গেলি!

চন্দুরী ও বিনোদের প্রস্থান

১ম চোর। ওঃ বাবে ধ'রেছিল! আমাদের হাত সাফাই—শালার আচ্ছা চোখ সাফাই! ক'বছর পরে শালা ঠিক ধ'রেছে। শালা অপয়া—ওরই জামা গায়ে দিয়ে সে শালা রেলে কাটা প'ড়লো। এখানে ঢুকেছে—কে মরে! আমি খুব বেঁচে গেছি সেদিনও—আজও। এখন তো পালাই—আর ফরেসডাঙ্গা লয়; ফরেসডাঙ্গার পায়ে গড়।

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

শান্তির শয্যাগৃহ

শান্তি অজ্ঞান অবস্থায় বিছানায় শুইয়া আছে

বিনোদ ও চন্দুরী

চন্দুরী। এই দেখুন বাবু, পরাণটা আছে কি লেই—

বিনোদ। (শান্তিকে দেখিয়া) একি! এ যে শান্তি! শান্তি এখানে এ অবস্থায় কেন?

চন্দুরী। বাবু! পরাণটা আছেন তো?

বিনোদ। (স্বগত) কি জানি, বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি, মূর্চ্ছিত বোধ হয়! (প্রকাশ্যে) এ মূর্চ্ছা—তুমি মাথায় বাতাস কর, আমি ডাক্তার নিয়ে আস্‌ছি—এঁকে আমি জানি, ইনি আমার ছোট বোন্!

প্রস্থান

চন্দুরী। হেই, ভগবানের কাণ্ডটা দেখ, অসুখ দিয়ে কাচড়াচ্চেন, আবার ভাইটীকেও আনা করাচ্ছেন। (বাতাস করিতে করিতে) পরের বাড়ী গতর খাটাতে এসে আমার ইকি জ্বালা! আহা! এমন ভালমানুষ বউটি গো! এই যে চ'খ মেল্‌চেন গো—বউমা—বউমা—

শান্তি। চন্দর—চন্দর—

চন্দুরী। কেনে বউমা—কেনে বউমা—

শান্তি। আঃ—কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি আর কেউ আসে নি?

চন্দরী। না মা, বাবু তো এখনো আসেন নাই।

শান্তি। বাইরে কার জুতোর শব্দ—দেখ না চন্দর!

চন্দুরী। (উঠিয়া দেখিয়া) ওমা, বাবুই তো আস্‌ছেন।

হেমেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ

হেমেন্দ্র। যাক্—মার দিয়া কেল্লা! উকীলের চিঠি তো দেওয়া হ'লো। যোগেশটা আবার বাড়ী গেল, দু'দিন এখন আসবে না। শান্তি কি এখনও ঘুমুচ্ছে? শান্তি—শান্তি—

মাথার কাছে বসিল

চন্দুরী। কে আর জবাব দিবে? মা'তে কি আর মা আছেন? আপনারাই তো একটু একটু ক'রে মারচো—নাও—এখন গলাটা টিপে ধরো—পোড়ানির জ্বালা হ'ক্‌ক বাঁচুক।

হেমেন্দ্র। অ্যাঁ—তাইতো? আমার যাবার পর থেকে কি অসুখ বেড়েছিল? শান্তি—শান্তি! একি, কথা কয় না কেন?

ডাক্তারকে লইয়া বিনোদের পুনঃ প্রবেশ

বিনোদ। দেখুন ডাক্তারবাবু—দেখুন।

হেমেন্দ্র। (উঠিয়া) ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার শান্তিকে দেখিলেন; পরে বলিলেন—

ডাক্তার। কতদিন থেকে ভুগছেন ইনি?

হেমেন্দ্র। একটু একটু জ্বর ক'দিন থেকে হ'চ্ছিল! সকালে যখন বেরুই —তখনও তো এমন ছিল না।

ডাক্তার ঘড়ি খুলিয়া পুনরায় দেখিলেন—

বিনোদ। (স্বগত) এই হেম! ভালই হ'য়েছে। আমায় চেনে না।

ডাক্তার। বড় দুর্ব্বল! ঔষধের চেয়ে শুশ্রূষারই প্রয়োজন বেশী। Temparature rise ক'র্‌বে বলে মনে হ'চ্ছে! তা হোক ভয় পাবেন না। খানিকটা বরফ আনিয়ে রাখুন—Ice bag Thurmomeatre। এ ঘরে নয়, আপনারা একজন আমার সঙ্গে অন্যঘরে আসুন। অবস্থা—ব্যবস্থা সবই শুন্‌বেন। (হেমের প্রতি) ইনি আপনার?

হেমেন্দ্র। স্ত্রী!

ডাক্তার। তাহ'লে আপনি এখানে থাকুন। (বিনোদের প্রতি) আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

ডাক্তার ও বিনোদের প্রস্থান

হেমেন্দ্র। চন্দর তুমি বুঝি ডাক্তারবাবুদের খবর দিয়েছিল? আমি চ'লে যাবার পর বড্ড বেড়েছিল কি?—তখন থেকেই এমনি?

ভাগ্যিস্ তুমি ছিলে—নইলে—(শান্তির নিকটে গিয়া কপালে হাত দিয়া) উঃ কি উত্তাপ! শান্তি—শান্তি! তুমি কি এম্‌নি করেই আমায় ফেলে পালাবে ?

চন্দুরী। (স্বগত) ওঃ দেকে বাঁচিনে গো! ব্যাঙের শোকে সাপের চোকে পানি! মেরে ফেলাইয়ে সোহাগ কতো!

প্রস্থান

ডাক্তার ও বিনোদের পুনঃ প্রবেশ

ডাক্তার। আমি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্ লিখে যা যা ক'র্‌তে হবে—এঁকে ব'লে গেলুম একটা থারমমিটার এনে মাপ্‌বেন—Ice bag বরফ—সব ব'লে দিয়েছি এঁকে ; ঘণ্টা দুই পরে খবর দেবেন আমায়—(বিনোদের প্রতি) একটা চার্ট ক'রে যা যা ব'লে দিলুম আপনাকে—এখন তো ঐ চলুক—তারপর ঘণ্টা দুই পরে খবর দেবেন আমায়—ওষুধ আন্‌তে দেরী কর্ব্বেন না।

ডাক্তারের প্রস্থান

হেমেন্দ্র। ও কি সত্যই বাঁচবে না ? দয়া ক'রে আপনি ওঁকে বাঁচান,—আমায় যা ক'র্‌তে ব'ল্‌বেন, তাতেই আমি প্রস্তুত। আমিই ওঁকে মেরে ফেল্লুম! ও যদি না বাঁচে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কেমন ক'রে ? আমার সংসারে শান্তি ছাড়া আর কে আছে ?

বিনোদ। চুপ করো। ঝিটা গেল কোথায় ? ততক্ষণ জলপটি দিয়ে মাথায় বাতাস ক'র্‌তে বলো। ওষুধ আন্‌তে কে যাবে ? এঁর আত্মীয়-স্বজনকে খবর দেওয়া দরকার। এদিকে এসো—

হেমেন্দ্র। আমি কোথাও যাব না, যা ক'রতে হয় করুন, আমার শান্তিকে বাঁচান। শান্তিই যে আমার সর্ব্বস্ব!

বিনোদ। না চেঁচিয়ে আগে যাতে বাঁচে, তাই করো। আচ্ছা, তুমি এখানে ব'সো৭ আমি ব্যবস্থা ক'চ্ছি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ফরাসডাঙ্গা বাসাবাড়ীর দরদালান

যোগেশ ও চন্দুরী

পূর্ব্ব ঘটনার পর একদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। যোগেশ ফিরিয়া আসিয়া সন্ধান লইয়া জানিয়াছে, শান্তি গুরুতরভাবে অসুস্থ; সে চন্দুরী ঝির কাছ থেকে খবর নিতে এসেছিল, শান্তি কেমন আছে

যোগেশ। বিধু ডাক্তারের কাছে যা খবর পেলুম—সে তো বড় ভয়ঙ্কর! শান্তি যদি না বাঁচে—হেমের কাছে মুখ দেখাতে পার্ব্বো না! শান্তি মরুক বাঁচুক—এদিকের যুৎ কিন্তু ফুরুলো! নীরদবাবুটি কে এলো ঠিক্ বুঝতে পার্‌লুম না। কাল্‌কে এখান থেকে বাড়ী না গেলেই হ'ত! যাক্—এখন আর কারো সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো না, ঝি মাগীটার কাছে খবরটা নিয়ে একটু সজাগ থাকিগে।

চন্দুরীর একটা আলো লইয়া প্রবেশ

চন্দুরী। দরদালানকে প্রদীপ রাখতে বল্লেন, রেকে যাই। (যোগেশকে দেখিয়া) চ'রের মতন আঁদারে ঘুরচ' যে? মনের সাধ কি একনো পূরে নাই? জলজিয়ান্তো মেয়েটাকে মেরে ফেলালে—আর ইখানে ক্যানে?

যোগেশ। এখন কেমন আছে রে?

চন্দুরী। যাও কেন্না, শুদোও কেন্না—ভিতরকে যেতে পা আর উঠেক্ না না কি? আমরা ছোটনোক—কি ব'ল্‌তে কি বল্‌বো। তোমরা ভদ্দর নোক! চ'র—খুঁনে—যাও ভাবের লোককে শুদোও গা।

চন্দুরীর প্রস্থান

যোগেশ। মাগীর বড় লম্বা লম্বা কথা, থাক্—এখন আর দেখা ক'র্‌বো না। কি জানি, রাত্রে যদি কাঁধই দিতে হয়!

প্রস্থান

বিনোদের প্রবেশ

হাতে একখানি নোট বই ও পেন্সিল

বিনোদ। মিক্‌চারটা খাওয়ান হ'লো—লিখে রাখি। ডিলিরিয়ামও দেখা দিয়েছে—কি যে হবে? হেম কেঁদে ভাসাচ্ছে! তার উপর রাগ যা হ'য়েছিল, তার কান্না দেখে সব ভুলে গেলুম; নির্ব্বোধ! এখনো পরিচয় দিই নি, পরিচয় কিই বা দেবো? টেলিগ্রাম তো ক'রে দিয়েছি রজনীবাবুকে একখানা আর লক্ষ্মীপুরেও একখানা। শান্তি যদি বেঁচে ওঠে, সে হেমকে ক্ষমা ক'র্‌বে; প্রলাপের মধ্যে তার মুখে কেবল হেম আর শিবানীর কথা? আমারও ক্ষমা চাইতে বাকী—বাবার কাছে ক্ষমা চাইব। আর শিবানী? অত্যাচারী কে বেশী—আমি না হেম?

আপাদমস্তক মোটা চাদরে আবৃত শিবানীর প্রবেশ

শিবানী। (ধীরে ধীরে আসিয়া লিখনে নিবিষ্ট বিনোদকে হেমেন্দ্র ভ্রমে ভয়বিহ্বলকণ্ঠে ডাকিল) ঠাকুরপো।

বিনোদ চমকিয়া শিবানীর প্রতি চাহিল। প্রদীপের উজ্জ্বল রশ্মি পরিষ্কাররূপে তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। শিবানী দেখিল—সে হেমেন্দ্র নহে। এক পা পিছাইয়া অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে মাত্র বলিল

শিবানী। কে—কে—? তাহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল) তিনি কি—তিনি কি—? (বিস্ফারিতনেত্রে সে বিনোদের মুখে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া ভীতিসূচক অস্ফুটকণ্ঠে নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন বলিয়া ফেলিল) একি মায়া—না আমার চোখের ভুল।

বিনোদ পেন্সিল ও খাতা পকেটে পুরিয়া শিবানীর অতি নিকটে আসিল।
দুই জনেই নিষ্পলক নেত্রে পরস্পরের পানে চাহিল, মুহূর্ত্ত মাত্র
কেহ কথা কহিল না। শিবানীর সর্ব্বশরীর যেন
হিমবৎ হইয়া আসিতে লাগিল

বিনোদ। শিবানি—শিবানি—ভয় পেয়েছ? আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না? আমি মরিনি, তোমারি পুণ্যে মরিনি!

শিবানী বিনোদের বাহুবদ্ধ হইয়া তাহার বক্ষে মাথা রাখিল। কোন কথা
কহিতে পারিল না। রুদ্ধ ক্রন্দনে তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে
লাগিল মাত্র। এমন সময় এক দমকা বাতাসে
প্রদীপ নিভিয়া গেল

বিনোদ। হেম—হেম! তোমার বৌদি এসেছেন—প্রদীপ নিভে গেছে, একটা আলো এঁকে নিয়ে যাও।

এই অন্ধকারের মধ্যে দালানের দরজা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; দালানের
পরিবর্ত্তে শান্তির শয্যা-গৃহ দেখা গেল

শিবানী। (তাড়াতাড়ি শান্তির শয্যার নিকটে গিয়া) শান্তি, বোনটী আমার—

শান্তি। দিদি এসেছ? আমার অমু কোথায়?

শিবানী। অমু বাড়ীতেই আছে ভাই, বাড়ী গিয়ে তাকে কোলে নেবে।

শান্তি। আমি আবার বাড়ী যাব? আমি বাঁচবো?

শিবানী। কি হ'য়েছে? বাঁচবে বই কি, আমি তো তোমায় বাড়ী নিতেই এসেছি।

হেমেন্দ্র। বউদিদি, কি ব'লবো তোমায়? তোমায় আমি অপমান

ক'রেছি। তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি। (শান্তিকে দেখাইয়া) এই দেখ, তার শাস্তি। শান্তি বুঝি আমায় ত্যাগ ক'রে যায়! তুমি আমায় ক্ষমা করো, তোমার আশীর্ব্বাদ না পেলে শান্তি তো বাঁচ্‌বে না! বল, তুমি আমার ব্যবহার ভুল্‌বে!

শিবানীর পায়ে ধরিল

শিবানী। কি ক'রছ ঠাকুরপো! স্থির হও—ওঠো। আমি কি তোমার উপর রাগ ক'র্‌তে পারি? তুমি যে আমার ছোট ভাই!

শান্তি। দিদি, তুমি ওঁকে ক্ষমা ক'রেছ? দিদি, তোমার মনে কষ্ট দিয়েই এই দশা। এবার আমি বাঁচ্‌বো। তুমি ক্ষমা ক'রেছ, জ্যাঠামশায় কি ক্ষমা ক'র্‌বেন? বাবা ব'লেছেন—জ্যাঠামশায় ক্ষমা না কর্‌লে বাবাও যে, আমার মুখ দেখবেন না। (বাহিরে জুতার শব্দ) ঐ বাবা আসছেন—ঐ তাঁর জুতার শব্দ! আমি ঠিক বুঝেছি—

উঠিয়া বসিল

শিবানী (ধরিয়া) উঠো না—উঠো না—

শান্তিকে শোয়াইয়া দিয়া শিবানী তাহার মাথায় Ice bag ধরিল

হেমেন্দ্র। আমি নিয়ে আস্‌ছি।

প্রস্থান

শান্তি। দিদি, মিষ্টার রায়কে চেনো?

শিবানী। না, এইবার চিন্‌বো।

হেম ও রজনীর প্রবেশ

রজনী। শান্তি, মা, আমায় চিন্‌তে পার? (শিবানীকে দেখিয়া) এই যে আমার বড় মেয়ে! তুমি ভার নিয়েছ মা, আমি নিশ্চিন্ত।

শান্তি। বাবা বাবা—ক্ষমা ক'রেছ—আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রেছ!

রজনী। (অবরুদ্ধ বেদনায় অতি কষ্টে বলিলেন) ক্ষমা? মা,—ক্ষমা? সন্তানের উপর রাগ করবার অধিকারও যে বাপের নেই মা! ক্ষমা

সেই রাত্রেই আমার করা উচিত ছিল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন আমার সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়। তুমি সেরে ওঠো মা! (হেমেন্দ্রের প্রতি) চিকিৎসার ব্যবস্থা বোধ হয় সে রকম কিছু হয়নি?

হেমেন্দ্র। এখানকারই একজন ডাক্তার দেখ্‌ছেন; তিনি বলেন, ভয় নেই সেরে যাবে। নীরদবাবুর কাছেই সমস্ত রিপোর্ট লেখা আছে।

বিনোদ একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল, হেম তাহাকে দেখাইয়া কথাগুলি বলিল।
রজনী তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—

রজনী। (বিস্মিত কণ্ঠে) একি! নীরদবাবু কে? একে আমাদের বিনোদ! (উৎফুল্লভাবে বিনোদের কাছে গিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া) বিনোদ—বিনোদ! তুমি? কি আশ্চর্য্য—এতদিন কোথায় ছিলে? এখানে কেমন ক'রে?

বিনোদ। আমার পুনর্জীবন—সকল দিক দিয়েই আমার পুনর্জীবন! আমি সত্যই ম'রেছিলাম, হাসপাতালে, কলেরায়। আমার মৃতদেহ নদীর ধারে ফেলে দেয়; কিন্তু এক সাধুর কৃপায় আবার আমি বেঁচে উঠি। তারপর, নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়ে প'ড়ে, যখন আমি বৃন্দাবনে ফিরি—তখন শুনি—সেখানে প্লেগে আমার স্ত্রী, শাশুড়ী সকলে মারা গেছেন—

রজনী। তারপর?

বিনোদ। তারপর দেশে ফির্‌ছি—ষ্টেশনের পথে—হঠাৎ এখানে এসে দেখি, শান্তির এই অবস্থা—

রজনী। তাহ'লে তুমিই কি আমায় টেলিগ্রাম ক'রেছিলে?

বিনোদ। আজ্ঞে হ্যাঁ! হেম আমায় চিন্‌তো না, এখনো চেনে না; টেলিগ্রাম আমিই ক'রেছিলাম।

শান্তি। (শিবানীর প্রতি) দিদি, তাহলে উনিই কি আমার ভাসুর, মিষ্টার রায় নন? দিদি, আমি উঠে ব'সবো। আমি ভাল হ'য়ে

গিয়েছি। আমি ওঁকে প্রণাম ক'র্‌বো। তোমার পায়ের ধূলো নেব। আর আমার জ্যাঠামশায়—জ্যাঁঠামশায় কোথায় ?

শিবানী। তিনি আমায় আগেই পাঠিয়ে দিলেন, ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন ভাই ? তিনিও আস্‌বেন।

হেমেন্দ্র। দাদা—(বলিয়া বিনোদের পায়ের তলায় পড়িল)

বিনোদ। ওঠ হেম, ওঠ। ক্ষমা তো আমার কাছে নয়, আমরা দু'জনেই যাঁর কাছে সমান অপরাধী, ক্ষমা চাইতে হবে তাঁর কাছে।

নেপথ্যে শ্যামাকান্ত। কই আমার মা, আমার মা কই গো !

রজনী। আমি আন্‌ছি—আমি আন্‌ছি— দ্রুত প্রস্থান

শান্তি। জ্যাঠামশায়—জ্যাঠামশায় ?

শ্যামাকান্তকে লইয়া রজনীর পুনঃ প্রবেশ

শ্যামা। মা ! মা ! (শ্যামাকান্ত শান্তির বিছানার দিকে যেমন অগ্রসর হইলেন, অমনি বিনোদ তাঁহার দুই পা ধরিয়া বসিয়া পড়িল) কে ? কে ?

রজনী। চৌধুরীমশায়, চেয়ে দেখুন, আপনার পায়ের তলায় আপনার ক্ষমাপ্রার্থী অপরাধী পুত্র বিনোদ—

শ্যামা। এঁ্যা বিনোদ—বিনোদ ! তুই বেঁচে--তুই বেঁচে ! ওঃ—ভগবান !

বিনোদকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন ; এমন সময় হেমেন্দ্র তাঁহার পায়ের তলায় পড়িয়া বলিল—

হেমেন্দ্র। জ্যাঠামশায় আমিও কম অপরাধী নই।

রজনী। হেমেন্দ্র !

দু'জনকে বক্ষে ধারণ করিয়া

আঃ—আঃ—রজনীনাথ ! কি তৃপ্তি। কি তৃপ্তি !!

যবনিকা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।